



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
September 2020

০১-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- আত্মায় জং ধরার কারণ কি ? জং যে লেগেছে, তার নমুনা কি ?

উত্তর:- জং ধরার কারণ হলো - বিকার । পতিত হওয়ার কারণেই আত্মায় জং ধরে । এখানে পর্যন্ত যদি জং ধরে থাকে তাহলে তাদের পুরানো দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ হতে থাকবে । ফ্রিমিনাল বুদ্ধি আকর্ষণ করবে । তারা স্মরণে থাকতে পারবে না ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এর অর্থ তো বুঝেই গেছে । ওম্ শান্তি বললেই এই নিশ্চয় এসে যায় যে, আমরা আত্মারা এখানকার অধিবাসী নয় । আমরা তো শান্তিধামের অধিবাসী । যখন ঘরে থাকি, তখন আমাদের স্বধর্ম হলো শান্ত, তারপর এখানে এসে অভিনয় করি, কেননা শরীরের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম করতে হয় । কর্ম করা হয় - এক হল ভালো আর এক মন্দ । মন্দ কর্ম হয় রাবণ রাজ্যে । রাবণ রাজ্যে সকলের কর্মই বিকর্ম হয়ে গেছে । একজন মানুষও নেই যার বিকর্ম হয় না । মানুষ তো মনে করে সাধু - সন্ন্যাসী আদির দ্বারা বিকর্ম হতে পারে না, কেননা তারা সব পবিত্র থাকে । তাঁরা সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে । বাস্তবে পবিত্র কাকে বলা হয়, একথা একদমই জানে না । বলেও থাকে যে, আমরা পতিত । পতিত পাবনকে ডাকতে থাকে । যতক্ষণ না তিনি আসেন, ততক্ষণ দুনিয়া পবিত্র হতে পারে না । এখানে এ হলো পতিত পুরানো দুনিয়া, তাই পবিত্র দুনিয়াকে স্মরণ করতে থাকে । পবিত্র দুনিয়াতে যখন যাবে তখন পতিত দুনিয়াকে স্মরণ করবে না । ওই দুনিয়াই হলো আলাদা । প্রতিটি জিনিসই প্রথমে নতুন, তারপর পুরানো হয়, তাই না । নতুন দুনিয়াতে একজনও পতিত থাকতে পারে না । নতুন দুনিয়ার রচয়িতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তিনিই হলেন পতিত পাবন, তাই তাঁর রচনাও অবশ্যই পবিত্র হওয়া উচিত । পতিত থেকে পবিত্র, পবিত্র থেকে পতিত, এই কথা দুনিয়ার কারোর বুদ্ধিতেই বসতে পারে না । কল্পে - কল্পে বাবা এসেই তা বোঝান । বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ নিশ্চয়বুদ্ধি হয়েও আবার সংশয় বুদ্ধির হয়ে যায় । মায়া একদম গিলে ফেলে । তোমরা তো মহারথী, তাই না । মহারথীদেরই ভাষণ দেওয়ার জন্য ডাকা হয় । মহারাজাদেরও বোঝাতে হবে । তোমরাই প্রথমে পবিত্র, পূজ্য ছিলে, এখন তো এ হলোই পতিত দুনিয়া । পবিত্র দুনিয়াতে ভারতবাসীরাই ছিলো । তোমরা ভারতবাসীরা আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের ডবল মুকুটধারী, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলে । মহারথীদের তো এইভাবেই বোঝাতে হবে, তাই না । এই নেশার সঙ্গেই বোঝাতে হবে । ভগবান উবাচঃ ---- কাম চিতায় বসে মানুষ কালো হয়ে যায়, তারপর জ্ঞান চিতায় বসলে সুন্দর হবে । এখন যারা বোঝায়, তারা তো আর কাম চিতায় বসতে পারে না, কিন্তু এমনও আছে যারা অন্যদের বোঝাতে বোঝাতে কাম চিতায় বসে যায় । আজ এরা বোঝায়, কাল বিকারে চলে যায় । মায়া খুবই প্রবল, তা আর জিজ্ঞেস করো না । অন্যদের যারা বোঝায় তারা নিজেরাই কাম চিতায় বসে যায় । তারপর অনুতাপ করে যে - এ কি হলো ! এ তো মল্লযুদ্ধ, তাই না । নারীকে দেখলো, আকৃষ্ট হলো, মুখ কালো করে ফেলল । মায়া খুবই শক্তিশালী । প্রতিজ্ঞা করে না রাখতে পারলে কতো গুণ দণ্ড ভোগ করতে হয় । সে তো যেন শূদ্র সম পতিত হয়ে গেলো । গয়নও আছে যে - অমৃত পান করে আবার বাইরে গিয়ে অন্যদেরও বিরক্ত করতো, তাদেরও নোংরা করতো । তালি তো দুই হাতেই বাজে । এক হাতে তো আর বাজতে পারে না । দুইই খারাপ হয়ে যায় । তখন কেউ জানায়, কেউ আবার লজ্জার কারণে জানায়ও না । তারা মনে করে, ব্রাহ্মণ কুলের নাম না বদনাম করে ফেলি । যুদ্ধতে কেউ হেরে গেলে তখন হাহাকার লেগে যায় । আরে এতো বড় পালোয়ানকেও হারিয়ে দিলো ! এমন অনেক দুর্ঘটনা হয় । মায়া থাপ্পড় মারে, এ তো অনেক বড় লক্ষ্য, তাই না ।

বাচ্চারা, এখন তোমরা বোঝাও যে, যারা সতোপ্রধান সুন্দর ছিলো, তারাই কাম চিতায় বসে কালো, তমোপ্রধান হয়ে গেছে । রামকেও কালো বানানো হয় । চিত্র তো অনেকেরই কালো বানানো হয়, কিন্তু মুখ্য কথা এখানে বোঝানো হয় । এখানেও রামচন্দ্রের কালো চিত্র আছে, ওদের জিজ্ঞাসা করা উচিত -- কালো কেন বানানো হয়েছে ? ওরা বলবে যে - এ তো ঈশ্বরেরই ভাবনা । এই তো চলে আসছে । কেন হয় বা কি হয় - এ কিছুই জানে না । বাবা এখন তোমাদের বোঝাচ্ছেন - কাম চিতায় বসলে পতিত, মূল্যহীন হয়ে যায় । সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া । এ হলো বিকারী দুনিয়া । তাই এইভাবে বোঝানো উচিত । এ হলো সূর্যবংশী, ওটি হলো চন্দ্রবংশী, তারপর বৈশ্যবংশী হতেই হবে । বামমার্গে এলে তখন তাকে দেবতা বলা হবে না । জগন্নাথের মন্দিরে উপরে দেবতাদের কুল দেখানো হয় । তাঁদের দেবতাদের পোশাক কিন্তু আচরণ খুবই নোংরা । বাবা তোমাদের যেইদিকে মনোযোগ দেওয়াতে চান, সেইদিকে তোমাদের নজর দেওয়া উচিত । মন্দিরে

অনেক সেবা করা যেতে পারে । শ্রীনাথ দ্বারে গিয়েও বোঝানো যেতে পারে । জিজ্ঞেস করা উচিত - এনাকে কেন কালো বানানো হয়েছে ? একথা বোঝানো তো খুবই ভালো । সে হলো স্বর্ণ যুগ আর এ হলো লৌহ যুগ । জং ধরে যায়, তাই না । এখন তোমাদের সেই জং দূর হচ্ছে যারা স্মরণই করে না, তাদের জংও দূর হয় না । যাদের অনেক জং ধরে থাকে, তারা পুরানো দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকবে । সবথেকে বেশী জং ধরে বিকারের দ্বারা । এর ফলেই পতিত হয় । তোমাদের নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে -- আমাদের বুদ্ধি তো ক্রিমিনালের প্রতি আকৃষ্ট হয় না ? খুব ভালো - ভালো এক নম্বর বাচ্চারাও ফেল করে যায় । বাচ্চারা, এখন তোমরা এই জ্ঞান পেয়েছো । মুখ্য বিষয়ই হলো পবিত্রতার । শুরু থেকে এই বিষয়ের উপরই ঝগড়া চলে আসছে । বাবাই এই যুক্তি রচনা করেছেন --- সবাইকে বলা আমরা জ্ঞান অমৃত পান করতে যাই । জ্ঞান অমৃত জ্ঞানের সাগরের কাছেই আছে । শান্ত পড়লে তো কেউ পতিত থেকে পবিত্র হতে পারবে না । পবিত্র হয়েই পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে । এখানে পবিত্র হয়ে তারপর কোথায় যাবে ? মানুষ মনেও করে, অমুকে মোক্ষ লাভ করেছে । তারা কি জানে, যদি মোক্ষ লাভ করে তাহলে তার ক্রিয়াকর্ম আদিও করতে পারবে না । এখানে আলোর জ্যোতি ইত্যাদি জ্বালানো হয় যাতে তার কোনো কষ্ট না হয় । অন্ধকারে ধাক্কা না খায় । আত্মা তো এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে, এ তো এক সেকেন্ডের কথা । অন্ধকার তাহলে কোথা থেকে এলো ? এই নিয়ম চলে আসছে, তোমরাও করতে, এখন কিছুই করো না । তোমরা জানো যে, এই শরীর মাটি হয়ে যাবে । ওখানে এমন প্রথা বা নিয়ম থাকে না । আজকাল ঋদ্ধি - সিদ্ধিতে কিছুই নেই । মনে করো, কেউ ডানা পেলে আর উড়তে শুরু করলো -- এরপর কি, এতে কি লাভ হবে ? বাবা তো বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে । এ হলো যোগ অগ্নি, যাতে পতিত থেকে পবিত্র হতে পারবে । জ্ঞান থেকে ধন প্রাপ্ত হয় । যোগের দ্বারা এভার হেলদি, পবিত্র, জ্ঞানের দ্বারা এভার ওয়েলদি, ধনবান হয় । যোগীর আয়ু সর্বদা বেশী হয় । ভোগীর কম । কৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হয় । ঈশ্বরের স্মরণে কৃষ্ণ হয়েছে, তাঁকে স্বর্গে যোগেশ্বর বলা হবে না । তিনি তো সেখানে প্রিন্স । পূর্ব জন্মে এমন কর্ম করেছেন, তাই এমন জন্ম পেয়েছেন । কর্ম - অকর্ম এবং বিকর্মের গতিও বাবাই বুঝিয়েছেন । অর্ধেক কল্প হলো রাম রাজ্য, আর অর্ধেক কল্প হলো রাবণ রাজ্য । বিকারে যাওয়া -- এ হলো সবথেকে বড় পাপ । সবাই তো ভাই - বোন, তাই না । আত্মা সকলেই ভাই - ভাই । ভগবানের সন্তান হয়ে কিভাবে ক্রিমিনাল কাজ করতে পারে ! আমরা বি.কেরা বিকারে যেতে পারি না । এই যুক্তিতেই পবিত্র থাকতে পারে । তোমরা জানো যে, এখন রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে যাবে তারপর প্রতিটি আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে । একেই বলা হয় - ঘরে ঘরে আলো (প্রকাশ) । তোমাদের জ্যোতি এখন জাগ্রত হয়েছে । তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো । সত্যযুগে সবাই পবিত্র থাকে । এও তোমরা এখনই বুঝতে পারো । অন্যদের বোঝানোর জন্য বাচ্চাদের মধ্যে নম্বর অনুসারে শক্তি থাকে । নম্বর অনুসারে তারা স্মরণে থাকে । রাজধানী কিভাবে স্থাপন হয়, কারোর বুদ্ধিতেই একথা থাকে না । তোমরা তো সেনা, তাই না । তোমরা জানো যে, আমরা স্মরণের শক্তিতে পবিত্র হয়ে রাজা - রানী তৈরী হচ্ছে । এরপরের জন্মে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম হবে । যারা বড় পরীক্ষায় পাস করে তারা পদও বড় পায় । তফাৎ তো হয়ই, তাই না, যতো পড়া তত সুখ । এ তো ভগবান পড়ান । এই নেশা চড়ে থাকা উচিত । তোমরা এখন মুখের পুষ্টিকর ভোজন পাচ্ছে । ভগবান ছাড়া তোমাদের এমন ভগবান - ভগবতী কে বানাবেন ? তোমরা এখন পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে, তারপর জন্ম - জন্মান্তরের জন্য সুখী হয়ে যাবে । তোমরা উচ্চ পদ পাবে । পড়তে পড়তে আবার খারাপ হয়ে যায় । দেহ অভিমানে আসার কারণে আবার জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র বন্ধ হয়ে যায় । মায়া অনেক শক্তিশালী । বাবা নিজেই বলেন, এ হল অনেক পরিশ্রমের । আমিও ব্রহ্মার শরীরে এসে কতো পরিশ্রম করি, কিন্তু বুঝেও আবার বলে দেয়, এমন হতে পারে কি, শিববাবা এসে পড়ান -- আমরা মানি না । এ হলো চালাকি । এমনও অনেকে বলে দেয় । রাজস্ব তো স্থাপন হয়েই যাবে । বলা হয় না --- সত্যের নৌকা হেলবে তবুও ডুবে না ! এতে কতো বিঘ্ন উপস্থিত হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি, নয়নের মণি, শ্যাম থেকে সুন্দর হওয়া আত্মাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার হৃদয়, মন এবং প্রেমের স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যোগের অগ্নির দ্বারা বিকারের জং দূর করতে হবে । নিজের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, আমাদের বুদ্ধি ক্রিমিনালের দিকে যাচ্ছে না তো ?

২) নিশ্চয়বুদ্ধি হওয়ার পরে আবার কখনো কোনো বিষয়ে সংশয় আনবে না । বিকর্ম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে কোনো কর্ম নিজের স্বধর্মে স্থিত হয়ে বাবার স্মরণে করতে হবে ।

বরদান:- সর্ব প্রাপ্তির অনুভবের দ্বারা শক্তিশালী হয়ে সদা সফলতামূর্তি ভব*
যে সর্ব প্রাপ্তির অনুভাবীমূর্ত, সে-ই শক্তিশালী । এমন শক্তিশালী সর্ব প্রাপ্তির অনুভাবী আত্মারা সফলতামূর্তি হতে পারে, কেননা এখন সকল আত্মারা খুঁজতে থাকবে যে, সুখ - শান্তির মাস্টার দাতা কোথায় । তাই যখন তোমাদের কাছে সর্ব শক্তির স্টক থাকবে, তখনই তো সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারবে । আজকাল যেমন একই দোকান থেকে সব জিনিস পাওয়া যায়, তোমাদেরও এমনই হতে হবে । এমন নয় যে, সহন শক্তি থাকলো আর সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার শক্তি থাকলো না । সর্বশক্তির স্টক প্রয়োজন, তখনই সফলতামূর্তি হতে পারবে ।

স্লোগান:- মর্যাদাই ব্রাহ্মণ জীবনের কদম, কদমে কদম রাখার অর্থই হলো লক্ষ্যের নিকটে পৌঁছানো ।*

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য

পুরুষার্থ আর প্রালঙ্কার বানানো অনাদি ড্রামা

মাতেশ্বরী : পুরুষার্থ আর প্রলঙ্ক দুটি জিনিস, পুরুষার্থের দ্বারা প্রালঙ্ক তৈরী হয় । এই অনাদি সৃষ্টির চক্র ঘুরতে থাকে, যেই আদি সনাতন ভারতবাসী পূজ্য ছিলো, তারাই আবার পূজারী হয়েছে, তারপর সেই পূজারীই পুরুষার্থ করে পূজ্য হবে, এই উত্তরণ এবং অবতরণ অনাদি ড্রামার খেলা তৈরী রয়েছে ।

জিজ্ঞাসু :-- মাতেশ্বরী, আমার মনে এই প্রশ্ন উদয় হয়েছে যে, এই ড্রামা যখন এমন বানানো হয়েছে তাহলে উপরে উঠতে হলে নিজে থেকেই উঠবে, তাহলে পুরুষার্থ করার লাভ কি হলো ? যে উঠবে, সে আবার নামবে তাহলে এতো পুরুষার্থ কেন করবো ? মাতেশ্বরী, আপনি বলছেন যে, এই ড্রামা হুবহু রিপিট হয়, তাহলে সর্বশক্তিমান পরমাত্মা সদা এমন খেলা দেখে নিজে পরিশ্রান্ত হন না ? চার ঋতুতে যেমন শীত, গরম আদির তফাৎ হয়, তাহলে এই খেলাতে কি কোনো ফারাক হবে না ?

***মাতেশ্বরী* :** ব্যস্, এই তো এই ড্রামার বিশেষত্ব, এ হুবহু রিপিট হয় আর এই ড্রামার আরো বিশেষত্ব হলো, যা রিপিট হওয়া সত্ত্বেও নিত্যনতুন মনে হয় । প্রথমে তো আমারও এই শিক্ষা ছিলো না, কিন্তু যখন জ্ঞান পেয়েছি, তখন যা সেকেণ্ডে প্রতি সেকেণ্ডে চলছে, যদিও তা পূর্ব কল্পের মতোই চলছে, কিন্তু তা যখন সাক্ষী হয়ে দেখি, তখন নিত্যনতুন মনে হয় । এখন সুখ - দুঃখ দুইয়েরই পরিচয় পেয়ে গেছো, তাই এমন মনে করো না যে, যদি ফেলই হতে হয় তাহলে পড়বো কেন ? তা নয়, তাহলে তো এমনও মনে করতে পারি যে, যদি খাবার পাওয়ার থাকে, তাহলে তা নিজে থেকেই পাবো, তাহলে এতো পরিশ্রম করে উপার্জন করো কেন ? এমনিতে আমিও এখন দেখছি যে, এখন চড়তি কলার সময় এসেছে, সেই দেবতা বংশের স্থাপন হচ্ছে, তাহলে কেন না এখনই সেই সুখ গ্রহণ করি । যেমন দেখো, কেউ যদি জজ হতে চায়, তাহলে যখন পুরুষার্থ করবে, তখন সেই ডিগ্রি প্রাপ্ত করবে, তাই না । যদি তাতে ফেল করে যায়, তাহলে সেই পরিশ্রমও বৃথা হয়ে যায়, কিন্তু এই অবিনাশী জ্ঞানে এমন হয় না, এই অবিনাশী জ্ঞানের সামান্যতমও বিনাশ হয় না । এতো পুরুষার্থ না করতে পারলে যদি দৈবী বংশে না ও আসো, কিন্তু কম পুরুষার্থও যদি করো তাহলে সেই সত্যযুগী দৈবী প্রজাতে আসতে পারবে । পুরুষার্থ করা কিন্তু আবশ্যিক, কেননা এই পুরুষার্থের দ্বারা প্রালঙ্ক তৈরী হবে, এই পুরুষার্থেরই অনেক মহিমা করা হয়েছে ।

"এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান সর্ব মনুষ্য আত্মার জন্য"

সর্বপ্রথমে তো নিজের এক মুখ্য পয়েন্ট অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, এই মনুষ্য সৃষ্টি বৃক্ষের বীজ রূপ যখন পরমাত্মা, তাই সেই পরমাত্মার কাছে যে জ্ঞান প্রাপ্ত করছি, সে সবই মানুষের জন্য জরুরী । সমস্ত ধর্মের মানুষেরই এই জ্ঞান প্রাপ্ত করার অধিকার আছে । যদিও প্রত্যেক ধর্মের জ্ঞান তাদের নিজের - নিজের, প্রত্যেকেরই শাস্ত্র আলাদা - আলাদা, প্রত্যেকেরই মত আলাদা - আলাদা, প্রত্যেকেরই সংস্কার তাদের নিজের, কিন্তু এই জ্ঞান সকলের জন্য । যদি তারা এই জ্ঞান ধারণও করতে না পারে, আমাদের পরিবারে যদি নাও আসে, তবুও সকলের পিতা হওয়ার কারণে, তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হলে অবশ্যই পবিত্র হবে । আর এই পবিত্রতার কারণে নিজেদের বিভাগে অবশ্যই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। কেননা যোগকে তো সমস্ত

মানুষই স্বীকার করে, অনেক মানুষই এমন বলে যে, আমাদের মুক্তি চাই, কিন্তু সাজা থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তি পাওয়ার শক্তিও এই যোগের দ্বারা প্রাপ্ত হতে পারে । আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

০২-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:-** বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে কি এমন নেশা থাকে, সেই নেশার আধারে কোন্ নিশ্চয়ের কথা তোমরা বলতে থাকো?*
- *উত্তর:-** বাচ্চারা, তোমাদের এই নেশা থাকে যে, আমরা বাবাকে স্মরণ করে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য পবিত্র হচ্ছি। তোমরা নিশ্চয়ের সাথে এটা বলো যে, বিঘ্ন যতই আসুক না কেন, স্বর্গের স্থাপনা তো অবশ্যই হবে। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হতেই হবে। এটাই হলো পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা, এখানে সংশয়ের কোনও কথাই নেই।*

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাচ্চাদের প্রতি আত্মিক বাবা বোঝাচ্ছেন। তোমরা জানো যে, আমরা হলাম আত্মা। এই সময় আমরা আধ্যাত্মিক পান্ডা হয়েছি। নিজেও হয়েছো, অন্যদেরকেও তৈরী করছো। এই কথাটি ভালোভাবে ধারণ করো। মায়ার তুফান তোমাদেরকে ভুলিয়ে দেয়। তাই প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় এই বিষয়ে চিন্তন করতে হবে - অমূল্য জীবনের জন্য এই অমূল্য রত্ন, আত্মিক বাবার থেকে প্রাপ্ত হচ্ছে। তাই আত্মিক বাবা বোঝাচ্ছেন যে - বাচ্চারা, মুক্তিধামের রাস্তা বলে দেওয়ার জন্য তোমরা এখন আধ্যাত্মিক পান্ডা বা গাইডস্ হয়েছো। এটাই হলো সত্যিকারের অমরকথা, অমরপুরীতে যাওয়ার জন্য। অমরপুরীতে যাওয়ার জন্য তোমরা পবিত্র তৈরি হচ্ছে। অপবিত্র ব্রষ্টাচারী আত্মা অমরপুরীতে কিভাবে যেতে পারে? সাধারণ মানুষ অমরনাথ যাত্রা করে, স্বর্গকেও অমরনাথ পুরী বলা হয়। একটা অমরনাথের কথা নয়। তোমরা, সমস্ত আত্মারা এখন অমরপুরীতে যাচ্ছো। সেটা হল আত্মাদের অমরপুরী - পরমধাম, পুনরায় অমরপুরীতে আসো শরীরের সাথে। সেখানে কে নিয়ে যান? পরমপিতা পরমাত্মা সমস্ত আত্মাদেরকে নিয়ে যান। তাকে অমরপুরীও বলা যায়। কিন্তু সঠিক নাম হল শান্তিধাম। সেখানে তো সবাইকে যেতেই হবে। ড্রামার ভবিষ্যৎ অপরিবর্তনীয়। এটা ভালোভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করে নাও। প্রথমে তো নিজেকে আত্মা মনে করো। পরমপিতা পরমাত্মাও হলেন আত্মা। কেবলমাত্র তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। তিনি এখন আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর। এখন বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য শ্রীমত দিচ্ছেন যে, *মামেকম্ স্মরণ করো*, তাহলে তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ বিনাশ হয়ে যাবে। স্মরণকেই যোগ বলা হয়। তোমরা তো হলে বাচ্চা, তাই না। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের দ্বারাই তরী পার হয়ে যাবে। এই বিষয় নগরী থেকে তোমরা শিব নগরীতে যাবে, পুনরায় বিষ্ণুপুরীতে আসবে। আমরা এখন পড়াশোনা করছি সেখানে যাওয়ার জন্য, এখানকার জন্য নয়। এখানে যারা রাজা হয়, তারা পূর্ব জন্মে ধন দান করার জন্য রাজা হয়ে জন্ম নেয়। কেউ কেউ আছে, যারা গরীবদেরকে দেখাশোনা করে, অনেক হাসপাতাল, ধর্মশালা আদি তৈরি করে, অনেক ধন দান করে। যেরকম সিন্ধুপ্রদেশে মূলচন্দ ছিলেন, গরীবদের কাছে গিয়ে দান করতেন। গরীবদেরকে দেখাশোনা করতেন। এরকম অনেকেই দানী হয়। সকালে উঠেই অল্পের পুটুলী বের করে, গরীবদেরকে দান করার জন্য। আজকাল তো ভিক্ষুকরাও অনেক অসং হয়ে গেছে। তাই পাত্র বুলে দান করতে হবে। প্রকৃত গরীব তো এখন কেউই নেই। বাইরে যারা ভিক্ষা নেওয়ার জন্য বসে আছে, তাদেরকে দেওয়াও কোনও দান দেওয়া নয়। তাদের তো এটাই হল ধান্দা। যারা গরীবদেরকে দান করে, তারাই ভালো পদ প্রাপ্ত করবে।

এখন তোমরা সবাই হলে আধ্যাত্মিক পান্ডা। তোমরা প্রদর্শনী বা মিউজিয়াম করো তো এইরকম নাম লেখো যেটা সিদ্ধ হয় যে 'গাইড টু হেভেন' বা 'নতুন বিশ্বের রাজধানীর জন্য গাইডস্'। কিন্তু মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না। এটা হলই কাঁটার জঙ্গল। স্বর্গ হলো ফুলের বাগান, যেখানে দেবতারা থাকেন। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এই নেশায় থাকতে হবে যে, আমরা বাবাকে স্মরণ করে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য পবিত্র হচ্ছি। তোমরা জানো যে, যতই বিঘ্ন আসুক না কেন, স্বর্গের স্থাপনা তো অবশ্যই হবে। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো হতেই হবে। এটাই হলো পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা, এখানে সংশয়ের কোনও কথাই নেই। মনের মধ্যে অল্প একটুও সংশয় নিয়ে এসো না। এঁনাকে তো সবাই পতিত-পাবন বলে ডেকেছিল। ইংরেজরাও বলে যে, এসে আমাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করো। দুঃখ হলোই ৫ বিকারের। সেটা হলই নির্বিকারী দুনিয়া, সুখধাম। এখন বাচ্চারা, তোমাদেরকে স্বর্গে যেতে হবে। সাধারণ মানুষ মনে করে যে স্বর্গ উপরে আছে, তাদের এটা জানাও নেই যে, মুক্তিধাম উপরে থাকে। জীবনমুক্তিতে তো এখানেই আসতে হয়। এটা বাবা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন, এগুলিকে ভালোভাবে ধারণ করে এই জ্ঞানেরই মন্ডন করতে হবে। লৌকিক স্টুডেন্টরাও ঘরেতে

এটাই চিন্তা করে যে - এই কাগজ লিখে জমা দিতে হবে..., আজ এটা করতে হবে...। তাই বাচ্চারা, তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য আত্মাকে সতোপ্রধান বানাতে হবে। পবিত্র হয়ে মুক্তিধামে যেতে হবে, আর নলেজের আধারে পুনরায় দেবতা হতে হবে। আত্মাই তো বলে যে, আমি মানুষ থেকে ব্যারিস্টার হই, আমি আত্মা মানুষ থেকে গভর্নর হই। আত্মাই শরীরের সাথে এইসব হয়। শরীর শেষ হয়ে গেলে তো পুনরায় নতুন শরীরে পড়াশোনা করতে হয়। আত্মাই বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে। বাবা বলছেন যে - এটাই পাকাপোক্ত ভাবে মনে রাখ যে - আমি হলাম আত্মা, দেবতাদেরকে এইরকম বলতে হয়না, তাদেরকে স্মরণের পুরুষার্থ করতে হয় না, কেননা তারা তো হলোই পবিত্র। প্রালঙ্ক ভোগ করছে, তারা কি পতিত নাকি, যে বাবাকে স্মরণ করবে! তোমরা আত্মারা পতিত হয়ে গেছো, এই জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তাদের তো স্মরণ করার দরকারই নেই। এটাই হলো ড্রামা, তাই না ! একটা দিনও এক সমান হয় না। এই ড্রামাই নিরন্তর চলতে থাকে। সারাদিনের পার্ট সেকেন্ডের অনুসারে পরিবর্তন হতে থাকে। শুটিং চলতে থাকে। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে, কোনও কথাতে হার্টফেল (হতাশ) হয়ে যেও না। এটা হলো জ্ঞানের কথা। যদিও নিজের ব্যবসা আদি করো, কিন্তু ভবিষ্যতের উঁচু পদ প্রাপ্ত করার জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো। গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে। কুমারীরা তো গৃহস্থে যেতেই পারে না। গৃহস্থী তাদেরকেই বলা যায়, যাদের সন্তান-সন্ততি আছে। *বাবা তো অধর-কুমারী আর কুমারী, সবাইকেই পড়াচ্ছেন। অধর-কুমারীর অর্থও তারা বুঝতে পারেনা। তারা মনে করে, অর্ধেক শরীর ? এখন তোমরা জানো যে, কন্যা হল পবিত্র আর অধর কন্যা তাদেরকে বলা যায়, যারা অপবিত্র হওয়ার পর পুনরায় পবিত্র হয়। তোমাদেরই স্মরণিক মন্দিরে রয়েছে (অধর দেবী মন্দির/অর্বুদা দেবী শক্তিপিঠ, মাউন্ট আবু) । বাচ্চারা, বাবা-ই তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বাবা তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা মূলবতনকেও জানি, পুনরায় সূর্যবংশী, চন্দ্র বংশী, কিভাবে রাজত্ব করতে হয়, ক্ষত্রিয়ভাবের লক্ষণ হিসেবে হাতে বাণ কেন দেওয়া হয়েছে, সেটাও তোমরা জেনে গেছ। সেখানে লড়াই আদির তো কোনও কথাই নেই। না অসুরের কথা আছে, না চুরির কথা প্রমাণিত (সিদ্ধ) হয়। এইরকম তো কোনও রাবণ হয় না, যে সীতাকে নিয়ে যাবে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা ! তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা হলাম স্বর্গের, মুক্তি-জীবনমুক্তির পান্ডা। তারা তো হল লৌকিক জগতের পান্ডা। আমরা হলাম আধ্যাত্মিক পান্ডা। তারা হলো কলিযুগের ব্রাহ্মণ। পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছে। আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছি। বাবা অনেক রকম ভাবে বোঝাচ্ছেন। তবুও বাচ্চারা দেহ অভিমানে এসে ভুলে যায়। আমি হলাম আত্মা, বাবার সন্তান, এই নেশা সদা থাকে না। যত যত স্মরণ করতে থাকবে, ততই দেহ অভিমান কাটতে থাকবে। নিজেকে দেখো, আমার দেহ অভিমান সমাপ্ত হয়েছে ? আমরা সবাই এখন যাচ্ছি, পুনরায় আমরা বিশ্বের মালিক হব। আমাদের পার্টই হল হিরো-হিরোইনের। হিরো-হিরোইন নাম তখন দেওয়া হয় যখন কেউ বিজয় প্রাপ্ত করে। তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করো, তাই এই সময় তোমাদের হিরো-হিরোইনের নাম দেওয়া হয়, এর আগে তো ছিল না। পরাজিত হওয়া আত্মাকে হিরো-হিরোইন বলা যায় না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা এখন গিয়ে হিরো-হিরোইন তৈরী হচ্ছে। তোমাদের পার্টই হল উঁচুর থেকেও উঁচু। কড়ি আর হীরার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যদিও কেউ লাথপতি বা কোটিপতি হয়, কিন্তু তোমরা জানো যে এইসব বিনাশ হয়ে যাবে।

আত্মারা, তোমরা ধনবান হতে চলেছো। বাকিরা সবাই দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত কথা ধারণ করতে হবে। নিশ্চয় রাখতে হবে। এখানে নেশা চড়তে থাকে, কিন্তু বাইরে গেলে সেই নেশা শেষ হয়ে যায়। এখানকার কথা এখানেই থেকে যায়। বাবা বলেন যে, বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। যে পড়াশোনার দ্বারা আমরা মানুষ থেকে দেবতা হতে চলেছি। এখানে পরিশ্রমের কোনও কথাই নেই। ব্যবসা আদি করেও কিছু সময় বের করে স্মরণ করতে থাকো। এটাও নিজের জন্য এক প্রকার ধান্দা, তাইনা! ছুটি নিয়ে বাবাকে স্মরণ করো। ইনি কোনও মিথ্যা কথা বলছেন না। সারাদিন এই ভাবেই কি সময় ব্যর্থ নষ্ট করে দেবে? নিজেদের ভবিষ্যতের কথা তো কিছু চিন্তা করো। যুক্তি তো অনেক আছে, যতটা সম্ভব হয়, সময় বের করে বাবাকে স্মরণ করো। শরীর নির্বাহের জন্য ধান্দা আদি যদিও করো। আমি তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য খুব ভালো ভালো শ্রীমৎ দিচ্ছি। বাচ্চারা, তোমরাও সবাইকে এই শ্রীমত শোনাতে পারো। মন্ত্রী তো পরামর্শ দেওয়ার জন্যই হয়ে থাকে, তাই না! তোমরা হলে পরামর্শ দাতা। সবাইকে, মুক্তি জীবন মুক্তি কিভাবে প্রাপ্ত করা যায়, এই জন্মে সেই রাস্তা বলতে থাকো। মানুষ স্লোগান আদি তৈরি করে তারপর দেওয়ালের উপর লাগিয়ে দেয়। যেরকম তোমরা লিখতে থাকো যে *“Be Holy and Raj yogi”*। কিন্তু এতে তারা কিছুই বুঝতে পারেনা। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে, আমরা এখন বাবার থেকে এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি, মুক্তিধামেরও অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। আমাকে তোমরা পতিত-পাবন বলে ডেকেছিলে, তাই আমি এসেছি তোমাদেরকে শ্রীমৎ দিয়ে পবিত্র বানাতে। তোমরাও হলে পরামর্শ দাতা। মুক্তিধামে কেউই যেতে পারে না, যতক্ষণ না বাবা উপদেশ না দেন, শ্রীমৎ না দেন। শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত হলোই শিব বাবার। আত্মারা শিব বাবার শ্রীমৎ প্রাপ্ত করে। পাপ আত্মা, পুণ্যাত্মা বলা হয়ে

থাকে। পাপ শরীর বলা হয় না। আত্মা শরীরের দ্বারা পাপ করতে থাকে, এজন্য পাপ আত্মা বলা হয়ে থাকে। শরীর ছাড়া আত্মা না পাপ, না পূণ্য করতে পারে। তাই যখনই সময় পাবে বিচার সাগর মন্বন করতে থাকো। সময় তো অনেক আছে। টিচার বা প্রফেশরকে যুক্তি দিয়ে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান শোনাতে হবে, যার দ্বারা তারও কল্যাণ হয়ে যায়। অন্যথায় এই দুনিয়ার পড়াশোনা করে কি হবে। আমি এটা পড়াচ্ছি। আর অবশিষ্ট কিছু দিন পড়ে আছে, বিনাশ সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। অন্তরের মধ্যে এই উদ্যমতা যেন থাকে যে, কিভাবে মানুষকে রাস্তা বলে দেবো।

এক কন্যার লৌকিক পরীক্ষা ছিল, যেখানে গীতার ভগবানের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তো সে লিখে দিয়েছিল যে গীতার ভগবান হলেন শিব, তো তাকে ফেল করিয়ে দেওয়া হয়। সে ভেবেছিল যে আমি তো বাবারই মহিমা লিখেছি - গীতার ভগবান হলেন শিব। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। কৃষ্ণের আত্মাও এখন জ্ঞানপ্রাপ্ত করছে। এসব লেখার কারণে সে ফেল হয়ে গিয়েছিলো। মা-বাবাকে বললো যে, আমি এই পড়াশোনা করবো না। আমি এখন থেকে এই আধ্যাত্মিক পড়াশোনার সাথে যুক্ত হব। সেই বাচ্চাও খুব ফার্স্ট ক্লাস ছিল। প্রথমেই বলেছিল যে, আমি এমনই লিখবো যে আমি ফেল হয়ে যাব। তবুও সত্য কথাই তো লিখতে হবে, তাই না! তারা পরবর্তী সময়ে বুঝতে পারবে যে, এই মেয়েটি সত্য কথাই লিখেছিল। যখন প্রভাব পড়বে, প্রদর্শনী অথবা মিউজিয়ামে তাদেরকে ডাকা হবে, তখন তারা জানতে পারবে আর বুদ্ধিতেও আসবে যে এটাই হল সঠিক। অনেক অনেক মানুষ আসতে থাকবে, তাই বিচার করতে হবে যে - এমনভাবে বোঝাতে হবে যে মানুষ খুব শীঘ্রই বুঝতে পেরে যায় যে এটা হল নতুন কথা। কেউ না কেউ তো অবশ্যই বুঝবে, যে এখানকার হবে। তোমরা সবাইকে আধ্যাত্মিক রাস্তা বলতে থাকো। বেচারি অনেক দুঃখী হয়ে গেছে, তাদের সবাইকে দুঃখ থেকে কিভাবে দূর করবে। অশান্তি তো অনেক হয়, তাই না। এক পরস্পরের শত্রু হয়ে যায়, কিভাবে তারা একে অপরকে শেষ করে দেয়। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন। মাতা-রা তো অবোধ হয়। তারা বলে যে আমি তো পড়ালেখা জানিনা। বাবা বলেন যে পড়াশোনা জানো না, এ তো খুবই ভালো কথা। বেদ শাস্ত্র যা কিছু পড়ে, সেসব এখানে ভুলে যেতে হয়। এখন আমি যা কিছু শোনাচ্ছি, সেটাই শোনো। বোঝাতে হবে যে - সন্নতি, এক নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই করতে পারে না। মানুষের মধ্যে এই জ্ঞানই তো নেই, তাহলে তারা সন্নতি কিভাবে করবে? সন্নতি দাতা, জ্ঞানের সাগর হলেন এক বাবা। সাধারণ মানুষ এরকম কথা কি বলতে পারে! যে এখানকার হবে সেই বোঝার জন্য চেষ্টা করবে। কোনও একজন যদি লৌকিক পদ মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তি বাবার বাচ্চা হয়, তাহলে চারিদিকে সেই কথা ছড়িয়ে পড়বে। গায়ন আছে যে, তুলসীদাস গরিবের কথা কেউ শোনে না। সেবার যুক্তি তো বাবা অনেকই বলে দেন, বাচ্চাদেরকে সেই যুক্তিগুলিকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ব্যবসা আদি করেও ভবিষ্যতের উঁচু পদ প্রাপ্ত করার জন্য স্মরণে থাকার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। এই ড্রামা সেকেন্ড-এর অনুসারে পরিবর্তন হতে থাকবে, এই জন্য কখনও কোনও সিন (দৃশ্য) দেখে হার্টফেল হয়ে যেও না।

২) এই আধ্যাত্মিক পড়া পড়ে অন্যদেরকেও পড়াতে হবে, সকলের কল্যাণ করতে হবে। অন্তরে এই উদ্যম যেন আসে যে, কিভাবে সবাইকে পবিত্র বানানোর পরামর্শ দেব। ঘরে ফেরার রাস্তা বলবো।

বরদানঃ- ডবল সেবার দ্বারা অলৌকিক শক্তির সাক্ষাৎকার করিয়ে বিশ্ব সেবাধারী ভব*

ব্যখ্যা :- যেরকম বাবার স্বরূপ-ই হলো বিশ্ব সেবক, এই রকম তোমরাও বাবার সমান বিশ্ব-সেবাধারী হও। শরীর দ্বারা স্থূল সেবা করেও, মনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের সেবাতে তৎপর থাকো। একই সময়ে শরীর আর মনের দ্বারা একসাথে সেবা করো। যে মন আর কর্মের দ্বারা একসাথে সেবা করে, তাকে যারা দেখে তাদের এই অনুভব বা সাক্ষাৎকার হয়ে যায় যে এর মধ্যে কোনও অলৌকিক শক্তি আছে, এইজন্য এই অভ্যাসকে নিরন্তর আর ন্যাচারাল বানাও। মনসা সেবার জন্য বিশেষ একাগ্রতার অভ্যাস বৃদ্ধি করো।

স্লোগানঃ- সকলের প্রতি গুণগ্রাহক হও, কিন্তু অনুসরণ করো এক ব্রহ্মা বাবাকেই।*

০৩-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- তোমরা হলে ডবল-অহিংসক, আননোন ওয়ারিয়ার্স, তোমাদের কোন্ বিজয় নিশ্চিত এবং কেন?

উত্তর:- তোমরা বাচ্চারা যারা মায়াকে পরাজিত করার পুরুষার্থ করছে, তোমাদের লক্ষ্য হলো যে, আমরা রাবণের হাত থেকে নিজের রাজত্ব নিয়েই থাকবো..... ড্রামাতে এরও যুক্তি রচনা করা আছে। তোমাদের বিজয় নিশ্চিত, কারণ তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরমপিতা পরমাত্মা আছেন। তোমরা যোগবলের দ্বারা বিজয় লাভ করো। মন্মনাভবের মহামন্ত্র দ্বারা তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করো। তোমরা অর্ধকল্প রাজত্ব করবে।

*গীত:- নিজের মুখ দেখেনে মনের আয়নাতে.....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা যখন সামনে সামনে বসে থাকে তখন বুঝতে পারে যথাযথভাবে আমাদের কোনও সাকার টিচার নেই, আমাদের যিনি পড়াচ্ছেন তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর বাবা। এই কথা তো নিশ্চিত যে আমাদের পিতাও হলেন উনি, যখন পড়ান তখন পড়াশোনায় মনোযোগ থাকে। স্টুডেন্ট নিজের স্কুলে বসে থাকলে টিচার স্মরণে আসবে, পিতা নয়। কারণ স্কুলে বসে আছে। তোমরাও জানো টিচারও হলেন বাবা। নাম নিয়ে তো কোনও কথা হবে না। বুদ্ধিতে রাখতে হবে - আমরা হলাম আত্মা, বাবার কাছে শুনি। এমন তো কখনও হয় না। না সত্যযুগে, না কলিযুগে হয়। শুধুমাত্র একবার সঙ্গমেই হয়। তোমরা নিজেদেরকে আত্মা নিশ্চয় করো। আমাদের পিতা এই সময় হলেন টিচার, কারণ তিনি পড়ান, দুটি কর্তব্য পালন করতে হয়। আত্মারা পড়াশোনা করে শিববাবার কাছে। এও হলো যোগ এবং জ্ঞানের পড়া। আত্মা পড়ে, পরমাত্মা পড়ান। এতে আরও বেশি লাভ, যখন তোমরা সন্মুখে থাকো। অনেক বাচ্চারা ভালো ভাবে স্মরণে থাকবে। কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছালে তো পবিত্রতার শক্তিও প্রাপ্ত হয়। তোমরা জানো শিববাবা আমাদের পড়ান। এ হলো তোমাদের যোগ এবং উপার্জন দুটি একত্রে। আত্মাকেই সতীপ্রধান হতে হবে। তোমরা সতীপ্রধান হচ্ছে, ধনও প্রাপ্ত করছে। নিজেকে অবশ্যই আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। বুদ্ধি যেন বিচরণ না করে। এখানে বসে বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, শিববাবা পড়ানোর জন্য টিচার রূপে এসেছেন। তিনি হলেন নলেজফুল, আমাদের পড়াচ্ছেন। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আমরাই হলাম স্বদর্শন চক্রধারী। আমরাই হলাম লাইট হাউস। একটি চোখে শান্তিধাম, অন্যটিতে জীবনমুক্তিধাম আছে। এই চোখের কথা নয়, আত্মার তৃতীয় নেত্র বলা হয়। *এখন আত্মারা শুনছে, যখন শরীর ত্যাগ করবে তখন আত্মায় এই সংস্কার থাকবে*। এখন তোমরা বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হও। *সত্যযুগ থেকে তোমরা বিয়োগী ছিলে অর্থাৎ বাবার সঙ্গে যোগ ছিলো না। এখন তোমরা যোগী হও, বাবার মতন। যোগ শেখাচ্ছেন ঈশ্বর, তাই তাঁকে বলা হয় যোগেশ্বর। তোমরা হলে যোগেশ্বরের সন্তান। তাঁকে যোগ করতে হয় না। তিনি হলেন যোগের শিক্ষা প্রদানকারী পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরা এক একজন যোগেশ্বর, যোগেশ্বরী হও তারপরে রাজ-রাজেশ্বরী হবে। তিনি যোগের শিক্ষা দেন, তিনি হলেন ঈশ্বর। নিজে শেখেন না, তিনি শেখান। কৃষ্ণের আত্মা শেষ জন্মে যোগ শিখে কৃষ্ণ রূপে পরিণত হন, তাই কৃষ্ণকেও যোগেশ্বর বলা হয়। কারণ ওনার আত্মা এখন যোগের শিক্ষা গ্রহণ করছে। যোগেশ্বরের কাছে যোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করে কৃষ্ণ পদ প্রাপ্ত করেন। শিবপিতা পরে ওনার নাম রাখেন ব্রহ্মা। প্রথমে তো লৌকিক নাম ছিলো, পরে মরজীবা (জীবিত থেকেই মৃত সম) হয়েছেন।* আত্মাকেই বাবার আপন হতে হয়। বাবার আপন হওয়া অর্থাৎ মৃত হওয়া, তাইনা। তোমরাও বাবার কাছে যোগের শিক্ষা অর্জন করো। এই সংস্কার গুলি নিয়ে তোমরা শান্তিধামে যাবে। তারপরে নতুন পার্টের প্রালব্ধ ইমার্শ হবে। যেমন বাবার সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়েছে যে আমি যাই, তাই বাবা বলেন আমি আসি এবং আমার বাণী চলতে শুরু করে। পরমধামে তো শান্তি থাকে। তখন ড্রামা অনুযায়ী তাঁর পার্ট আরম্ভ হয়ে যায়। আসার সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়। তারপরে এখানে এসে পার্ট প্লে করেন। তোমাদের আত্মাও শুনছে। নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী কল্প পূর্বের মতন। দিন দিন বৃদ্ধিও হতে থাকবে। একদিন তোমরা বিশাল রয়্যাল হল-ও প্রাপ্ত করবে, যেখানে অনেক বড় বড় লোকও আসবে। সবাই একত্রে বসে শুনবে। দিন দিন ধনী ব্যক্তিরও প্রজা হতে থাকবে। পেটে পিঠে এক হয়ে যাবে। এমন বিপদ আসবে, মুসলধারে বৃষ্টি হবে তখন সম্পূর্ণ কৃষি ইত্যাদি জলে ডুবে যাবে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ তো আসবেই। বিনাশ হবে, একেই বলা হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বুদ্ধি বলে বিনাশ হবে নিশ্চয়ই। একদিকে বোমাও তৈরি, ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ ইত্যাদি সব এখানকার জন্য। এতে সাহস চাই। অঙ্গদের দৃষ্টান্ত আছে না, তাকে কেউ নড়াতে পারে নি। এই অবস্থা মজবুত করতে হবে - আমি আত্মা, দেহ ভান নষ্ট হতে থাকবে। সত্যযুগে তো যখন অটোমেটিক্যালি সময় পূর্ণ হয় তখন সাক্ষাৎকার হয়। এখন এই

দেহ ত্যাগ করে শিশু হতে হবে। এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে প্রবেশ করে, দন্ড ইত্যাদি তো সেখানে কিছুই নেই। যত দিন যাবে তোমরা কাছে আসবে। বাবা বলেন, আমার মধ্যে যা পার্ট ভরা আছে সেসব খুলতে থাকবে। বাচ্চাদের বলতে থাকবেন। *যখন বাবার পার্ট পূর্ণ হবে, তখন তোমাদের পার্টও পূরো হয়ে যাবে। তারপরে তোমাদের সত্যযুগের পার্ট আরম্ভ হবে*। এখন তোমাদের নিজের রাজ্য প্রাপ্ত করতে হবে, এই ড্রামা খুব যুক্তি দ্বারা গঠিত হয়েছে। তোমরা মায়ার উপরে জয় লাভ কর, এতেও সময় লাগে। তারা তো একদিকে ভাবে আমরা স্বর্গে বসে আছি, এই দুনিয়া সুখধাম হয়েছে, অন্য দিকে আবার গানের মধ্যে দিয়ে ভারতের অবস্থার কাহিনী শোনায়। তোমরা জানো এই দুনিয়া তো আরও তমোপ্রধান হয়েছে। ড্রামা অনুযায়ী ভীষণ ভাবে তমোপ্রধান হতে থাকে। তোমরা এখন সতোপ্রধান হচ্ছে। *এখন তোমরা কাছে এসেছো, শেষে বিজয় তো তোমাদেরই হবে*। হাহাকারের পরে জয়জয়কার হবে। ঘি-য়ের নদী বইবে। সেখানে ঘি ইত্যাদি কিনতে হবে না। সবার কাছে নিজের ফার্স্টক্লাস গরু থাকে। তোমরা অনেক উঁচু স্থান প্রাপ্ত করো। তোমরা জানো ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়। বাবা এসে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি রিপোর্ট করেন। তাই বাবা বলেন, এই কথাও লিখে দাও যে - ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি কীভাবে রিপোর্ট হয়, এসে বুঝে নাও। যারা সেম্ভিবল হবে, তারা বলবে এখন হল আয়রন এজ, অতএব অবশ্যই গোল্ডেন এজ রিপোর্ট হবে। কেউ বলবে সৃষ্টি চক্র লক্ষ বছরের, তাহলে এখন রিপোর্ট হবে কীভাবে। এখানে সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশীর হিস্ট্রি তো নেই। অন্তিম সময় পর্যন্ত কীভাবে রিপোর্ট হয়। সে কথাও জানে না যে এদের রাজ্য আবার কবে হবে। রাম রাজ্যের কথা তো জানে না। এখন তোমাদের সঙ্গে বাবা আছেন। যে দিকে সাক্ষাৎ পরমপিতা পরমাত্মা আছেন, তাদের বিজয় তো অবশ্যই হবে। বাবা কোনো রকম হিংসা তো করাবেন না। কাউকে আঘাত করা হল হিংসা। সবচেয়ে মারাত্মক হিংসা হল কাম কাটারী চালানো। এখন তোমরা ডবল অহিংসক হচ্ছে। স্বর্গে তো হলো অহিংসা পরম দেবী-দেবতা ধর্ম। সেখানে না যুদ্ধ হয়, না বিকারগ্রস্ত হয়। এখন তোমাদের হলো যোগবল, কিন্তু না বোঝার জন্য শাস্ত্রে অসুর ও দেবতাদের যুদ্ধ লিখে দিয়েছে, অহিংসার কথা কেউ জানে না। এই কথা তোমরা জানো। তোমরা হলে ইনকগনিটো ওয়ারিয়র্স। আননোন বাট ভেরি ওয়েল নোন। তোমাদেরকে কেউ ওয়ারিয়র্স ভাবে ? তোমাদের দ্বারা সবাই "মন্মনাভব" এর সংবাদ প্রাপ্ত করবে। এ হলো মহামন্ত্র। মানুষ এইসব কথা বোঝে না। সত্যযুগ-ত্রৈতায় এইসব হয় না। মন্ত্র দ্বারা তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত কর পরে দরকার থাকবে না। তোমরা জানো আমরা কীভাবে পরিক্রমা করে আসি। এখন বাবা পুনরায় মহামন্ত্র দেন। পরে অর্ধকল্প রাজত্ব করবো। এখন তোমাদের দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে এবং করতে হবে। বাবা পরামর্শ দেন - নিজের চার্ট রাখলে খুব আনন্দ হবে। রেজিস্টারে গুড, বেটার, বেস্ট হয়, তাইনা। নিজেও অনুভব করে। কেউ ভালো ভাবে পড়া করে, কারো মনোযোগ থাকে না। তখন ফেল হয়ে যায়। এ হল অসীমের পড়াশোনা। বাবা হলেন টিচার এবং গুরু। একত্রে চলেন। ইনি একমাত্র বাবা যিনি বলেন মরজীবা হও অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় মৃত সম হও। তোমরা নিজেকে আত্মা সুনিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা বলেন - আমি তোমাদের পিতা। ব্রহ্মা দ্বারা রাজত্ব প্রদান করি। ব্রহ্মা মধ্যস্থানে থেকে যোগাযোগ করান, এনার সঙ্গে যোগযুক্ত হতে হবে না। এখন তোমাদের বুদ্ধি যুক্ত হয়েছে স্বামীদের স্বামী শিব সাজনের সঙ্গে। ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবা তোমাদের আপন করেন। তিনি বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে স্মরণ করো। আমরা আত্মারা পার্ট পূর্ণ করেছি এখন বাবার কাছে ঘরে (পরমধাম) ফিরতে হবে। এখন তো সম্পূর্ণ সৃষ্টি হলো তমোপ্রধান। ৫-টি তত্ত্বও তমোপ্রধান হয়েছে। সেখানে সব কিছু নতুন থাকবে। এখানে তো দেখো হীরে-জহরত ইত্যাদি কিছুই নেই। সত্যযুগে তাহলে কোথা থেকে আসে ? খনি ইত্যাদি যা এখন খালি হয়েছে সেসব পুনরায় ভরে যায়। খনি থেকে খোদাই করে নিয়ে আসে। ভেবে দেখো সব নতুন হবে, তাইনা। লাইট ইত্যাদিও সব ন্যাচারাল থাকে, এখানে বিজ্ঞানের দ্বারা সব শিখতে থাকে। সেখানে এইসবও কাজে লাগে। হেলিকপ্টার থাকবে, অন করলেই চলবে। কোনও কষ্ট নেই। সেখানে সবকিছু ফুলফ্রু থাকে, কখনও মেশিন ইত্যাদি খারাপ হয় না। ঘরে বসে সেকেন্ডে স্কুলে যায় বা বেড়াতে যায়। প্রজাদের জন্য তার চেয়ে কিছু কম থাকবে। তোমাদের জন্য সেখানে সব সুখ থাকে। অকালে মৃত্যু থাকে না। সুতরাং বাচ্চারা, তোমাদের কতখানি মনোযোগ দেওয়া উচিত। মায়ার এখন অনেক শক্তি। এই হলো মায়ার শেষ পাম্প। যুদ্ধে দেখবে কত মানুষ মারা যাবে। যুদ্ধ থামবে না। এদিকে এই বিশাল দুনিয়া, অন্যদিকে শুধুমাত্র একটি স্বর্গ হবে। সেখানে এমন বলা হবে না যে পতিত-পাবনী গঙ্গা। সেখানে ভক্তিমার্গের কোনও কথাই নেই। এখানে গঙ্গায় দেখো পুরো শহরের আবর্জনা জমা হয়। মুম্বাইয়ের সম্পূর্ণ আবর্জনা সাগরে ডুবে যায়।

ভক্তি মার্গে তোমরা বিশাল মন্দির বানাও। হীরে-জহরতের সুখ তো থাকে, তাইনা। তিনের চারভাগ সুখ, একভাগ দুঃখ থাকে। অর্ধেক হলে তো আনন্দ থাকবে না। ভক্তিমার্গেও তোমরা অনেক সুখী থাকো। পরে মন্দির ইত্যাদি লুট করে নিয়ে যায়। সত্যযুগে তোমরা অনেক ধনী ছিলে, তাই বাচ্চারা, তোমাদের অনেক খুশীতে থাকা উচিত। মুখ্য উদ্দেশ্যটি তো সামনে আছে। মা-বাবা তো অবশ্যই আছেন। গায়ন আছে খুশীর মতন পুষ্টিকর আহার আর কিছু নেই। যোগের দ্বারা আয়ু

বৃদ্ধি হয়।

এখন আত্মার নিজেরই দর্শন হয়েছে যে, আমরা ৮৪-র পরিক্রমা করি। এত পার্ট প্লে করি। সব আত্মা রূপী অভিনেতার নীচে নেমে এলে বাবা সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। শিবের বরযাত্রা বলা হয়, তাইনা। এইসব কথা তোমরা জানো নস্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। তোমরা যত স্মরণে থাকবে ততই খুশীতে থাকবে। দিনে দিনে অনুভব করবে, কারণ যিনি শেখাচ্ছেন তিনি হলেন পিতা। এই কথাও শেখান। ব্রহ্মার শিব বাবাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। জিজ্ঞাসা তো তোমরা করো। উনি তো শুনছেন। বাবা রেস্পন্ড করেন এবং ব্রহ্মাবাবাও শোনে, এনার অ্যাক্টিভিটি কত ওয়ান্ডারফুল ! ব্রহ্মাবাবাও শিব বাবার স্মরণে থাকেন। তারপর বাচ্চাদের বর্ণনা করে শোনান। বাবা আমাকে খাবার খাওয়ান। আমি তাঁকে নিজের দেহ রূপী রথ প্রদান করি, শিববাবা সওয়ারী করেন, তাই আমাকে খাওয়ান। এ হলো হিউম্যান অশ্ব। আমি শিববাবার রথ - এই চিত্তন থাকলেও শিববাবার স্মরণ থাকবে। *স্মরণের দ্বারাই লাভ* । পাকশালায় (ভাণ্ডারঘরে) ভোজন প্রস্তুত করার সময়ও এমন ভাবে যে, আমরা শিববাবার বাচ্চাদের জন্য রন্ধন করি। নিজেও শিববাবারই সন্তান, অতএব এমন করে স্মরণ করলেও লাভ হবে। সবচেয়ে উঁচু পদ মর্যাদা তারা পাবে, যারা স্মরণে থেকে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করে এবং সার্ভিসও করে। ব্রহ্মাবাবাও অনেক সার্ভিস করেন, তাইনা। এনার হলো অসীম জগতের সার্ভিস, তোমরা দেহের জগতের সার্ভিস করো। সার্ভিসের দ্বারা উনিও পদ প্রাপ্ত করেন। শিববাবা বলেন - এমন এমন করো, এনাকেও পরামর্শ দেন। ঝড় তো বাচ্চাদের সামনেই আসে, *স্মরণ ব্যতীত কর্মেন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করা সম্ভব নয়* । স্মরণের দ্বারাই ভবসাগর পার হবে, এই কথা শিববাবা বলেন বা ব্রহ্মাবাবা বলেন, এই কথা বোঝা মুশকিল হয়ে যায়। এতেই খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি চাই। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) এই সময় সম্পূর্ণ মরজীবা হতে হবে। পড়া ভালোভাবে পড়তে হবে, নিজের চার্ট বা রেজিস্ট্রার রাখতে হবে। স্মরণে থেকে নিজের কর্মাতীত অবস্থা অর্জন করতে হবে।

২) অন্ত সময়ের বিনাশের সীন দেখবার জন্য সাহসী হতে হবে। আমি আত্মা - এই অভ্যাসের দ্বারা শরীরের অনুভূতি (দেহ ভান) যেন নষ্ট হয়।

বরদানঃ যে কোনও বিকট সমস্যাকে শীতল করে সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধি ভব*
ব্যাখা: যেমন বাবার উপরে দৃঢ় নিশ্চয় আছে তেমনই নিজের উপরে এবং ড্রামাতেও যেন সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকে। নিজের কোনও দুর্বলতার সঙ্কল্প উৎপন্ন হলে দুর্বল হওয়ার সংস্কার নির্মিত হয়, তাই ব্যর্থ সঙ্কল্প রূপী দুর্বলতার জীবাণু নিজের ভিতরে প্রবেশ হতে দেবে না। তারই সাথে ড্রামাতে যা কিছু সীন দেখছো, অস্থিরতার সীনেও যেন কল্যাণ অনুভব হয়, পরিবেশে যতই দোলাচল হোক, সমস্যা বিকট হোক কিন্তু সদা নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী হও তাহলে বিকট সমস্যাও শীতল হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ যে আত্মার, বাবার আর সেবার প্রতি ভালোবাসা আছে, পরিবারের ভালোবাসা তার স্বতঃতই প্রাপ্ত হয় ।*

০৪-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- মন্দিরের যোগ্য হওয়ার জন্য কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে?

উত্তর:- মন্দিরের যোগ্য হওয়ার জন্য নিজের আচার-আচরণের (চাল চলনের) ওপরে বিশেষ মনোযোগ দাও। আচরণ খুব মিষ্টি এবং রাজকীয় হতে হবে। এতো মিষ্টি হতে হবে যাতে অপর ব্যক্তি সেটা অনুভব করতে পারে। অনেককে বাবার পরিচয় দাও। নিজের কল্যাণ করার জন্য ভালো ভাবে পুরুষার্থ করো এবং সেবা করতে থাকো।

গীত:- দুনিয়া বদলে গেলেও আমরা বদলাব না...

ওম্ শান্তি। আত্মিক বাচ্চারা জানে যে, বাবা আমাদেরকে ব্রহ্মাবাবার দ্বারা বোঝাচ্ছেন। ব্রহ্মাবাবার এই রথের দ্বারা-ই বাবা আমাদেরকে বোঝান। আমরাও প্রতিজ্ঞা করি যে, শ্রীমৎ অনুসারে আমরা এই ভারত ভূমিকে পতিত থেকে পবিত্র করবই। সমগ্র বিশ্বকে এবং বিশেষ করে ভারতকে আমরা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার উপায় বলছি। প্রত্যেকের বুদ্ধিতেই যেন এইরকম খেয়াল আসে। বাবা বলছেন, ড্রামা অনুসারে যখন তোমরা ফুলের মতো হয়ে যাবে তখন সময় হলেই গোটা বাগান সুসজ্জিত হয়ে যাবে। নিরাকারকেই বাগানের মালিক এবং মালি বলা হয়, সাকারকে নয়। যিনি মালি, তিনিও তো নিরাকার, নাকি শরীরধারী? বাগানের মালিকও আত্মা। বাবা তো শরীরের দ্বারা-ই বোঝাবেন। শরীরের সঙ্গেই ওনাকে মালি এবং বাগানের মালিক বলা হয়। তিনি এই বিশ্বকে ফুলের বাগান বানিয়ে দেন। সেই বাগানে এই দেবতারা থাকতেন। সেখানে কোনো দুঃখ ছিল না। এখানে এই কাঁটার জঙ্গলে তো অনেক দুঃখ। এটা হলো রাবণের রাজত্ব বা কাঁটার জঙ্গল। ঝট করে তো কেউ ফুলের মতো হয়ে যাবে না। দেবতাদের সামনে গিয়ে গান করে - আমরা জন্ম-জন্মান্তরের পাপী, অজামিল (ঘোর পাপী)। এইভাবে প্রার্থনা করে আর বলে যে, তুমি এসে আমাদেরকে পুণ্য আত্মা বানিয়ে দাও। মানুষ বোঝে যে, এখন আমরা পাপাত্মা। আগে কখনো পুণ্যাত্মা ছিলাম। এখন তো এই দুনিয়াতে কেবল পুণ্য আত্মাদের ছবিটুকু রয়েছে। রাজধানীর যিনি প্রধান ছিলেন, তার ছবি আছে। শিববাবা ওনাকে এইরকম বানিয়েছিলেন। তাঁর ছবিও আছে। কিন্তু আর কোনো ছবি নেই। তবে শিববাবার ক্ষেত্রেও আবার বড় লিপ্স বানিয়ে দেয়। বলা হয় - আত্মার আকার তারার মতো। তাহলে তো বাবাও ঐরকম হবেন। কিন্তু তাঁকে সঠিকভাবে জানে না। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিলেন। কোথাও এনাদের সম্বন্ধে কোনো খারাপ কথা লেখা নেই। তবে কৃষ্ণকে কখনো দ্বাপর যুগে, কখনো বা অন্য কোথাও নিয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য কিন্তু সবাই বলবে যে এনারা স্বর্গের মালিক ছিলেন। এইরকম হওয়াই তোমাদের লক্ষ্য। রাধা-কৃষ্ণ কে ছিল সেই বিষয়ে তো দুনিয়ার মানুষ ঘোর সংশয়ে রয়েছে। কিছুই বোঝে না। যারা এখন বাবার কাছ থেকে বুঝছে, তারাই অন্যকে বোঝাতে পারবে। নয়তো অন্যকে বোঝাতে পারবে না। দিব্যগুণ ধারণ করতে পারে না। যতই বোঝাও না কেন, ড্রামা অনুসারে তো এইরকম হবেই। তোমরা এখন বুঝতে পারছ যে আমরা বাবার শ্রীমৎ অনুসারে নিজেদের শরীর, মন এবং সম্পত্তির দ্বারা এই ভারতের আধ্যাত্মিক সেবা করছি। প্রদর্শনী কিংবা মিউজিয়ামে অনেকেই জিপ্তোস করে যে আপনারা কিভাবে ভারতের সেবা করেন? তোমরা জানো যে, আমরা ভারতের অনেক বড় সেবা করছি। জঙ্গল থেকে বাগান বানাচ্ছি। সত্যযুগ হলো বাগান। এটা কাঁটার জঙ্গল। একে অন্যকে কেবল দুঃখই দেয়। এইসব তোমরা ভালোভাবে বোঝাতে পারো। লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবিও খুব ভালো করে বানাতে হবে। মন্দিরে খুব ভালো করে ছবি বানায়। কোথাও গোরা চিত্র বানায়, আবার কোথাও শ্যামবর্ণের চিত্রও বানায়। এটার মধ্যেও যে অনেক রহস্য আছে সেটা মানুষ জানে না। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে এখন এইসব জ্ঞান রয়েছে। বাবা বলছেন, আমি এসে সবাইকে মন্দিরের যোগ্য বানাই, কিন্তু সবাই তো মন্দিরের যোগ্য হয় না। প্রজাকে মন্দিরের যোগ্য বলা যাবে না। যে ভালো পুরুষার্থ করবে এবং অনেক সেবা করবে, তার অনেক প্রজা হবে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক সমাজ সেবা করতে হবে। এই সেবা করে নিজের জীবন সফল করতে হবে। চাল চলনও খুব সুন্দর এবং মিষ্টি হতে হবে যাতে অন্যদেরকেও মিষ্টি ভাবে বোঝাতে পারো। যদি নিজেই কাঁটা হও তবে অন্যকে ফুলের মতো কিভাবে বানাতে হবে? ওরা কাউকে সম্পূর্ণ তীরবিদ্ধ করতে পারে না। বাবাকে স্মরণ না করলে কিভাবে তীরবিদ্ধ হবে? নিজের কল্যাণের জন্য ভালো করে পুরুষার্থ করো এবং সেবা করতে থাকো। বাবাও তো সেবা করছেন। তোমরা বাচ্চারাও দিন-রাত সেবা করছ।

দ্বিতীয়তঃ, বাবা বোঝাচ্ছেন, শিব জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অনেক বাচ্চা চিঠি পাঠায়। সেইসব চিঠির উত্তর এমন ভাবে লেখা

উচিত যাতে যেকোনো ব্যক্তি সেটা খুব সহজেই বুঝতে পারে। ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করা হচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যে সেমিনারও করা হয় যে কিভাবে সেবা করলে অনেক মানুষ বাবার পরিচয় পাবে। অনেক চিঠি রাখা আছে। ওগুলো দ্বারাও সেবা করতে পারো। ঠিকানায় লেখে - শিববাবা কেয়ার অফ (প্রযজ্ঞ) ব্রহ্মা বাবা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও রয়েছে। ইনি হলেন আত্মিক পিতা আর ওই পিতা তো শরীরধারী। তিনি শরীরের রচনা করেন। বাবা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা। তিনি কিভাবে রচনা করেন, সেটা গোটা দুনিয়ার কেউই জানে না। বাবা এখন ব্রহ্মার দ্বারা নুতন দুনিয়ার রচনা করছেন। ব্রাহ্মণরা হলো সর্বোত্তম। আগে ব্রাহ্মণদের দরকার। বিরাট রূপের চিত্রে সর্বোত্তম হলো এই ব্রাহ্মণ কুল। ব্রাহ্মণ, দেবতা, বৈশ্য এবং শূদ্র। আগে তো নিশ্চয়ই শূদ্র হবে না। ব্রহ্মার দ্বারা বাবা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। শূদ্রদেরকে কিভাবে আর কার দ্বারা রচনা করবেন? তোমরা বাচ্চারা জানো যে কিভাবে নুতন সৃষ্টির রচনা হয়। এইভাবে বাবা দত্তক নেন। প্রতি কল্পেই বাবা এসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানান এবং তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা বানান। ব্রাহ্মণদের সেবা হলো সর্বোত্তম সেবা। ওই ব্রাহ্মণরা তো নিজেরাই পবিত্র থাকে না। তাহলে অন্যকে কিভাবে পবিত্র বানাবে। কোনো ব্রাহ্মণ কখনো কোনো সন্ন্যাসীকে রাখি পরাবে না। সন্ন্যাসীরা বলবে, আমরা তো পবিত্রই আছি, তুমি আগে নিজের মুখটা দেখ। *তোমরা বাচ্চারাও কারোর থেকে রাখি পরতে পারো না*। দুনিয়ায় সকলেই একে অন্যকে রাখি পরায়। আজকাল আবার নিয়ম হয়েছে বোন ভাইকে রাখি পরাবে। তোমরা এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। অনেক বোঝাতে হয়। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে। ওরা দুজনেই বলতে পারে যে আমরা কিভাবে বাবার শ্রীমতের দ্বারা পবিত্র আছি। অন্তিম সময় পর্যন্ত যদি এই কাম বিকারের ওপরে বিজয়ী হতে পারো, তাহলেই পবিত্র জগতের মালিক হতে পারবে। সত্যযুগকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয়। সেটা এখন তৈরি হচ্ছে। তোমরা সবাই পবিত্র। তাই যারা বিকারের মধ্যে পড়ে আছে, তাদেরকে রাখি পরাতে পারো। প্রতিজ্ঞা করার পরেও যদি কেউ পতিত হয়ে যায়, তখন তাকে বলবে যে তুমি তো রাখি পরতে এসেছিলে, তারপর কি হলো? তখন সে বলবে - মায়ার কাছে পরাজিত হয়েছি। *এটা হলো যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে বিকার খুব শক্তিশালী শত্রু। এগুলোকে পরাজিত করেই জগৎজিৎ বা রাজা-রানী হতে হবে। প্রজাদেরকে জগৎজিৎ বলা যাবে না। রাজা রানীরাই পরিশ্রম করে। তোমরা বলো, আমরা তো লক্ষ্মী-নারায়ণ হব। ওরা তারপরে রাম-সীতা হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের পরে তাদের সন্তান সেই সিংহাসনের অধিকারী হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ তখন পরের জন্মে একটু নীচে নেমে যায়। অন্য নাম এবং অন্য রূপধারী সন্তান যখন সিংহাসনে বসে, তখন তাদেরকেই শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়। পুনর্জন্ম তো নেবে, তাই না? সন্তান যখন সিংহাসনে বসবে, তখন ওরা সেকেন্ড গ্রেড হয়ে যাবে। উপরের জন নীচে আর নীচের জন ওপরে চলে যাবে। বাচ্চারা, তোমরা যদি এইরকম উঁচু হতে চাও, তাহলে সেবাতে লেগে যাও। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বাবা বলছেন, আমি পবিত্র দুনিয়ার রচনা করি। খুব কমজন ভালোভাবে পুরুষার্থ করে। গোটা দুনিয়াটাই পবিত্র হয়ে যায়। তোমাদের জন্য স্বর্গ স্থাপন হচ্ছে। ড্রামা অনুসারে তো এটা অবশ্যই হবে। এইরকম ভাবেই খেলাটা তৈরি করা আছে। তোমরা পবিত্র হয়ে গেলে বিনাশ শুরু হয়ে যাবে। সত্যযুগ স্থাপন হয়ে যায়। তোমরা এখন এই ড্রামার জ্ঞান বুঝতে পারো। সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। এখন সেইসব নেই, পুনরায় হবে।

তোমরা হলে আধ্যাত্মিক মিলিটারি, পাঁচ বিকারকে পরাজিত করে জগৎজিৎ হয়ে যাও। জন্ম জন্মান্তরের পাপ নাশ করার জন্য বাবা অনেক উপায় বলছেন। বাবা কেবল একবার এসেই উপায় বলে দেন। যতক্ষণ না রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, ততক্ষণ বিনাশ হবে না। তোমরা হলে অতি গুপ্ত যোদ্ধা। কলিযুগের পরেই সত্যযুগ শুরু হবে। তারপর সত্যযুগে আর কখনো লড়াই হবে না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, যত আত্মা অভিনয় করছে, সেইসব অভিনয় আগে থেকেই ড্রামাতে রয়েছে। যেভাবে কাঠের পুতুল নাচতে থাকে, সেইরকম নাচছে। এটাও ড্রামা। এই ড্রামাতে প্রত্যেকের ভূমিকা আছে। অভিনয় করতে করতে তোমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছ। এরপর আবার ওপরে উঠেছ, সতোপ্রধান হচ্ছে। জ্ঞান তো এক সেকেন্ডের ব্যাপার। সতোপ্রধান হয়, তারপর আবার অবনতি হতে হতে তমোপ্রধান হয়ে যায়। তারপর বাবা এসে উপরে নিয়ে যান। *বাচ্চাদের একটা খেলনা আছে যেখানে সুতোয় মাছ ঝুলতে থাকে। বাস্তুবে ওই সুতোয় মানুষকে ঝোলানো উচিত। একবার ওপরে ওঠে, তারপর আবার নীচে নামে। তোমরাও এইরকম একবার ওপরে ওঠো, তারপর নামতে নামতে একেবারে নীচে এসে যাও। এইরকম ওপরে গিয়ে তারপর নীচে নামতে ৫ হাজার বছর সময় লাগে*। তোমাদের বুদ্ধিতে এই ৮৪ চক্র রয়েছে। বাবা এসেই এই উল্লতি আর অবনতির জ্ঞান শুনিয়েছেন। তোমরা ক্রমানুসারে এটা জেনেছ এবং সেই অনুসারে পুরুষার্থ করছ। যারা বাবাকে স্মরণ করবে, ওরা তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে যাবে। এটা প্রবৃত্তি মার্গ। যুগলদের প্রতিযোগিতা হলে তাদের একটা করে পা বেঁধে দেওয়া হয়, তারপর তারা দৌড়ায়। এটাও তোমাদের একটা প্রতিযোগিতা। যার ভালো প্র্যাক্টিস থাকে না, সে পড়ে যায়। এখানেও এইরকম হয়। একজন এগিয়ে গেলে অন্যজন তাকে বাঁধা দেয়। কখনো আবার দুজনেই পড়ে যায়। বাবা তো আশ্চর্য হয়ে যান যে অনেক বৃদ্ধও কাম বিকারের আগুন লাগার ফলে পড়ে যায়। *অন্য কারোর পক্ষে তো ফেলে দেওয়া সম্ভব নয়। পতিত হওয়া কিংবা না হওয়া সম্পূর্ণ নিজের হাতে।

কেউ তো ধাক্কা দেয় না। তাহলে আমি পড়ে যাই কেন ? যাই হোক না কেন, আমি কখনোই পড়ব না।* পড়ে গেলে পুরো খাবারটাই খারাপ হয়ে যাবে। খুব জোরে আঘাত লাগে। তারপর আফসোস করে। হাড়গোড় চুরমার হয়ে যায়। প্রচন্ড আঘাত লাগে। বাবা অনেক রকম ভাবে বোঝাচ্ছেন। এটাও বুঝিয়েছেন যে শিব জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এমনভাবে চিঠি লিখতে হবে, যাতে মানুষ পড়লেই বুঝতে পারে। বিচার সাগর মন্ডনের জন্য বাবা সময়ও দিচ্ছেন। কেউ দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে, কত চিঠি আসে। সব বাপদাদা লেখেন। তোমরা বোঝাতে পারো যে শিববাবাকে বাবা আর ব্রহ্মাবাবাকে দাদা (ঠাকুরদাদা) বলা হয়। একজনকে কি কেউ কখনো বাপদাদা বলে ? এগুলো সব ওয়ান্ডারফুল বিষয়। এখানেই সত্যিকারের জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু স্মরণ করলেই কাউকে তীরবিদ্ধ করতে পারবে। প্রতি মুহূর্তে দেহ অভিমান এসে যায়। বাবা বলছেন, আত্ম-অভিমानी হও। আত্মাই শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে। কারোর মৃত্যুতেও যেন বিচলিত না হই। আত্মার মধ্যে যে পার্ট ভরা আছে, সেটা আমরা সাক্ষী হয়ে দেখছি। ওই আত্মাকে এখন একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নিয়ে অভিনয় করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি। এই জ্ঞানটাও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তবে ক্রম অনুসারে। অনেকের বুদ্ধিতে এগুলো ধারণ হয় না এবং যার ফলে কাউকে বোঝাতেও পারে না। আত্মা একেবারে গরম তাওয়া অর্থাৎ তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সেখানে জ্ঞানামৃত ঢালা হলে বেশিষ্কণ স্থায়ী হয় না। যে অনেক ভক্তি করেছে, সে-ই তিরবিদ্ধ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধারণ করবে। কত সুন্দর হিসাব। যে এক নম্বর পবিত্র, সে-ই পরে পতিত হয়ে যায়। এই বিষয়গুলো ভালো করে বুঝতে হবে। কারোর ভাগ্যে না থাকলে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। ছোটবেলা থেকেই জ্ঞান মার্গে চলতে থাকলে ভালোভাবে ধারণ হতে থাকবে। বোঝা যায় যে এই আত্মা আগে অনেক ভক্তি করেছে। শরীর যত বড় হবে তত সবকিছু বুঝতে শিখবে, আত্মিক এবং শারীরিক দুদিকেই মনোযোগ যাবে। তখন সেই প্রভাব আর থাকে না। *এটা ঈশ্বরীয় পড়াশুনা। তাই তফাৎ তো আছেই। কিন্তু যদি আগ্রহ (রুচি) থাকে তবেই না।*

আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আধ্যাত্মিক মিলিটারি হয়ে ৫ বিকারের ওপর বিজয়ী হতে হবে, অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে ভারতকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে।

২) এই সীমাহীন নাটকে আত্ম-অভিমानी হয়ে অভিনয় করতে হবে। কখনো দেহ-অভিমানের বশবর্তী হওয়া যাবে না। প্রত্যেক অভিনেতার অভিনয়কে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে।

বরদান:- স্বমানে দ্বারা অভিমানকে সমাপ্ত করে সর্বদা নির্মান ভব*

যে বাচ্চা সর্বদা স্বমানে থাকে, তার মধ্যে কখনো অভিমান আসতে পারে না। সে সর্বদা নির্মান হয়। যে যত উঁচু স্বমানে থাকবে, 'আচ্ছা ঠিক আছে' বলার ক্ষেত্রেও সে তত নির্মান (নিরহংকারী) হবে। ছোট-বড়, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, মায়াজিৎ হোক কিংবা মায়ার বশ, গুণী হোক কিংবা কিছু অবগুণ রয়েছে অর্থাৎ গুণী হওয়ার পুরুষার্থী -- যে স্বমানে থাকবে, সে দাতা হয়ে সবাইকে সম্মান দেবে। অর্থাৎ নিজে সম্মুদ্র হওয়ার কারণে সর্বদা দয়ালু হবে।

স্নোগান:- স্মরণের সহজ উপায় হলো স্নেহ, তাই সর্বদা স্নেহের পাত্র হয়ে থাকো এবং অন্যকেও সেইরকম বানাও।*

০৫-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

***প্রশ্ন:-** বাবা কোনো কাজই অনুপ্রেরণার দ্বারা করান না, ওনার অবতরণ হয়, এটা কোন্ বিষয়ের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়?*

***উত্তর:-** বাবাকে বলা হয় করনকরাবনহার। অনুপ্রেরণা অর্থ তো হলো চিন্তা ভাবনা। অনুপ্রেরণার দ্বারা কোনো নূতন দুনিয়া স্থাপন হয় না। বাবা বাচ্চাদের দ্বারা স্থাপনা করান, কর্মেন্দ্রীয় ব্যতীত তো কিছুই করতে পারবে না, সেইজন্য ওঁনার শরীরের আধার নিতে হয়।*

ওম্ শান্তি। আত্মা রূপী বাচ্চারা পরমপিতা পরমাত্মার সম্মুখে বসে আছে। যদিও আত্মারা নিজের পিতার সম্মুখে বসে আছে। আত্মা অবশ্যই শরীরের সাথেই বসবে। বাবাও যখন শরীর ধারণ করেন তখনই সম্মুখীন হন, একেই বলা হয় আত্মা-পরমাত্মা আলাদা ছিলো বহুকাল.... তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবাকেই ঈশ্বর, প্রভু, পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছে, পরমপিতা কখনো লৌকিক পিতাকে বলা যেতে পারে না। শুধুমাত্র পরমপিতা লিখলেও ক্ষতি নেই। পরমপিতা অর্থাৎ সেই সকলেরই পিতা হলেন এক। বাচ্চারা জানে যে, আমরা পরমপিতার সাথে বসে আছি। পরমপিতা পরমাত্মা আর আমরা অর্থাৎ আত্মারা শান্তিধামে থাকি। এখানে আসি ভূমিকা পালন করতে, সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত ভূমিকা পালন করেছি। এটা এখন নূতন রচনা হয়ে যাবে। রচয়িতা বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা বাচ্চারা এইরকম ভূমিকা পালন করেছো। পূর্বে এটা জানতে না যে, আমরা ৮৪ জন্মের চক্রে আবর্তন করেছি। বাচ্চারা, এখন তোমাদের সাথেই বাবা কথা বলেন, অর্থাৎ যারা ৮৪ জন্মের চক্রে আবর্তিত হয়েছে। সকলে তো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করতে পারে না। এটা বোঝাতে হবে যে, ৮৪ জন্মের চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। এছাড়া লক্ষ বছরের ব্যাপার তো নয়। বাচ্চারা জানে যে, আমরা প্রতি ৫ হাজার বছর পরে ভূমিকা পালন করতে আসি। আমরা হলাম পার্টধারী। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবানেরও পার্ট হলো বিচিত্র। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর পার্ট বিচিত্র বলা যায় না। দুই জনেই (যিনি ব্রহ্মা তিনিই বিষ্ণু = বিষ শূন্য) ৮৪ জন্মের চক্রে আবর্তিত হন। এছাড়া শঙ্করের পার্ট এই দুনিয়াতে একদমই নেই। ত্রিমূর্তিতে দেখানো হয়- স্থাপনা, বিনাশ, পালন। চিত্র অনুযায়ী বোঝানো হয়। যেই চিত্রই দেখাও তার উপর বোঝাতে হবে। সঙ্গমযুগে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো হতেই হবে। প্রেরণা প্রদানকারী শব্দও হলো রঙ (ভুল)। যেমন কেউ বলে আজ আমার বাইরে যাওয়ার প্রেরণা নেই, প্রেরণা মানে চিন্তা ভাবনা। প্রেরণার আর কোনো অর্থ নেই। পরমাত্মা কোনো প্রেরণা দ্বারা কাজ করান না। না প্রেরণার দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হতে পারে। বাবা আসেন এই কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা (ব্রহ্মাবাবার) ভূমিকা পালন করতে। করনকরাবনহার যে তিনি! করিয়ে নেবেন বাচ্চাদের দ্বারা। শরীর ব্যতীত তো করতে পারবেন না। এই কথাটা কেউই জানে না। না ঈশ্বর পিতাকে জানে। ঋষি-মুনিরা বলতেন আমরা ঈশ্বরকে জানি না। না আত্মাকে, না পরমাত্মা বাবাকে। কারোর মধ্যেই জ্ঞান নেই। বাবা হলেন মুখ্য ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর, ডায়রেকশনও দেন। শ্রীমত প্রদান করেন। মানুষের বুদ্ধিতে তো আছে সর্বব্যাপীর জ্ঞান (ঈশ্বর সর্বত্র)। তোমরা মনে করো বাবা হলেন আমাদের বাবা, ওরা সর্বব্যাপী বলে দেওয়ার কারণে তিনি যে বাবা, বুঝতে পারে না। তোমরা মনে করো এটা হলো অসীম জগতের পিতার ফ্যামিলি। সর্বব্যাপী বলার ফলে ফ্যামিলির সুগন্ধ পাওয়া যায় না। ওঁনাকে বলা যায় নিরাকার শিববাবা। নিরাকারী আত্মাদের পিতা। শরীর আছে বলে তো আত্মা বলে 'বাবা'। শরীর ব্যতীত তো আত্মা বলতে পারে না। ভক্তি মার্গে ডেকে এসেছে। মনে করে সেই বাবা হলেন দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। সুখ প্রাপ্ত হয় সুখধামে। শান্তি প্রাপ্ত হয় শান্তিধামে। এখানে হলোই দুঃখ। এই জ্ঞান তোমাদের প্রাপ্ত হয় সঙ্গমে। পুরানো আর নূতনের মধ্যবর্তী সময়ে। বাবা আসেনই তখন, যখন নূতন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়। প্রথমে সব সময় বলা উচিত নূতন দুনিয়ার স্থাপনা। প্রথমে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ বলা ভুল হয়ে যায়। এখন তোমাদের অসীম জগতের নাটকের নলেজ প্রাপ্ত হয়। যেন সেই নাটকে অ্যাক্টর আসে তো বাড়ী থেকে সাধারণ বস্ত্র পরে আসে, আবার নাটকে এসে বস্ত্র পরিবর্তন করে। আবার নাটক সম্পূর্ণ হলে তখন সেই বস্ত্র ছেড়ে ফেলে গৃহে ফিরে যায়। এখানে তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পরমধাম গৃহ থেকে অশরীরী আসতে হয়। এখানে এসে এই শরীর রূপী বস্ত্র পরে নাও। প্রত্যেকের নিজের-নিজের পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। এটা হলো অসীম জগতের নাটক। এখন এই অসীম জগতের সমস্ত কিছু হলো পুরানো, আবার নূতন দুনিয়া হবে। সেটা হলো খুবই ছোটো, এক ধর্ম। বাচ্চারা, এই পুরানো দুনিয়া থেকে তোমাদের বের করে আবার সীমিত আর পার্থিব দুনিয়াতে, নূতন দুনিয়াতে আসতে হবে, কারণ সেখানে হলো এক ধর্ম। অনেক ধর্ম, অনেক মানুষ হওয়ার জন্য জগৎ অসীম হয়ে যায়। সেখানে তো হলো এক ধর্ম, অল্প

সংখ্যক মানুষ। এক ধর্ম স্থাপনের জন্য আসতে হয়। তোমরা বাচ্চারা এই অসীম জগতের নাটকের রহস্যকে বুঝতে পারো যে এই চক্র আবর্তিত হয়। এই সময় যা কিছু প্রাকটিক্যাল হয় সেটারই উৎসব ভক্তি মার্গে পালিত হয়। নম্বর অনুযায়ী কোন্ কোন্ উৎসব আছে, এটাও তোমরা বাচ্চারা জানো। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবান শিববাবার জয়ন্তী বলা হবে। তিনি যখন আসেন তখন আবার অন্য উৎসব সমারোহ হয়। শিববাবা সর্বপ্রথম এসে জ্ঞান শোনান অর্থাৎ আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনান। যোগও শেখান। সাথে-সাথে তোমাদের পড়ানও। তাই সর্বপ্রথম বাবা এলে শিব জয়ন্তী হয়, তারপর বলা হবে গীতা জয়ন্তী। আত্মাদের জ্ঞান শোনান, তাই হয়ে গেল গীতা জয়ন্তী। বাচ্চারা, তোমরা চিন্তা ভাবনা করে এই সব বিষয়ে লেখো, উৎসব গুলি সম্পর্কে, নম্বর অনুক্রমে। যারা সেই ধর্মের হবে, তারাই সেগুলো বুঝবে। প্রত্যেকের নিজের ধর্মই শ্রেয় মনে হয়। অন্য ধর্মালম্বীদের কোনো প্রশ্নই নেই। যদি বা কারোর অন্য ধর্ম ভালোও লাগে, কিন্তু ওখানে আসতে পারে না। স্বর্গে কি আর অন্য ধর্মালম্বীরা আসতে পারে! কল্পবৃক্ষে সব একদম পরিষ্কার। যেই সময় যে-যে ধর্ম আসে আবার সেই সময় আসবে। প্রথমে বাবা আসেন, তিনিই এসে রাজযোগ শেখান, সুতরাং বলা হবে শিব জয়ন্তী, তারপর গীতা জয়ন্তী তারপর নারায়ণ জয়ন্তী। সেটা তখন সত্যযুগ হয়ে যায়। সেটাও লিখতে হবে নম্বর অনুযায়ী। এটা হলো জ্ঞানের কথা। শিব জয়ন্তী কবে হয়েছে সেটাও জানা নেই, জ্ঞান শুনিয়েছিলেন, যাকে গীতা বলা হয়, তারপর বিনাশও হয়। জগৎ অস্বা ইত্যাদির জয়ন্তীর কোনো হলিডে নেই। মানুষ কোনো কিছুরই তিথি-তারিখ ইত্যাদি একদম জানে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতার রাজ্যকেই জানে না। ২৫০০ বছরে যারা এসেছে, তাদের জানে-- কিন্তু তাদের আগে যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ছিলেন, তাদের কত সময় হলো, কিছুই জানে না। ৫ হাজার বছরের থেকে বড় কল্প তো হতে পারে না। অর্ধ কল্পের দিকে তো অনেক সংখ্যক এসে গেছে, বাকি অর্ধতে এনাদের রাজ্য। তবে বেশী বছরের কল্প কি করে হতে পারে। ৮৪ লাখ জন্মও হতে পারে না। তারা মনে করে কলিযুগের আয়ু হলো লক্ষ বছর। মানুষকে অন্ধকারে ফেলে দিয়েছে। কোথায় সমগ্র ড্রামা ৫ হাজার বছরের, কোথায় শুধুমাত্র কলিযুগের ক্ষেত্রে বলে দেয় এখন ৪০ হাজার বছর বাকি আছে। লড়াই যখন লাগে তো মনে করে ভগবানকে আসতে হবে, কিন্তু ভগবানের আসা তো চাই সঙ্গমে। মহাভারত লড়াই তো লাগেই সঙ্গমে। বাবা বলেন, আমিও কল্প-কল্প সঙ্গমযুগে আসি। বাবা আসেন নূতন দুনিয়ার স্থাপনা পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করাতে। নূতন দুনিয়ার স্থাপনা হবে তো পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে, এর জন্যই এই লড়াই। এর মধ্যে শঙ্করের প্রেরণা ইত্যাদির তো কোনো ব্যাপার নেই। আন্ডারস্টুট(বুঝে গেছ !) পুরানো দুনিয়ার নিঃশেষ হয়ে যাবে। অটালিকা ইত্যাদি তো ভূমিকম্পে (আর্থকোয়েক) সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। কারণ নূতন দুনিয়া চাই। নূতন দুনিয়া ছিলো অবশ্যই। দিল্লী ছিলো পরিস্থান (পরীদেব জায়গা), যমুনার তীরে ছিলো। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো। চিত্রও আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে স্বর্গেরই বলা হবে। বাচ্চারা, তোমরা সাক্ষাৎকারও করেছে যে, স্বয়ম্বর কীভাবে হয়। বাবা এই সব পয়েন্টস্ রিভাইজ করান। ভালো ভালো পয়েন্টস্ মনে না পড়লে বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকে ভুলে গেলে টিচারকে স্মরণ করো। টিচার যা শেখাচ্ছেন সেটা তো অবশ্যই স্মরণে আসবে, তাই না ! টিচারও মনে থাকবে, নলেজও মনে থাকবে। উদ্দেশ্যও বুদ্ধিতে আছে। মনে রাখতেই হবে, কারণ তোমাদের হল স্টুডেন্ট লাইফ। তোমরা এটাও জানো যে, যিনি আমাদের পড়ান তিনি হলেন আমাদের বাবা, লৌকিক বাবা কোথাও গুম হয়ে যায় না। লৌকিক, পারলৌকিক আর আবার ইনি হলেন অলৌকিক। এঁনাকে কেউ স্মরণ করে না। লৌকিক পিতার থেকে তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত মনে থাকে। শরীর ত্যাগ করলে তখন অন্য শরীর প্রাপ্ত হয়। জন্ম বাই জন্ম(একেক জন্মে) লৌকিক পিতা প্রাপ্ত হয়। পারলৌকিক পিতাকেও দুঃখ বা সুখে স্মরণ করে। সন্তান লাভ হলে বলে ঈশ্বর দিয়েছেন। এছাড়া প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে স্মরণ কেন করবে, এনার থেকে কিছু কি আর পাওয়া যায় ! এঁনাকে অলৌকিক বলা হয়ে থাকে।

তোমরা জানো যে, আমরা ব্রহ্মা দ্বারা শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। আমরা যেমন অধ্যয়ণ করি, এই রথও নিমিত্ত হয়েছে। অনেক জন্মের শেষের জন্মে এঁনার শরীরই রথ হয়েছে। রথের নাম তো রাখতে হয়, তাই না ! এ হলো অসীম জগতের সন্ধ্যাস। রথ ঠিকই থাকে, বাকিদের ঠিক নেই। চলতে-চলতে আবার ভাগ্যন্তি (পালিয়ে যায়) হয়ে যায়। *এই রথ তো নিযুক্ত হয়েছে ড্রামা অনুসারে। এঁনাকে বলা হয় ভাগ্যশালী রথ। তোমাদের সকলকে ভাগ্যশালী রথ বলবে না। ভাগ্যশালী রথ একজনকেই মান্য করা হয়, যেখানে বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন। স্থাপনার কার্য করান*। তোমাদেরকে ভাগ্যশালী রথ বলা যাবে না। তোমাদের আত্মা এই রথে বসে অধ্যয়ণ করে। আত্মা পবিত্র হয়ে যায়, এই জন্য এই দেহেরই (ব্রহ্মা বাবার) মহানতা যে, এর মধ্যে বসে বাবা পড়ান। এই অস্তিম জন্ম খুবই ভ্যালুয়েবল, আবার শরীর পরিবর্তন করে আমরা দেবতা হয়ে যাব। এই পুরানো শরীর দ্বারাই তোমরা শিক্ষা প্রাপ্ত করো। শিববাবার হয়ে যাও। তোমরা জানো যে, আমাদের পূর্ব জীবন ওয়ার্থ নট এ পেনী অর্থাৎ মূল্যহীন ছিলো। এখন পাউন্ড হচ্ছে। যত অধ্যয়ণ করেছে, সেই অনুযায়ী উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। বাবা বুঝিয়েছেন - স্মরণের যাত্রা হলো মুখ্য। একেই ভারতের প্রাচীন যোগ বলে, যার দ্বারা তোমরা পতিত থেকে পাবন হও। স্বর্গবাসী তো সকলেই হচ্ছে, তবুও অধ্যয়ণের উপর নির্ভর করে।

তোমরা অসীম জগতের স্কুলে বসে আছো। তোমরাই আবার দেবতা হবে। তোমরা বুঝতে পারো উচ্চ পদ কারা প্রাপ্ত করতে পারে। তাদের কোয়ালিফিকেশন কি হওয়া উচিত। প্রথমে আমাদের মধ্যেও কোয়ালিফিকেশন ছিলো না। আসুরিক মতের উপর ছিলে। এখন ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত হয়। আসুরিক মতে আমরা নিম্নমুখী কলায় আসি। ঈশ্বরীয় মতে উর্ধ্বগামী কলায় আসি। ঈশ্বরীয় মত প্রদান করতে পারেন একজনই, আসুরিক মত দিতে অনেকে পারে। মা-বাবা, ভাই-বোন, টিচার-গুরু কতো জনের মত পাওয়া যায়। এখন তোমাদের একের মত প্রাপ্ত হয়, যা তোমাদের ২১ জন্ম কাজে আসে। তাই এমন শ্রীমত অনুযায়ী চলা উচিত যে না! যতো চলবে ততো উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। কম চললে কম পদ প্রাপ্তি। শ্রীমত হলোই ভগবানের। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবানই আছেন, যিনি কৃষ্ণকে উচ্চতম করেছেন আবার নিম্নতম করেছে রাবণ। বাবা সুন্দর করে তোলেন আবার রাবণ কুৎসিত করে তোলে। বাবা উত্তরাধিকার প্রদান করেন। তিনি তো হলেনই ভাইসলেস (পাপমুক্ত)। দেবতাদের মহিমা গাওয়া হয় সর্বগুণ সম্পন্ন---সন্ন্যাসীদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা যাবে না। সত্যযুগে আত্মা আর শরীর দুই-ই পবিত্র হয়। দেবতাদের সবাই জানে, তারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হয়। এখন নেই, আবার তোমরা হচ্ছে। বাবাও সঙ্গমযুগে আসেন। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মার বাচ্চা তো দাঁড়ালে তোমরা সকলে। তিনি হলেন গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। বলা, প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম শোনোনি? পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা ই সৃষ্টি রচনা করেন! ব্রাহ্মণ কুল। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ভাই- বোন হয়ে গেল। এখানে রাজা-রানীর ব্যাপার নেই। এই ব্রাহ্মণ কুল তো সঙ্গমের অল্প সময় চলে। রাজত্ব না পাল্লবদের না কৌরবদের হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ২১ জন্ম শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী হওয়ার জন্য সব আসুরিক মত ছেড়ে এক ঈশ্বরীয় মতে চলতে হবে। সম্পূর্ণ ভাইসলেস বা পাপমুক্ত হতে হবে।

২) এই পুরানো শরীরে বসে বাবার শিক্ষা সমূহ ধারণ করে দেবতা হয়ে উঠতে হবে। এটা হলো অনেক ভ্যালুয়েবল জীবন, এতে ওয়ার্থ পাউন্ড হতে হবে।

বরদান:- সর্ব সম্বন্ধের সহযোগের অনুভূতির দ্বারা নিরন্তর যোগী, সহজযোগী ভব*
সব সময় বাবার ভিন্ন-ভিন্ন সম্বন্ধের সহযোগে নেওয়া অর্থাৎ অনুভব করাই হলো সহজযোগ। বাবা যে কোনো সময় সর্ব সম্বন্ধ পালন করতে বাঁধা থাকেন। সমগ্র কল্পে এখনই সর্ব অনুভবের খনি প্রাপ্ত হয়, এইজন্য সदा সর্ব সম্বন্ধের সহযোগ নাও আর নিরন্তর যোগী, সহজযোগী হও। কারণ - যারা সর্ব সম্বন্ধের অনুভূতি বা প্রাপ্তিতে মগ্ন থাকে, তারা পুরানো দুনিয়ার বাতাবরণ থেকে সহজে দূরে যেতে পারে।

স্লোগান:- সর্ব শক্তিসমূহের দ্বারা সম্পন্ন থাকা - এটাই হল ব্রাহ্মণ স্বরূপের বিশেষত্ব।*

আধ্যাত্মিক (রূহানী) ড্রিল

বাপদাদা সকল বাচ্চাদের সুইট সাইলেন্সের স্থিতিতে দেখছেন। এক সেকেন্ডে সাইলেন্সের স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাওয়া - এই প্র্যাকটিস এখনও পর্যন্ত কতদূর হয়েছে? এই স্থিতিতে যখনই চাও তখনই স্থিত হয়ে যেতে পার নাকি সময় লাগে? কেননা অনাদি অবিনাশী সংস্কার হল - "সাইলেন্স"। অতএব নিজ অনাদি সংস্কার, অনাদি স্বরূপে, অনাদি স্বভাবকে জানার পরে যখনই ইচ্ছা তখনই সেই স্বরূপে স্থিত হতে পার? ৬৩ জন্ম হল আওয়াজে আসার, সেইজন্য বেশী অভ্যাস রয়েছে আওয়াজে আসার। কিন্তু অনাদি স্বরূপ এবং তার উপর এই সময় চক্র সম্পূর্ণ হওয়ার কারণে পুনরায় সাইলেন্স হোমে যেতে হবে। এখন নিজ নিকেতনে ফিরে যাওয়ার সময় সমীপে। এখন আদি মধ্য অন্ত তিনটি কালের পার্ট সমাপ্ত করে নিজেদের অনাদি স্বরূপ অনাদি স্থিতিতে স্থিত হওয়ার সময়। সেইজন্য এই সময় এই অভ্যাস বেশী হওয়া আবশ্যিক। নিজেকে নিজে চেক করো যে, কর্মেন্দ্রিয়জিৎ হয়েছে কী? আওয়াজে আসতে চাও না তো? এই মুখের আওয়াজ তোমাকে আকর্ষণ করছে না তো? একেই বলা হয় আধ্যাত্মিক ড্রিল।

যেমন বর্তমান সময়ানুসারে শরীরের জন্য সকল রোগের উপশম হিসেবে 'এক্সারসাইজ' শেখানো হয়। তো এই সময় আত্মাকে শক্তিশালী বানানোর জন্য এই আধ্যাত্মিক এক্সারসাইজ এর অভ্যাস প্রয়োজন। চতুর্দিকে যেমনই পরিবেশই হোক না কেন, কিন্তু চারপাশের আওয়াজের মধ্যে থেকেও এর উর্ধ্ব থাকার বহু কালের অভ্যাস প্রয়োজন। শান্ত পরিবেশে শান্তির স্থিতি তৈরী করা, এটা কোনো বড় ব্যাপার নয়। অশান্তির মাঝে তুমি শান্ত রয়েছে, এই অভ্যাসটাই চাই। এমন অভ্যাসকে জানো? তা সে তোমার নিজের দুর্বলতার বিপর্যস্ত অবস্থা কিম্বা সংস্কারের ব্যর্থ সংকল্পের বিপর্যস্ত অবস্থা - এইরূপ বিপর্যস্ত অবস্থার সময় নিজেকে অচল বানাতে পার নাকি টাইম লেগে যায়? কেননা টাইম লাগা - এটা যে কোনো সময়ই ধোঁকা দিয়ে দিতে পারে। সমাপ্তির সময়ে বেশী সময় পাওয়া যায় না। ফাইনাল রেজাল্টের পেপার কয়েক সেকেন্ড কিম্বা কয়েক মিনিটেরই হয়ে থাকে। কিন্তু চতুর্দিকের বিপর্যস্ত পরিবেশে অচল থাকার উপরেই নম্বর প্রাপ্ত হয়। যদি বহুকালের বিপর্যস্ত স্থিতিতে অচল হতে সময় লাগার অভ্যাস থাকবে, তবে সমাপ্তির সময় কেমন রেজাল্ট হবে? সেইজন্য এই আধ্যাত্মিক এক্সারসাইজের অভ্যাস করো। মনকে যেখানে আর যতটা সময় স্থিত করতে চাও স্থিত করতে পার। ফাইনাল পেপার হল খুবই সহজ। আর প্রথম থেকেই বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই এই পেপার আসবে। কিন্তু নম্বর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পাওয়া হয়ে যায়। স্টেজও অত্যন্ত পাওয়ারফুল হতে হবে।

দেহ, দেহের সম্বন্ধ, দেহ - সংস্কার, ব্যক্তি বা বৈভব, ভাইব্রেশন বায়ুমণ্ডল সব কিছু থাকা সত্ত্বেও কিছুই যেন আকৃষ্ট না করে। একেই বলা হয় - 'নষ্টমোহ সমর্থ স্বরূপ' (শক্তিশালী স্বরূপ)। তো এইরূপ প্র্যাকটিস হয়েছে? লোক চিৎকার করতে থাকবে আর তোমরা অচল থাকবে। প্রকৃতিও, মায়া-ও সব লাস্ট চাল চালার জন্য নিজের দিকে যতই টানতে থাকুক না কেন, কিন্তু তোমরা সব কিছুই থেকে পৃথক আর বাবার প্রিয় হয়ে ওঠার স্থিতিতে লাভলীন থাকবে। একেই বলা হয় - দেখেও দেখবে না, শুনেও শুনেবে না। এমন অভ্যাস হয়ে যেতে হবে। একেই বলা হয় 'সুইট সাইলেন্স' স্বরূপের স্থিতি। তবুও বাপদাদা সময় দিচ্ছেন। যদি কোনো প্রকারের বিচ্যুতি থেকে গিয়ে থাকে, তবে তাকে এখনই ভরে নিতে পার। কেননা বহু কালের হিসাবের বিষয়টা বলেছিলাম না! অতএব এখন সামান্য চান্স রয়েছে। সেইজন্য এই প্র্যাকটিসের দিকে ফুল অ্যাটেনশন রাখো। পাস উইথ অনার হওয়া কিম্বা কেবল পাস হওয়া, এর আধার - এর উপরেই রয়েছে। এইরূপ অভ্যাস হয়েছে? সময়ের ঘন্টা বেজে উঠলে তবে প্রস্তুত হবে? নাকি এখন ভাবছি প্রস্তুত হতে হবে? এই অভ্যাসের কারণে 'অষ্ট রত্নের মালা' বিশেষতঃ ছোটই হয়ে থাকে। খুবই অল্প সময়ের। তোমরা যেমন বলে থাকো না, সেকেন্ডে মুক্তি বা জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার হল সকলের অধিকার। তো সমাপ্তির সময় নম্বর প্রাপ্ত হওয়া হল সামান্য সময়ের ব্যবধানের ব্যাপার। তবে এতটুকুও বিচলিত হওয়া যাবে না। ব্যাস্ বিন্দু বলা হল আর বিন্দুতে স্থির হয়ে গেলে। বিন্দু যেন নড়ে না যায়। এমন নয় যে, অভ্যাস শুরু করলে - "আমি হলাম আত্মা....আমি হলাম আত্মা...এটা তখন চলবে না। কেননা আগেও বলেছি - আঘাত চতুর্দিক থেকে নেমে আসবে। লাস্ট ট্রায়াল সবাই করবে। প্রকৃতির যত শক্তি রয়েছে, মায়ারও যত শক্তি রয়েছে, ট্রায়াল করবে। তাদেরও লাস্ট ট্রায়াল আর তোমাদেরও লাস্ট কর্মজীবিত, কর্মবন্ধন মুক্ত স্থিতি হবে। উভয় তরফেরই খুব পাওয়ারফুল সীন হবে। তারাও ফুল ফোর্সে, এরাও ফুল ফোর্সে। কিন্তু সেকেন্ডের বিজয়, বিজয়ের নাগাড়া বাজবে। বুঝেছ, লাস্ট পেপার কী? সকল শুভ সংকল্প তো এটাই রাখা হয় এবং রাখতেও হবে যে, নম্বর ওয়ান আসতে

হবে। অতএব সবেতেই চতুর্দিকের বিজয়ে বিজয়ী (উইন) হলে, তবে তো ওয়ানে আসবে। যদি এক একটি বিষয়েও এতটুকুও ব্যর্থ সংকল্প, ব্যর্থ সময় নিযুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ নম্বরও পিছনে হয়ে যাবে। সেইজন্য সব কিছু চেক করো, চতুর্দিকেই চেক করো, ডবল বিদেশি সবেতে তীর যেতে চায়, তাই না ! সেইজন্য তীর পুরুষার্থ বা ফুল অ্যাটেনশন - এই অভ্যাসে এখন থেকেই দিতে থাকো। বুঝতে পেরেছ ? কোর্সেনকে জানো আর টাইমকেও জানো। তবে তো সব পাস হয়ে যাওয়ার কথা ! যদি আগে থেকেই কোর্সেন জানা থাকে, তবে তো প্রস্তুতি নেওয়া যায়। তখন তো পাস হয়ে যাবে। তোমরা সবাই তো পাস হবেই, তাই না ! আচ্ছা ।

এই সিজনে বাপদাদা সকলের সাথে মিলিত হওয়ার খোলা ভান্ডারা খুলে দিয়েছেন। এরপর কী হবে, সে'কথা পরে বলা হবে। এখন খোলা ভান্ডার থেকে যা যা নিতে এসেছ, তা তো নিয়েই নেবে। ড্রামার দৃশ্য তো পরিবর্তিত হতেই থাকবে। কিন্তু এই সিজনে তা সে ভারতবাসীই হোক, কিম্বা ডবল বিদেশি, সকলেরই বিশেষ বরদান প্রাপ্ত হয়েছে। বাপদাদা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে তো অবশ্যই রাখবেন। এই সিজনের ফল খাও। ফল হল - মিলন, বরদান। সকলে সিজনের ফল খেতে এসেছ, তাই না ! বাপদাদারও বাচ্চাদেরকে দেখে আনন্দ হয়। তবুও সাকারী সৃষ্টিতে তো সব কিছুই দেখতে হয়। এখন তো আনন্দ করে নাও। পরে সিজনের শেষে আবার বলব।

সেবার স্থান যতই আলাদা আলাদা হোক না কেন, সেবার লক্ষ্য তো একটাই। উৎসাহ - উদ্দীপনাও এক, সেইজন্য বাপদাদা সকল স্থানেরই বিশেষ গুরুত্ব দেন। এমন নয় যে, একটি স্থানের গুরুত্ব বেশী, অন্যটির কম। তা নয়। যে ধরনীতেই বাচ্চারা গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, তার দ্বারা কোনো না কোনো বিশেষ রেজাল্ট অবশ্যই এসেছে। তা সে কোনোটার দ্রুত এসেছে, কোনোটার হয়ত একটু সময় লাগবে বের হতে। কিন্তু বিশেষত্ব সকল দিকেরই রয়েছে। কত ভালো ভালো রত্ন বেরিয়েছে। এমন ভেব না যে, আমরা তো সাধারণ। তোমরা সবাই হলে বিশেষ। যদি বিশেষ না হতে, বাবার কাছে উপস্থিত হতে পারতে না। বিশেষত্ব রয়েছে, কিন্তু সেই বিশেষত্বকে কেউ সেবাতে লাগিয়েছে, কেউ সেবাতে লাগানোর জন্য এখন প্রস্তুতি নিচ্ছে, বাকি সকলেই হলে বিশেষ আত্মা তোমরা। সব মহারথী, মহাবীর তোমরা। এক একজনের মহিমা শুরু করা হলে অনেক বড় লম্বা মালা তৈরী হয়ে যাবে। শক্তিদেবকে দেখা, প্রত্যেক শক্তি হল মহান আত্মা। বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মাই দেখতে পাওয়া যাবে। এমনই তো, তাই না ! নাকি নিজ নিজ স্থানের কল্যাণকারী ? আচ্ছা ।

০৬-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন : রিভাইস : ১৯-০৩-৮৬

অমৃতবেলা - শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি গুলির বেলা

আজ আধ্যাত্মিক বাগানের মালিক (বাগবান) তাঁর আধ্যাত্মিক রোজ ফ্লাওয়ার্সের বাগানকে দেখছেন। এমন আধ্যাত্মিক গোলাপ বাগান এখন এই সঙ্গমযুগেই বাপদাদার দ্বারাই নির্মিত হয়। বাপদাদা এক একটি আধ্যাত্মিক গোলাপ ফুলের রুহানিয়তের সৌরভ আর রুহানিয়তের প্রস্ফুটিত প্রতিটি পুষ্পের সৌন্দর্য দেখছেন। সুরভিত সকলেই, কিন্তু কারো সৌরভ সব সময় স্থায়ী হওয়ার আবার কারো সৌরভ স্বল্প সময় স্থায়ী হওয়ার। কোনো গোলাপ সব সময় প্রস্ফুটিত হয়েই আছে, আবার কোনোটা কিছু সময় ফুটে থাকার পর সামান্য রোদ বা আবহাওয়ার কারণে কিছু সময় পরেই ম্লিয়মান হয়ে যায়। কিন্তু তাও সকলে হল আধ্যাত্মিক বাগানের মালিকের আধ্যাত্মিক গোলাপ। কোনো কোনো আধ্যাত্মিক গোলাপে জ্ঞানের সৌরভ বিশেষ ভাবে রয়েছে, কোনোটির মধ্যে ধারণার সৌরভ, কোনোটিতে সেবার সৌরভ বিশেষ ভাবে রয়েছে। কোনো কোনোটি আবার এমনও রয়েছে, যা কিনা সকল সৌরভে সম্পন্ন। তাহলে গোলাপ বাগানে সেবার আগে দৃষ্টি কার উপরে যাবে ? যার সৌরভ দূর থেকেই আকৃষ্ট করবে। সেই দিকেই সকলের নজর সেবার প্রথমে যাবে। অতএব আধ্যাত্মিক বাগানের মালিক সর্বদা সকল আধ্যাত্মিক ফুল গুলিকে দেখতে থাকেন। কিন্তু নম্বর অনুক্রমে। ভালোবাসা সকলের প্রতিই রয়েছে, কেননা প্রতিটি গোলাপ ফুলের মধ্যে বাগানের মালিকের প্রতি গভীর ভালোবাসা রয়েছে আর মালিকেরও ফুলেদের প্রতি ভালবাসা রয়েছে। তবুও শো'কসে সবসময় স্থান পাওয়া আধ্যাত্মিক গোলাপ হল সেগুলোই, যেগুলি সর্বদা সৌরভ সম্পন্ন। আর সদা তরতাজা, প্রস্ফুটিত। যেগুলির তাজা ভাব হারিয়ে যায়, সেগুলি কখনোই নয়। প্রতিদিন অমৃতবেলায় বাপদাদা স্নেহ এবং শক্তির দ্বারা বিশেষ লালন পালনের দ্বারা সকল আধ্যাত্মিক গোলাপ ফুল গুলির সাথে মিলিত হন।

অমৃতবেলা হল বিশেষ প্রভু পালনার বেলা। অমৃতবেলা হল বিশেষ পরমাত্মা মিলনের বেলা। আধ্যাত্মিক আন্তরিক আলাপচারিতার বেলা। অমৃতবেলা ভোলা ভান্ডারীর বরদানের খাজানার থেকে সহজ বরদান প্রাপ্ত হওয়ার বেলা। যে গায়ন আছে - মন বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত করা। তা এই সময় অমৃতবেলার সময়েই গায়ন এটি। বিনা পরিশ্রমে উন্মুক্ত খাজানাকে

প্রাপ্ত করার বেলা। এইরূপ মনোরম সুবর্ণ সময়কে অনুভবের দ্বারা তোমরা জানো, তাই না ! অনুভবীরাই জানে এই শ্রেষ্ঠ সুখকে, শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি গুলিকে। তো বাপদাদা সকল আধ্যাত্মিক গোলাপকে দেখে দেখে আনন্দিত হন। বাপদাদাও বলেন - বাঃ আমার আধ্যাত্মিক গোলাপ ! তোমরা বাঃ বাঃ এর গীত গাও তো বাপদাদাও এই গীত গান। বুঝেছ !

মুরলী তো অনেক শুনেছ ! শুনে শুনে সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন মহাদানী হয়ে বন্টন করবার প্ল্যান বানাচ্ছ। এই উৎসাহ খুব ভালো। আজ ইউ. কে. (ইউনাইটেড কিংডম, সাধারণ কথায় আমরা গ্রেট ব্রিটেন বলি) অর্থাৎ ও. কে. (OK) থাকার টার্ন। ডবল বিদেশিদের একটি শব্দ শুনে বাপদাদা সবসময় আনন্দ পান। কোন্‌ সে শব্দ - "থ্যাঙ্ক ইউ"। থ্যাঙ্ক ইউ বলতে থাকবে আর বাবাকেও স্মরণ করতে থাকবে। কেননা সবার আগে অন্তর থেকে ধন্যবাদ তো বাবাকেই দেয় তারা। তাই যখনই তারা কাউকে থ্যাঙ্ক ইউ বলে, তখন সর্বাগ্রে বাবার কথাই মনে পড়বে যে, তাই না ! ব্রাহ্মণ জীবনে সর্বপ্রথম ধন্যবাদ অন্তর থেকে মনেপ্রাণে মানে। স্বতঃতই বাবার প্রতি নির্গত হয়। উঠতে - বসতে অসংখ্য বার তোমরা থ্যাঙ্ক ইউ বলতে থাকো, এটাও একটা ভালো বিধি বাবাকে স্মরণ করবার। ইউ. কে. গ্রুপ, তোমরা লৌকিক জগতে নানান শক্তিশালী ব্যক্তিদেরকে বাবার সাথে মিলিত করবার নিমিত্ত হয়েছ, তাই না ! অনেক প্রকারের নলেজের শক্তি রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তির অধিকারী ব্যক্তির, ভিন্ন ভিন্ন বর্গের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের, ভাষার, সকলকে মিলিত করে একটিই ব্রাহ্মণ বর্গে নিয়ে আসা, ব্রাহ্মণ ধর্মে নিয়ে আসা, ব্রাহ্মণ ভাষাতে নিয়ে আসা। ব্রাহ্মণদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। যা কিনা নতুনরা বুঝতে পারবে না যে, এরা কী বলছে ! তাই ব্রাহ্মণদের ভাষা, ব্রাহ্মণদের ডিক্শনারিও (শব্দ কোষ) নিজস্ব। তো ইউ. কে. গ্রুপ সকলকে এক করবার কাজে বিজি থাকো, তাই না ? সংখ্যাতেও তোমরা অনেক রয়েছে। স্নেহও রয়েছে তোমাদের মধ্যে। প্রতিটি স্থানের নিজ নিজ বিশেষত্ব তো রয়েছেই, কিন্তু ইউ. কে. র বিশেষত্বের কথা বললাম। যন্তু স্নেহী, যন্তু সহযোগী এই বিশেষত্ব তোমাদের মধ্যে ভালোই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিটি পদক্ষেপে যন্তু অর্থাৎ মধুবনের অংশীদারিত্ব বের করবার বিষয়েও ভালো নম্বরে যাচ্ছে। ডাইরেক্ট মধুবনের স্মরণ একটি স্পেশাল লিঙ্ক হয়ে যায়। সকল কার্যে, প্রতিটি পদক্ষেপে মধুবন অর্থাৎ বাবার স্মরণ রয়েছে, নয়ত বাবার পাঠ, কিস্বা বাবার ব্রহ্মা ভোজন কিস্বা বাবার সাথে মিলন রয়েছে। মধুবন স্বতঃতই বাবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেখানেই থাকো, মধুবনের কথা মনে পড়া অর্থাৎ বিশেষ স্নেহই, লিঙ্ক হয়ে যায়। চড়ার পরিশ্রম থেকে বিমুক্ত হয়ে যাও। সেকেন্ডে সুইচ অন করলে আর পৌঁছে গেলে।

বাপদাদার তো হীরে মুক্তোর প্রয়োজন নেই। বাবার স্নেহের ছোট বস্তুই হল হীরে রত্ন। সেইজন্য সুদামার খুদের এত মাহাত্ম্য। এর ভাবার্থ এটাই যে, স্নেহের ক্ষুদ্র থেকে অতি ক্ষুদ্র সূঁচও মধুবনের স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়। তো সেটাও হল বড়ই অমূল্য। কেননা তা যে হল স্নেহের দাম। ভ্যালু হল স্নেহের। জিনিসের নয়। এমনিতে যদি কেউ যতই দিক না কেন, তাতে যদি স্নেহ না থাকে, তবে তা জমা হবে না। আর স্নেহের সাথে সামান্যও যদি কেউ জমা করে, তবে তার পদ্ম (লক্ষ কোটি গুণ) জমা হয়ে যায়। তাই বাবার স্নেহই পছন্দ। তো ইউ. কে. গ্রুপের বিশেষত্ব - যন্তু স্নেহী, যন্তু সহযোগী আদি থেকেই রয়েছে তারা। এটা সহজ যোগ। সহযোগ হল সহজ যোগ। সহযোগের সংকল্প এলেও স্মরণ তো বাবার কথাই আসবে। তো সহযোগী, সহজযোগী স্বতঃতই হয়ে যায়। যোগ বাবার সাথে, মধুবন অর্থাৎ বাপদাদার সাথে। অতএব সহযোগী যারা, তারা সহযোগের সাবজেক্ট ভালো নম্বর নিয়ে নেয়। হৃদয়ের সহযোগ বাবার বড় প্রিয়। সেইজন্য এখানে স্মরণিকও 'দিলওয়ারা মন্দির' বানিয়েছে। তো দিলওয়ারা বাবার দিল অর্থাৎ অন্তরের স্নেহ, অন্তরের সহযোগই হল প্রিয়। ছোট হৃদয়ের যারা, তারা ছোট ছোট সওদা করে খুশী হয়ে যায়। আর বড় হৃদয়ের যারা, তারা অনন্তের সওদা করবে। ফাউন্ডেশনই হল বড় হৃদয়, তাই বিস্তারও বৃহৎ রূপেই হচ্ছে। যেমন কোনো কোনো স্থানে দেখবে, কোনো কোনো গাছের বৃক্ষের শাখাই গাছের কান্ড হয়ে যায়। তো ইউ. কে. এর ফাউন্ডেশন থেকে কান্ড নির্গত হয়েছে, শাখা নির্গত হয়েছে। এখন সেই শাখা গুলিও কান্ড রূপ ধারণ করেছে। সেই কান্ড গুলি থেকেও এখন শাখা নির্গত হতে শুরু করেছে। যেমন অস্ট্রেলিয়া বের হয়েছে, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা নির্গত হয়েছে। সব গুলোই কান্ড রূপ ধারণ করে ফেলেছে। আর এক একটি কান্ডের শাখা গুলিও ভালোভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। কেননা ফাউন্ডেশন স্নেহ আর সহযোগের জল দ্বারা মজবুত হয়েছে। সেইজন্য বিস্তারও ভালোই হচ্ছে আর ফলও ভালো হচ্ছে।

বরদান:- দেহ ভাবে ত্যাগ করে নিষ্কোষী হয়ে উঠে নির্মানচিত্ত ভব*

যে বাচ্চারা দেহ ভাবের ত্যাগ করে থাকে, তাদের কখনোই ক্রোধ আসবে না। কেননা ক্রোধ আগমনের কারণ হল দুটি। এক - কেউ যখন মিথ্যা কথা বলে আর দ্বিতীয় হল যখন কেউ মিথ্যা গ্লানি করছে। এই দুটি বিষয় ক্রোধের জন্ম দেয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে নির্মানচিত্তের বরদানের দ্বারা অপকারীর উপরেও উপকার করো। যে গ্লানি করছে তাকে গলায় অর্থাৎ আলিঙ্গন করো আর নিন্দা করছে যে, তাকে সত্যিকারের মিত্র মনে করো - তখনই বলা হবে কামাল করেছে। যখন এই রকম পরিবর্তন দেখাতে পারবে, তখন বিশ্বের

সামনে প্রসিদ্ধ হবে।

স্লোগান:-

আনন্দ বা আমোদের (মৌজ) অনুভব করবার জন্য মায়ার অধীনতাকে ত্যাগ করে স্বাধীন হও।*

০৭-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- অনেক বাচ্চারা চলতে-চলতে নিজের ভাগ্যকে নিজেই শুট করে দেয়, কিভাবে?

উত্তর:- যদি বাবার হয়েও (সমর্পিত) সার্ভিস না করে, নিজের এবং অপরের উপর কৃপা না করে, তবে সে নিজের ভাগ্যকেই শুট করে অর্থাৎ শেষ করে দেয়। সঠিকরীতিতে পড়ো, স্মরণে থাকো তবে পদও ভাল পাবে। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের সার্ভিসের অত্যন্ত শখ থাকা উচিত।

*গীত:- কে এসেছে আজ সকাল-সকাল.....

ওম্ শান্তি। আত্মিক বাচ্চারা জানে যে, আমরা হলাম আত্মা, শরীর নই। আর এ'জ্ঞান এখনই পাওয়া যায় -- পরমপিতা পরমাত্মার নিকট থেকে। বাবা বলেন, আমি যখন এসেছি তখন তোমরা নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মাই শরীরে প্রবেশ করে। এক শরীর পরিত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করতে থাকে। আত্মার পরিবর্তন হয় না, শরীরের পরিবর্তন হয়। আত্মা অবিনাশী, তাই নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। এ'জ্ঞান কেউ কখনো দিতে পারে না। বাচ্চাদের আত্মানে বাবা এসেছেন। এও কারোর জানা নেই যে, এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। বাবা এসে বোঝান যে, আমি আসিই কল্পের পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে যখন সমগ্র বিশ্বই পুরুষোত্তম হয়। এ'সময় সমগ্র বিশ্বই নীচ(অস্পৃশ্য), অপবিত্র। সে'টিকে বলা হয় অমরপুরী, এ হলো মৃত্যুলোক। মৃত্যুলোকে আসুরীয়-গুণসম্পন্ন মানুষ থাকে, অমরলোকে দৈবী-গুণসম্পন্ন মানুষ থাকে তাই তাদের দেবতা বলা হয়। এখানেও যারা সু-স্বভাবের, তাদের বলা হয় -- এরা তো যেন দেবতা। কেউ দৈবী-গুণসম্পন্ন হয়, এ'সময় সকলেই হলো আসুরীয়-গুণসম্পন্ন। ৫ বিকারে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে তবেই তো গায়, এসে এই দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদান করো। কোনো একজন সীতাকে তো মুক্ত করেনি। বাবা বোঝান, ভক্তকে সীতা বলা হয়, আর রাম বলা হয় ভগবানকে। যিনি ভক্তদের ফলপ্রদান করতে আসেন। এই অসীম জগতের রাবণ-রাজ্যে সমগ্র দুনিয়া বন্দী হয়ে রয়েছে। তাদের মুক্ত করে রাম-রাজ্যে নিয়ে যান। রঘুপতি রাঘব রাজা রামের কথা নয়। তিনি তো ত্রেতার রাজা ছিলেন। এখন সকল আত্মারাই তমোপ্রধান জরাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। অবতরণ করতে-করতে সিঁড়ির সম্পূর্ণ নিচে চলে এসেছে। পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে গেছে। দেবতার কাহারো পূজা করে না। তারা হলেন পূজ্য। পুনরায় যখন তারা বৈশ্য, শূদ্র হয়ে যায় তখন পূজা শুরু হয়। বাম-মার্গে চলে আসায় পূজারী হয়ে যায়, পূজারীরা দেবতাদের চিত্রের সম্মুখে নমন করে। এ'সময় একজনও পূজ্য হতে পারে না। সর্বোচ্চ পূজ্য হলেন ঈশ্বর, তারপর পূজ্য হলেন সত্যযুগীয় দেবতার। এ'সময় তো সকলেই পূজারী, সর্বপ্রথম পূজা শিবের হয়, তা হলো অব্যভিচারী পূজা। তারা সত্যোপধান পুনরায় সতঃ, পুনরায় দেবতাদের থেকে নেমে জলের, মানুষের, পাখী ইত্যাদির পূজা করতে থাকে। দিনে-দিনে অনেকের পূজাই হতে থাকে। আজকাল ধর্মীয় কনফারেন্সও অনেক হতে থাকে। কখনো আদি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের, কখনো জৈনদের, কখনো আর্থ-সমাজের মতাবলম্বীদের। অনেককেই ডাকা হয় কারণ প্রত্যেকেই নিজের ধর্মকে উচ্চ মনে করে, তাই না! প্রত্যেক ধর্মে কোন না কোন বিশেষ গুণ হওয়ার কারণে তারা নিজেদের বড় মনে করে। জৈনদের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের হয়। ৫-৭ ধরনের হবে। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ নগ্নও থাকে, নগ্ন হওয়ার অর্থ বোঝে না। ভগবানুবাচ --- নগ্ন অর্থাৎ অশরীরী এসেছিলে, পুনরায় অশরীরী হয়েই যেতে হবে। ওরা আবার বস্ত্র পরিত্যাগ করে নগ্ন হয়ে যায়। ঈশ্বরের কথার অর্থ বোঝে না। বাবা বলেন, তোমরা অর্থাৎ আত্মারা এখানে এ'শরীর ধারণ করে নিজ ভূমিকা পালন করতে এসেছো, পুনরায় ফিরে যেতে হবে। বাচ্চারা, এ'সকল কথা তোমরাই জানো। আত্মাই (নিজ) ভূমিকা পালন করতে আসে, বৃক্ষ(ঝাড়) বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন-নতুন প্রকারের ধর্ম ইমার্জ হতে থাকে, তাই একে ভ্যারাইটি ড্রামা বা নাটক বলা হয়ে থাকে। এ হলো ভ্যারাইটি ধর্মের বৃক্ষ। দেখো, ইসলাম ধর্মকে। তাদেরও অনেক শাখা-প্রশাখা বেয়ে। মহম্মদ তো পরে এসেছে, প্রথমে ইসলাম ধর্মাবলম্বী। মুসলমানদের সংখ্যা অগণিত। আফ্রিকায় কত ধনবান রয়েছে, সোনা-হীরার খনি রয়েছে। যেখানেই অনেক ধন-সম্পদ দেখে তার উপর আক্রমণ করে ধনবান হয়ে যায়। খ্রিস্টানরাও কত ধনবান হয়ে গেছে। ভারতেও ধন-সম্পদ রয়েছে, কিন্তু গুপ্ত। সোনা ইত্যাদি কত ধরা পড়ে। এখন দিগম্বর সভাসদেরা কনফারেন্স ইত্যাদি করতে থাকে, কারণ প্রত্যেকেই নিজেকে বড় মনে করে, তাই না! এতসব ধর্ম বৃদ্ধি পেতেই থাকে, বিনাশও তো কখনো হতেই হবে, কিছুই বোঝে না। সর্ব ধর্মের মধ্যে উচ্চ হলো তোমাদের ব্রাহ্মণ ধর্মই, যা কেউই জানে না। কলিযুগীয় ব্রাহ্মণও অনেক রয়েছে, তারা হলো (মাতৃ) গর্ভজাত। প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-বংশজাত, তারা তো সকলে ভাই-বোন হওয়া উচিত। যদি তারা নিজেদেরকে ব্রহ্মার সন্তান বলে, তবে তো ভাই-বোনই হলো তাহলে বিবাহও করতে পারে না। প্রমাণিত হয় যে, ওই ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার

মুখ-বংশজাত নয়, শুধু নাম রেখে দেয়। বাস্তবে দেবতাদের থেকেও উচ্চ ব্রাহ্মণদের বলা হয়, কেশ-শিখা(টিকি) রয়েছে, তাই না! এই ব্রাহ্মণেরাই মানুষকে দেবতায় পরিনত করে। শিজ্ঞাদাতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, স্বয়ং জ্ঞানের সাগর। একথা কারোর জানা নেই। বাবার কাছে এসে ব্রাহ্মণ হয়ে পুনরায় কাল শূদ্র হয়ে যায়। পুরানো সংস্কার পরিবর্তন করতে অত্যন্ত পরিশ্রম হয়। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। আত্মিক পিতার থেকে আত্মিক সন্তানেরাই উত্তরাধিকার নেবে। বাবাকে স্মরণের সময়েই মায়া বিঘ্ন ঘটায়। বাবা বলেন, হাতের দ্বারা কর্ম করতে-করতেও মন(হৃদয়) যেন বাবার স্মরণে থাকে। এ অত্যন্ত সহজ। যেমন প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে না দেখে থাকতে পারে না। বাবাও তো প্রিয়তমই (মাশুক)। সব বাচ্চারা হলো প্রিয়তমা, যারা বাবাকে স্মরণ করে। একমাত্র বাবা-ই আছেন, যিনি কখনো কারোর প্রতি আসক্ত হন না, কারণ ওঁনার থেকে উচ্চ কেউ নয়। হ্যাঁ, বাচ্চাদের মহিমা করা হয়, এছাড়া তোমরা সকলেই ভক্তিমার্গ থেকে আমার অর্থাৎ প্রিয়তমের প্রিয়তমা। আবাহনও করো যে এসে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে পবিত্র করো। তোমরা সকলে হলে বধু(ব্রাইডস), আমি হলাম বর (ব্রাইডগ্রম)। তোমরা সকলে আসুরীয় জেলে বন্দী হয়ে রয়েছে, আমি এসে মুক্ত করি। এখানে পরিশ্রম অনেক, কুদৃষ্টি(ক্রিমিনাল আই) ধোঁকা দেয়, সুদৃষ্টিসম্পন্ন(সিভিল আই) হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। দেবতাদের চরিত্র কত ভাল, এখন এরকম দেবতাদের রচনাকারের তো অবশ্যই প্রয়োজন, তাই না!

কনফারেন্সে টপিক রাখা হয়েছে -- "মানবজীবনে ধর্মও আবশ্যিকতা।" ড্রামাকে না জানার কারণে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তোমরা ব্যতীত আর কেউ বোঝাতে পারবে না। খ্রিস্টান, বৌদ্ধাদিরা একথা জানে কি যে খ্রিস্টান, বৌদ্ধাদিরা পুনরায় কবে আসবে ! না তা জানে না। তোমরা তৎক্ষণাৎ হিসেব-নিকেশ বলে দিতে পারো। তাই বোঝানো উচিত যে, ধর্মের আবশ্যিকতা তো রয়েছে, তাই না! সর্বপ্রথমে কোন্ ধর্ম ছিল ? পরে কোন্ ধর্ম এসেছে। নিজেদের ধর্মের লোকেরাও সম্পূর্ণ বোঝে না। যোগ করে না। যোগ ব্যতীত শক্তি প্রাপ্ত হয় না, তীক্ষ্ণতা আসে না। বাবাকেই অলমাইটি অথরিটি বলা হয়। তোমরাও সর্বশক্তিমান হয়ে যাও, বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। তোমাদের রাজ্যকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। সে'সময়ে আর কোনো খন্ড থাকে না। এখন তো অনেক খন্ড(দেশ)। এই সৃষ্টি-চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়। এই চক্র ৫ হাজার বছরের, এছাড়া সৃষ্টি কত দীর্ঘ। তা কি পরিমাপ করা যাবে ? ভূমির পরিমাপ করতে পারা যায়। সাগরের তো করতে পারবে না। আকাশ এবং সাগরের অন্ত কেউ পাবে না। তাই বোঝাতে হবে -- কেন ধর্মের আবশ্যিকতা রয়েছে। সমগ্র চক্র তৈরীই হয়েছে ধর্মের উপর। এ হলো ভ্যারাইটি ধর্মের বৃক্ষ(ঝাড়), এই বৃক্ষ হলো অন্ধের সম্মুখে আয়না ধরা।

তোমরা এখন সার্ভিসের জন্য বাইরে বেরিয়েছো, ধীরে-ধীরে তোমাদের বৃদ্ধি হতে থাকে। ঝড় হলে অনেক পাতা পড়ে যায়, তাই না! অন্যান্য ধর্মে ঝড় ওঠার কোনো কথা থাকে না। ওঁনাকে তো উপর থেকে আসতেই হবে, এখানে তোমাদের স্থাপনকার্য অতি বিস্ময়কর। যারা ভক্তরা সর্বপ্রথমে আসে, বাবাকে এসে তাদেরকেই ফল দিতে হবে, নিজ-গৃহে নিয়ে যেতে হবে। আবাহনও করা হয় যে, আমাদের আত্মাদের নিজ-গৃহে নিয়ে যাও। একথা কারোরই জানা নেই যে বাবা স্বর্গের রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করেন। সন্ন্যাসীরা সুখকে মান্যতা দেয়না। তারা মোক্ষ চায়। মোক্ষকে উত্তরাধিকার বলা যায় না। স্বয়ং শিববাবাকেও ভূমিকা পালন করতে হয় তাহলে কাউকে মোক্ষে অর্থাৎ চিরমুক্তিতে কিভাবে রাখতে পারেন। তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা নিজেদের ধর্মকে আর অন্য সকলের ধর্মকে জানো। তোমাদের সমবেদনা গুণপন করা উচিত। চক্রের রহস্যকে বোঝান উচিত। বলা, তোমাদের ধর্মস্থাপক পুনরায় নিজ সময়ানুসারে আসবে। যারা বোঝাবে তাদের হশিয়ার(তীক্ষ্ণ) হওয়া উচিত। তোমরা বোঝাতে পারো যে, প্রত্যেককে সতোগ্রহণ থেকে সত্য, রজঃ, তমোঃ-তে আসতেই হবে। এখন হলো রাবণ-রাজ্য। তোমাদের গীতা হলো সত্য, যা বাবা শোনান। ঈশ্বর নিরাকারকেই বলা হয়। আত্মা নিরাকার গডফাদারকে আবাহন করে। ওখানে তোমরা আত্মারা থাকো। তোমাদের পরমাত্মা বলা যাবে কি, না যাবে না। পরমাত্মা তো একজনই, তিনি সর্বোচ্চ ভগবান, আর সকলেই হলো আত্মা, (বাবার) বাচ্চা। সকলের সঙ্গতিদাতা একজনই, তারপর আসে দেবতারা। তাদের মধ্যেও প্রথম স্থানাধিকারী হলেন কৃষ্ণ কারণ আত্মা এবং শরীর দুই-ই পবিত্র। তোমরা হলে সঙ্গমযুগীয়। তোমাদের জীবন অমূল্য। দেবতাদের নয়, ব্রাহ্মণদের জীবন অমূল্য। বাবা তোমাদের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে তোমাদের জন্য কত পরিশ্রম করেন। দেবতারা কি এত পরিশ্রম করবে, না তা করবে না। তারা পঠন-পাঠনের জন্য স্কুলে পাঠিয়ে দেবে। এখানে বাবা বসে তোমাদের পড়ান। পিতা, শিক্ষক, গুরু -- এই তিনই হলেন তিনি। তাহলে কত সম্মান করা উচিত। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের সার্ভিসের শখ থাকা উচিত। অতি অল্পসংখ্যকই রয়েছে যারা ভাল, হশিয়ার সদা সেবায় তৎপর। হ্যান্ডস(নিমিত্ত) তো চাই, তাই না! লডাই-এর ময়দানে যাওয়ার জন্য যাদের শেখানো হয় তাদের চাকরী ইত্যাদি সবকিছু ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের কাছে লিস্ট থাকে। তাই মিলিটারিকে কেউ রিফিউজ করতে পারে না যে আমরা ময়দানে অর্থাৎ যুদ্ধস্থলে যাব না। ড্রিল শেখানো হয়, প্রয়োজন পড়লে ডেকে নেওয়া হবে। যারা রিফিউজ করে

তাদের উপর মকদ্দমা চলে। এখানে সেইরকম কোন কথা নেই। এখানে যে ভালমতন সার্ভিস করে না, সে পদব্রষ্ট হয়ে যায়। সার্ভিস না করার অর্থ নিজেই নিজেকে শ্যুট করে দেয়। পদব্রষ্ট হয়ে যায়। নিজের ভাগ্যকেই শ্যুট করে দেয়। ভালভাবে পড়ো, স্মরণে থাকো তাহলে ভাল অর্থাৎ উচ্চপদ লাভ করা যাবে। নিজের উপর কৃপা করতে হবে। (কৃপা) নিজের উপরেও করো আবার অন্যের উপরেও করো। বাবা সবরকমভাবেই বোঝান। এ'দুনিয়ার নাটক কিভাবে চলে, রাজধানীও স্থাপিত হয়। এ'সকল কথা দুনিয়া জানে না। এখন নিমন্ত্রণ পাও। ৫-১০ মিনিটে কি আর বোঝাবে ? এক-দু'ঘন্টা দিলে তবেই বোঝাত পারবে। ড্রামাকে তো একদমই জানে না। ভাল-ভাল পয়েন্টস্ যেখান-সেখানে লিখে রাখা উচিত। কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায়। বাবা ক্রিয়েটরও (সৃষ্টিকর্তাও), বাচ্চারা তোমাদেরকে সৃষ্টি (ক্রিয়েট) করেন। নিজের করে নিয়েছেন, ডাইরেক্টর হয়ে ডায়রেকশন দেন। শ্রীমত দেন আবার অভিনয়ও করেন। গুণান শোনান। এও তো ওঁনার সর্বোচ্চ ভূমিকা বা দায়িত্ব, তাই না। ড্রামার ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর এবং প্রধান অ্যাক্টরকে না জানলে তখন তাকে কি বলা হবে ? আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই অমূল্য জীবনে শিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষকের অত্যন্ত সন্মান রাখা উচিত। পড়ায় ভাল, হাশিয়ার হয়ে সেবাররত হতে হবে। নিজের উপর নিজেকেই কৃপা করতে হবে।

২) নিজেকে সংশোধনের জন্য মার্জিত (সংস্কারী) হতে হবে। নিজের চরিত্র সংশোধন করতে হবে। মানুষকে দেবতায় পরিণত করার সেবা করতে হবে।

বরদান:- সঙ্কল্প এবং বাণীর বিস্তারকে সারে আনয়নকারী অন্তর্মুখী ভব*

ব্যাখা :- ব্যর্থ সঙ্কল্পের বিস্তারকে একত্রিত করে সার-রূপে স্থির হওয়া তথা মুখের ব্যর্থ বাণীকে গুছিয়ে নিয়ে সমর্থ করা অর্থাৎ সারাংশে নিয়ে আসা --- এটাই হলো অন্তর্মুখতা। এমন অন্তর্মুখী বাচ্চাই সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা দ্বিধাদিক বিচরণকারী আত্মাদের সঠিক দিশা (ঠিকানা) দেখাতে পারে। এই সাইলেন্সের শক্তি অনেক রঙ্গীন জাদু দেখায়। সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা প্রত্যেক আত্মার মনের আওয়াজ(কথা) এত নিকটে শোনা যায় যেন কেউ সম্মুখে কথা বলছে।

স্লোগান:- স্বভাব, সংস্কার, সম্বন্ধ, সম্পর্কে হাল্কা থাকা অর্থাৎ ফরিস্তা হয়ে যাওয়া।*

০৮-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- তোমাদের এই ব্রাহ্মণ ধর্মে সবথেকে অধিক শক্তিশালী কি এবং তা কিভাবে?

উত্তর:- তোমাদের এই ব্রাহ্মণ ধর্ম এমনই, যা সম্পূর্ণ বিশ্বের সদগতি শ্রীমত অনুসারে করে দেয়। ব্রাহ্মণই সম্পূর্ণ বিশ্বকে শান্ত বানিয়ে দেয়। তোমরা ব্রাহ্মণ কুলভূষণ দেবতাদের থেকেও উচ্চ, তোমরা বাবার কাছে এই শক্তি পাও। তোমরা ব্রাহ্মণরা বাবার সাহায্যকারী হও, তোমরাই সবথেকে বড় উপহার পাও। তোমরাই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড এবং বিশ্বের মালিক হও।

ওম শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি, আত্মিক সন্তানদের আত্মাদের পিতা বসে বোঝান। আত্মারূপী সন্তানরা জানে যে, আত্মাদের পিতা অবশ্যই প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আসেন। এর নাম কল্প রেখে দিয়েছে, যা বলতেই হয়। এই ড্রামা বা সম্পূর্ণ সৃষ্টির আয়ু পাঁচ হাজার বছর, এই কথা এক বাবা বসেই বোঝান। একথা কখনোই কোনো মানুষের মুখ থেকে শুনতে পাবে না। তোমরা আত্মা রূপী বাচ্চারা এখানে বসে আছো। তোমরা জানো যে, বরাবর আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা হলেন ওই একজনই। বাবা বসেই বাচ্চাদের নিজের পরিচয় দেন। যা কোনো মানুষই জানে না। কেউই জানে না যে, গড বা ঈশ্বর কি বস্তু, যেহেতু ওঁনাকে গড ফাদার বাবা বলা হয়, তাই তাঁর প্রতি অনেক প্রেম থাকা উচিত। তিনি যখন অসীম জগতের পিতা, তাহলে অবশ্যই তাঁর থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। ইংরাজীতে খুব সুন্দর শব্দ বলা হয় - হেভেনলী গড ফাদার। হেভেন বলা হয় নতুন দুনিয়াকে, আর হেল বলা হয় পুরানো দুনিয়াকে, তবুও স্বর্গকে কেউই জানে না। সল্যাসীরা তো মানেই না। তাঁরা কখনোই এমন বলবেন না যে, বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। হেভেনলী গড ফাদার - এই শব্দ খুবই মিষ্টি, আর হেভেনও বিখ্যাত। বাচ্চারা, তোমরা যারা সেবাপরায়ণ, তাদের বুদ্ধিতে হেভেন এবং হেলের সম্পূর্ণ চক্র, সৃষ্টির আদি - মধ্য, অন্ত ঘুরতে থাকে, কিন্তু সবাই তো একরস সেবাপরায়ণ হয় না।

তোমরা আবার নিজের রাজধানী স্থাপন করছো। তোমরা বলবে, আমরা আত্মারূপী বাচ্চারা বাবার শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মতে চলছি। উঁচুর থেকেও উঁচু হলো বাবার শ্রীমত। শ্রীমদুগবদগীতারও মহিমা আছে। এ হলো এক নম্বর শাস্ত্র। বাবার নাম শুনলেই চট করে তাঁর উত্তরাধিকার স্মরণে এসে যায়। এই দুনিয়াতে কেউই জানে না যে, গড ফাদারের থেকে কি পাওয়া যায়। বেশীরভাগ বলে থাকে - প্রাচীন যোগ, কিন্তু বুঝতেই পারে না যে, এই প্রাচীন যোগ কে শিখিয়েছেন? ওরা তো কৃষ্ণের কথাই বলবে, কারণ গীতাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবাই রাজযোগ শিখিয়েছেন, যাতে সবাই মুক্তি আর জীবনমুক্তি পায়। তোমরা এও বুঝতে পারো যে, এই ভারতেই শিববাবা এসেছিলেন, তাঁর জয়ন্তীও এখানেই পালন করা হয়, কিন্তু গীতাতে নাম গুপ্ত করে দেওয়ার কারণে মহিমাও গুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যাঁর থেকে সম্পূর্ণ দুনিয়া সুখ - শান্তি প্রাপ্ত করে, সেই বাবাকেই সবাই ভুলে গেছে। একে বলা হয়, একমাত্র ভুলের নাটক। বড়র থেকেও বড় ভুল হলো এই যে, বাবাকে কেউই জানে না। কখনো বলে দেয়, তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক, আবার বলে দেয়, তিনিই কচ্ছপ - মৎস্য অবতার। তিনিই নুড়ি - পাথরের মধ্যে আছেন। ভুলের পরে ভুল হয়ে যেতে থাকে। সিঁড়ি নীচে নামতেই থাকে। কলাও কম হতে থাকে, মানুষ তমোপ্রধান হতে থাকে। ড্রামার নিয়ম অনুসারে যেই বাবা স্বর্গের রচয়িতা, যিনি ভারতকে স্বর্গের মালিক বানিয়েছেন, তাঁকে কোণায় কোণায়, নুড়ি - পাথরের মধ্যে বলে দেয়। বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, তোমরা কিভাবে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসেছো, কেউই কিছু জানে না। ড্রামা কি, একথা জিজ্ঞেস করতে থাকে। এই দুনিয়া কবে থেকে শুরু হয়েছে? নতুন সৃষ্টি কবে ছিলো, তখন বলে দেবে লাখ বছর আগে। মানুষ মনে করে যে, পুরানো দুনিয়াতে তো এখনো অনেক বছর অবশিষ্ট আছে, একেই অজ্ঞান অন্ধকার বলা হয়। এমন মহিমাও আছে যে, জ্ঞানের কাজল সদগুরু দিয়েছিলেন, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হয়েছিলো। তোমরা বুঝতে পারো যে, রচয়িতা বাবা অবশ্যই স্বর্গের রচনাই করবেন। বাবা এসেই নরককে স্বর্গ বানান। রচয়িতা বাবা এসেই এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান শোনান। তিনি অস্তিম সময়েই আসেন। সময় তো লাগেই, তাই না। বাচ্চাদের এও বোঝানো হয়েছে যে, জ্ঞানে এতটা সময় লাগে না, যতটা স্মরণের যাত্রায় লাগে। ৮৪ জন্মের কাহিনী তো যেন এক গল্প, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে কার রাজত্ব ছিলো, সেই রাজ্য কোথায় গেলো?

বাচ্চারা, তোমাদের এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। তোমরা হলে কতো সাধারণ, অজামিলের মতো পাপী, অহল্যা, কুন্ডাদের

মতো, ভিলনীদেব মতো পতিতদেরও বাবা কতো উঁচু বানান। বাবা বোঝান যে - তোমরা কি থেকে কি হয়ে গেছো। বাবা এসে বোঝান - এখন পুরানো দুনিয়ার অবস্থা দেখো কেমন? মানুষ কিছুই জানে না যে, সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে? বাবা বলেন যে, তোমরা তোমাদের বুকে হাত রেখে নিজেকে জিজ্ঞেস করো - আগে এইসব কথা জানতে কি? কিছুই জানতে না। তোমরা এখন জানো যে, বাবা আবারও এসে আমাদের এই বিশ্বের বাদশাহী দেন। কারোর বুদ্ধিতেই একথা আসবে না যে, বিশ্বের বাদশাহী কি? বিশ্ব অর্থাৎ সম্পূর্ণ দুনিয়া। তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের এমন রাজ্য দেন, যা অর্ধেক কল্প কেউই আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। বাচ্চারা, তাই তোমাদের কতো খুশী হওয়া উচিত। তোমরা বাবার থেকে কতবার এই রাজত্ব নিয়েছো। বাবা সত্য, তিনি সত্য শিক্ষক, তিনিই আবার সদগুরু। কখনোই তোমরা আগে শোনো নি। এখন অর্থ সহিত তোমরা বুঝতে পারো। তোমরা তো বাচ্চা, বাবাকে তো স্মরণ করতেই পারো। আজকাল ছোটবেলাতেই গুরু করা হয়। গুরুর চিত্র তৈরী করে গলায় ধারণ করে অথবা ঘরে রেখে দেয়। এখানে তো আশ্চর্যের -- বাবা, টিচার, সদগুরু সব একই। বাবা বলেন, আমি তোমাদের সাথে করেই নিয়ে যাবো। তোমাদের যখন জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কি পড়ো? বলবে, আমরা নতুন দুনিয়ার রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য রাজযোগের অভ্যাস করি। এ হলোই রাজযোগ। যেমন ব্যারিস্টারের যোগ হয়, তাহলে বুদ্ধির যোগ অবশ্যই ব্যারিস্টারের প্রতিই যাবে। টিচারকে তো অবশ্যই স্মরণ করবে, তাই না। তোমরা বলবে, আমরা স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্যই এই পড়া পড়ি। তোমাদের কে পড়ান? শিববাবা ভগবান। তাঁর নাম তো একই, যা চলে আসছে। রথের নাম তো নেই। আমার নামই হলো শিব। বাবা শিব আর রথ ব্রহ্মা বলা হবে। এখন তোমরা জানো যে, তিনি কতো সুন্দর, শরীর তো একটাই। এনাকে ভাগ্যশালী রথ কেন বলা হয়? কেননা এনার মধ্যে শিববাবার প্রবেশতা হয়, তাই অবশ্যই দুই আত্মা হলো। এও তোমরাই জানো, আর কারোরই তো এই কথা খেয়ালে আসে না। এখন দেখানো হয়, ভাগীরথ গঙ্গাকে নিয়ে এসেছিলো। সে কি জল নিয়ে এসেছিলো? এখন তোমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখো যে -- কি নিয়ে এসেছিলো, কে নিয়ে এসেছিলো? কে প্রবেশ করেছিলেন? বাবা প্রবেশ করেছিলেন তো, তাই না। মানুষের মধ্যে জল তো প্রবেশ করবেই না। জটা দিয়ে জল তো আর প্রবাহিত হবেই না। এই বিষয়ে মানুষ কখনো খেয়ালও করে না। এমন বলাও হয় যে - ধর্মই শক্তি। ধর্মে শক্তি আছে। তোমরা বলো, সবথেকে বেশী কোন ধর্মে শক্তি আছে? ব্রাহ্মণ ধর্মে, হ্যাঁ, এ ঠিক, যা কিছুই শক্তি আছে, তা ব্রাহ্মণ ধর্মেই আছে। আর কোনো ধর্মে কোনো শক্তি নেই। তোমরা এখন হলে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরা বাবার থেকে শক্তি পায়, যাতে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। তোমাদের মধ্যে কতো বেশী শক্তি আছে। তোমরা বলবে যে, আমরা ব্রাহ্মণ ধর্মের। কারোর বুদ্ধিতে একথা বসবে না। যদিও বিরাট রূপ বানানো হয়েছে, তবুও তা অর্ধেক। মুখ্য রচয়িতা আর তাঁর প্রথম রচনাকে কেউই জানে না। বাবা হলেন রচয়িতা, তারপর ব্রাহ্মণ হলো শিখা, এতে শক্তি আছে। বাবাকে কেবল স্মরণ করলেই শক্তি অর্জন করা যায়। বাচ্চারা তো অবশ্যই নম্বরের ক্রমানুসারে তৈরী হবে, তাই না। তোমরা এই দুনিয়াতে হলে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুলভূষণ। তোমরা দেবতাদের থেকেও উচ্চ। তোমরা এখন শক্তি অর্জন করো। সবথেকে বেশী শক্তি আছে ব্রাহ্মণ ধর্মে। ব্রাহ্মণরা কি করে? সম্পূর্ণ বিশ্বকে তারা শান্ত বানিয়ে দেয়। তোমাদের ধর্ম এমনই, যা শ্রীমতের দ্বারা সকলেরই সদগতি করে। তাই তো বাবা বলেন, আমি তোমাদের নিজের থেকেও উচ্চ বানাই। তোমরা ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হও। তোমরাই সম্পূর্ণ বিশ্বের উপর রাজত্ব করবে। এখন তো গাওয়া হয় - ভারত আমাদের দেশ। কখনো মহিমার গান করে, কখনো আবার বলে - ভারতের কি অবস্থা। জানেই না যে, ভারত কবে এতো উচ্চ ছিলো! মানুষ তো মনে করে স্বর্গ অথবা নরক এখানেই। যার অর্থ, মোটর ইত্যাদি আছে, সে মনে করে, আমি স্বর্গে আছি। একথা বুঝতেই পারে না যে, নতুন দুনিয়াকেই স্বর্গ বলা হয়। এখানে সবকিছুই শিখতে হবে। সায়েন্সের শিক্ষাও ওখানে আবার কাজে আসে। এই সায়েন্সও ওখানে সুখ প্রদান করে। এখানে তো এই সবকিছুতে অল্পকালের সুখ। বাচ্চারা, ওখানে তোমাদের জন্য এইসব স্থায়ী সুখ হয়ে যাবে। এখানে সবকিছুই শিখতে হবে, যেই সংস্কার তোমরা আবার ওখানে নিয়ে যাবে। নতুন আত্মারা কেউই আসবে না, যারা এই জ্ঞান শিখবে। এখানকার বাচ্চারা সায়েন্স শিখে ওখানে যায়। তারা সব খুব ভালোভাবে শিখেই যাবে। সব সংস্কারই এখান থেকে নিয়ে যাবে, যা ওখানে কাজে আসবে। এখন হলো অল্পকালের সুখ। এরপর এই বোম্বস ইত্যাদিই সব শেষ করে দেবে। মৃত্যু ছাড়া এই শান্তির রাজ্য কিভাবে আসবে? এখানে তো অশান্তির রাজ্য। এও তোমাদের মধ্যে নম্বরের ক্রমানুসারেই বুঝতে পারবে যে, আমরা প্রথম প্রথম নিজের ঘরে ফিরে যাবো তারপর সুখধামে আসবো। সেই সুখধামে বাবা তো আসেনই না। বাবা বলেন যে, আমারও তো বাণপ্রস্থ রথ চাই, তাই না। আমি ভক্তিমার্গেও সকলেরই মনকামনা পূরণ করে এসেছি। সন্দেহীদেরও দেখানো হয়েছে - ভক্তরা কিভাবে তপস্যা পূজা ইত্যাদি করে, দেবীদের সাজিয়ে, পূজা করে তারপর আবার সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়। এতে কতো খরচ হয়। তোমরা জিজ্ঞেস করো, এ কবে থেকে শুরু হয়েছে? তখন বলবে, পরম্পরা ধরে চলে আসছে। মানুষ কতো বিভ্রান্ত হতে থাকে। এও সব ড্রামা। বাবা বারবার বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, আমি তোমাদের খুবই মিষ্টি বানাতে এসেছি। এই দেবতারা কতো মিষ্টি। এখন তো মানুষ কতো কটু। বাবাকে যারা অনেক সাহায্য করেছিলো, তাদেরই পূজা করতে থাকে। তোমাদেরও

পূজা হয়, এবং তোমরাও উচ্চ পদ প্রাপ্ত করো। বাবা নিজেই বলেন, আমি তোমাদের নিজের থেকেও উঁচু বানাই। উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবানের হলো শ্রীমং। কৃষ্ণের শ্রীমং তো আর বলা হবে না। গীতাতেও শ্রীমং বিখ্যাত। কৃষ্ণ তো এই সময় বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছেন। কৃষ্ণের আত্মার রথেই বাবা প্রবেশ করেছেন। এ কতো আশ্চর্যের কথা। কখনোই একথা কারোর বুদ্ধিতেই আসবে না। যারা বুঝবে, তাদেরও বুঝতে অনেক পরিশ্রম লাগে। বাবা কতো ভালোভাবে বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন। বাবা লেখেন, সর্বোত্তম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। তোমরা উচ্চ সেবা করো, তাই এই উপহার পাও। তোমরা যখন বাবার সাহায্যকারী হও, তখন পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে সবাই উপহার পায়। তোমাদের মধ্যেও অনেক শক্তি আছে। তোমরা মানুষকে স্বর্গের মালিক করতে পারো। তোমরা হলে আত্মা রূপী সেনা। তোমরা যদি এই ব্যাজ না লাগাও তাহলে মানুষ কিভাবে বুঝবে যে, এরাও আত্মিক মিলিটারী। মিলিটারীর লোকেরা সবসময় ব্যাজ পড়ে থাকে। শিববাবা হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। ওখানে এই দেবতাদের রাজ্য ছিলো, এখন আর নেই। এখন বাবা বলেন মনমনাভব। দেহ সহিত সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে আমাদের (মামেকম) স্মরণ করো, তাহলে কৃষ্ণের সাম্রাজ্যে এসে যাবে। এতে তো লজ্জার কোনো কথা নেই। তোমাদের বাবার স্মরণ থাকবে। বাবা এনার জন্যও বলেন, ইনি নারায়ণের পূজা করতেন, নারায়ণের মূর্তি সঙ্গে থাকতো। চলতে - ফিরতে তাঁকেই দেখতেন। বাচ্চারা এখন তো তোমাদের জ্ঞান আছে, তাই ব্যাজ তো অবশ্যই লাগিয়ে রাখা উচিত। তোমরাই নর থেকে নারায়ণ হবে। তোমরাই রাজযোগ শেখাও। নর থেকে নারায়ণ বানানোর সেবা তোমরাই করো। তোমাদের নিজেদের দেখতে হবে, আমাদের মধ্যে কোনো অবগুণ তো নেই?

বাচ্চারা, তোমরা বাপদাদার কাছে আসো, বাবা হলেন শিববাবা আর দাদা হলেন তাঁর রথ। বাবা তো অবশ্যই রথের দ্বারাই মিলিত হবেন, তাই না। তোমরা বাবার কাছে আসো রিফ্রেশ হতে। সম্মুখে বসলেই স্মরণে আসে। বাবা তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। বাবা যখন সম্মুখে বসে আছেন তখন খুব বেশী করে স্মরণে আসা উচিত। ওখানেও তোমরা রোজ স্মরণের যাত্রাকে বৃদ্ধি করতে পারো। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, আমাদের মধ্যে কোনো অবগুণ নেই তো? দেবতার যা যেমন মিষ্টি, তেমন মিষ্টি হয়েছি কি?

২) বাবার শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মতে চলে নিজের রাজধানী স্থাপন করতে হবে। সেবাপরায়ণ হওয়ার জন্য এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের, স্বর্গ এবং নরকের জ্ঞান বুদ্ধিতে ঘোরাতে হবে।

বরদান:- শ্রেষ্ঠ ভাবনার আধারে সকলকে শান্তি এবং শক্তির কিরণ দান করে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব*
বাবার সঙ্কল্প এবং বাণীতে, নয়নে যেমন সদা কল্যাণের ভাবনা বা কামনা আছে, বাচ্চারা, তেমনই যেন তোমাদের সঙ্কল্পে বিশ্ব কল্যাণের ভাবনা বা কামনা পরিপূর্ণ থাকে। কোনো কার্য করার সময় বিশ্বের সর্ব আত্মা যেন সামনে হাজির থাকে। মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়ে শুভ ভাবনা বা শ্রেষ্ঠ কামনার আধারে শান্তি এবং শক্তির কিরণ দান করতে থাকো, তখনই বলা হবে বিশ্ব কল্যাণকারী, কিন্তু এরজন্য সর্ব বন্ধন মুক্ত, স্বতন্ত্র হও।

স্লোগান:- "আমি স্ব ভাব এবং আমার ভাব" এ হলো দেহবোধের দ্বার। এখন এই দ্বারকে বন্ধ করো।*

০৯-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- এই যোগবলের দ্বারা তোমরা কি এমন আশ্চর্য বিষয় করে দেখাতে পারো?

উত্তর:- এই যোগবলের দ্বারা তোমরা তোমাদের সব কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো। যোগবল ছাড়া তোমরা পবিত্র হতে পারবে না। যোগবলের দ্বারাই সমগ্র সৃষ্টি পবিত্র হবে। এইজন্য পবিত্র হওয়ার জন্য বা ভোজনকে শুদ্ধ বানানোর জন্য স্মরণের যাত্রায় থাকো। যুক্তি সহকারে চলো। সকলের সঙ্গে নম্রতার সাথে ব্যবহার করো।

ওম্ শান্তি আধ্যাত্মিক বাবা তাঁর আধ্যাত্মিক বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। দুনিয়াতে কারোরই এ বিষয়ে জানা নেই যে, আধ্যাত্মিক বাবা এসে স্বর্গের বা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা কিভাবে করছেন। কেউই জানে না। তোমরা বাবার কাছে কোনও কিছু চাইতে পারো না। বাবা সবকিছুই বুঝিয়ে দেন। বাবাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই, সবকিছু বাবা নিজেই বুঝিয়ে দেন। বাবা বলছেন যে, আমাদের প্রতি কল্পে এই ভারত খন্ডে এসে কি করতে হবে, সেটা আমি জানি, তোমরা জানো না। বাবা প্রতিদিন তোমাদের বোঝাতে থাকেন। কেউ যদি কোনও কিছু জিজ্ঞাসাও না করে, তবুও সবকিছুই আমি বুঝিয়ে দিই। বাচ্চারা কখনো কখনো জিজ্ঞাসা করে যে, বাবা - খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। এখন এটা তো হল বোঝার বিষয়। বাবা বলে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক বিষয়ে যোগবলের দ্বারা কাজ সফল করে। স্মরণের যাত্রার দ্বারাই কাজ সফল হবে আর যদি কোথাও যাও, তো মুখ্য কথাই হল বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। অন্য কোনও আসুরিক কাজ করো না। আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, তিনি হলেন সকলের পিতা, তিনি সকলের জন্য এই একই শিক্ষা প্রদান করেন। বাবা শিক্ষা দিচ্ছেন যে - বাচ্চারা স্বর্গের মালিক হতে হবে। রাজাদের মধ্যেও তো পদের ব্যবধান থাকে, তাই না ! প্রত্যেকের পুরুষার্থ অনুসারে পদ প্রাপ্ত হয়। বাচ্চাদেরকেই পুরুষার্থ করতে হয় আর বাচ্চাদেরকেই প্রালব্ধ ভোগ করতে হয়। পুরুষার্থ করানোর জন্য বাবা আসেন। তোমাদের কিছুই জানা ছিল না যে, বাবা কবে আসেন, এসে কি করেন, কোথায় নিয়ে যান। বাবা-ই এসে বোঝাচ্ছেন, ডামার প্ল্যান অনুসারে তোমরা কোথা থেকে পড়ে গেছো ? একদম উঁচু চূড়া থেকে। বুদ্ধিতে ছিলোই না যে, আমি কে ? এখন অনুভব করতে পারো, তাই না ! তোমাদের স্বপ্নেতেও ছিলনা যে, বাবা এসে কী করেন। তোমরা কিছুই জানতে না। এখন বাবাকে প্রাপ্ত করেছে, তাই বুঝতে পেরেছ যে, এইরকম বাবার কাছে তো সবকিছু সমর্পিত করে দিতে হয়। যেরকম পতিব্রতা স্ত্রী তার পতির কাছে সবকিছু সমর্পিত করে দেয়, এমনকি চিতার উপরেও চড়ে ভয় পায় না। কতো সাহসী হয়! আগে তো পতির অঙ্গল চিতার উপর অনেক স্ত্রী নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিত। এখানে তো বাবা তো এইরকম কোনও কষ্ট দেন না। যদিও নাম দিয়েছেন জ্ঞান চিতা, কিন্তু এখানে অগ্নি-পুড়ে যাওয়ার কোনও কথা নেই। বাবা এত সহজ করে বুঝিয়ে দেন যে, যেন মাখন থেকে চুলকে অপসারিত করার মত মনে হয়। বাচ্চারা বুঝতে পেরেছে যে, বরাবর জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথার উপর আছে। কোনও এক অজামিলের কথা বলা হয়নি, প্রত্যেক মানুষ এক-পরস্পরের থেকে অল্পবিস্তর অজামিল। মানুষের কি মনে আছে যে, অতীত জন্মে সে কি কি করে এসেছে। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ যে, পাপই করে এসেছি। বাস্তবে পুণ্য আত্মা একজনও নেই। সবাই হল পাপাত্মা। পুণ্য করলে, তবে তো পুণ্যাত্মা হওয়া যায়। পুণ্য আত্মা হয় সত্য যুগে। কেউ যদি হাসপাতাল আদি তৈরী করে, তো তাতে কি হবে! সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অল্প একটু রক্ষা পাবে। কিন্তু উল্লিতি কলা তো হবে না। নামতেই থাকবে। এই বাবা তো হলেন এতই মিষ্টি, যাঁর উপর বলা যায়, বেঁচে থেকেই আত্ম-উৎসর্গ করে দেওয়া উচিত, কেননা তিনি হলেন পতিদের পতি, বাবারও বাবা, সবথেকে উঁচু।

বাচ্চাদেরকে এখন বাবা জাগ্রত করছেন। এইরকম বাবা, যিনি স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছেন, তিনি কতই না সাধারণ। শুরুতে বাচ্চারা যখন রোগাগ্রস্ত হয়ে পড়তো, তখন বাবা নিজে তাদেরকে সেবা করতেন। তাঁর মধ্যে অল্প একটুও অহংকার নেই। বাপ-দাদা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। তিনি বলতেন যেরকম কর্ম আমি এদেরকে দিয়ে করাবো বা করবো...। বাপ-দাদা যেন এক হয়ে যেতেন। কিছুই বোঝা যেত না যে, বাবা সেবা করতেন নাকি দাদা সেবা করতেন। কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতি বাবা-ই বসে বোঝাচ্ছেন। বাবা হলেন অনেক উঁচু। মায়ারও অনেক প্রভাব থাকে। ঈশ্বর বাবা বলেন - এরকম করো না, তবুও মানে না। ভগবান বলছেন - মিষ্টি বাচ্চারা, এই কাজ করবে না, তবুও উল্টোপাল্টা কাজ করে ফেলে। উল্টো কাজ করার ক্ষেত্রেই তো বারণ করবেন, তাই না! কিন্তু মায়াও হল খুব প্রবল। ভুল করেও বাবাকে

কখনো ভুলে যেও না। যদি বাবা তোমাদেরকে প্রহারও করেন, বা যা কিছু করেন, তবুও বাবাকে ভুলে যেও না। বাবা এইরকম কিছুই করেন না, তবুও চুড়ান্ত সময়ের জন্য বলা হয়েছে। গানও আছে যে- তোমার দুয়ার কখনো ছাড়বো না। তুমি যা কিছুই বলা না কেন! বাইরে রাখাই বা কি আছে? বুদ্ধিও বলে যে যাব কোথায়? বাবা স্বর্গের রাজত্ব দিচ্ছেন, এ সুযোগ আর কখনও পাওয়া যাবে না। এরকম নয় যে অন্যান্য জন্মেও এই সুযোগ প্রাপ্ত হবে। না। এই পারলৌকিক বাবা, যিনি তোমাদেরকে অসীম জগতের সুখধামের মালিক বানাচ্ছেন। বাচ্চাদেরকে দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে। তার জন্য বাবা শ্রীমৎ দিচ্ছেন। নিজের পুলিশ আদির চাকরিও করতে হবে, না হলে তো চাকরি থেকে বের করে দেবে। নিজের কাজ তো করতেই হবে, চোখ রাঙাতেও হবে। যতটা সম্ভব হয়, প্রেমপূর্ণভাবে কাজ করো, না হলে তো যুক্তি-সঙ্গত ভাবে চোখ দেখাও। হাত চালিও না। বাবার তো অসংখ্য বাচ্চা আছে। বাবাকেও বাচ্চাদের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়, তাইনা! মূল কথা হলো পবিত্র থাকা। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা আমাকে ডেকেছিলে, তাই না - হে পতিত পাবন এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝতে না। তোমরা যখন আহ্বান করতে তো তোমরা অবশ্যই পতিত ছিলে। না হলে তো আহ্বান করার দরকারই ছিল না। পূজা করারও দরকারই ছিলনা। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, তোমাদের অবলাদের উপর অনেক অত্যাচার হয়, সহ্য করতেই হয়। যুক্তিও অনেক বোঝাতে থাকেন। অত্যন্ত নম্রতার সাথে ব্যবহার করো। (পতিক) বলা যে - “তুমি তো হলে ভগবান, পুনরায় এইসব কেন প্রার্থনা করছো? গাটছড়া বাঁধার সময় বলেছিলে যে - আমি তোমার পতি-ঈশ্বর-গুরু সবকিছুই, এখন আমি পবিত্র থাকতে চাই, তাহলে তুমি কেন আমাকে বাঁধা দিচ্ছ ? ভগবানকে তো পতিত-পাবন বলা যায়, তাই না! তুমি নিজেই পবিত্রতার রচয়িতা হয়ে যাও।” এইরকম ভালোবাসার সাথে নম্রতার ভাবনা দিয়ে কথা বলতে হবে। সে যদি ক্রোধ করে, তো তার উপর ফুলের বর্ষা করো। যদি সে আঘাতও করে, পরে কিন্তু অনুশোচনাও করবে। মদ্যপান করলে যেমন অনেক নেশা চড়ে যায়। নিজেকে রাজা মনে করে। এই বিষ হল এমনই জিনিস যে সে কথা জিজ্ঞাসা ক’রো না। অনুশোচনাও করে কিন্তু অভ্যাস পড়ে গেছে, তাই সেটা কাটতে চায় না। এক-দুইবার বিকারে গেলেই নেশা চড়ে যায়, ব্যস্ নিচের দিকে নামতেই থাকে। যেরকম নেশার জিনিস খুশির সাথে গ্রহণ করে, বিকারও হল এই রকম। এখানে আবার অনেক পরিশ্রম করতে হয়। যোগবল ছাড়া কোনও কর্মেন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এটাই হল যোগবলের কামাল, তাই তো এই রাজযোগের নাম সুপরিচিত, বিদেশ থেকেও এখানে আসে যোগ শেখার জন্য। শান্তিতে বসে থাকে। ঘর-বাড়ি থেকে দূর হয়ে যায়। সেটা তো হল অর্ধেক অল্পের জন্য কৃত্রিম শান্তি। কারোরই সত্যিকারের শান্তির সম্বন্ধে জানা নেই। বাবা বলেন যে, বাচ্চারা! তোমাদের স্বধর্মই হল শান্ত, এই শরীরের দ্বারা তোমরা কর্ম করছো। যতক্ষণ না আত্মা শরীর ধারণ না করে, ততক্ষণ আত্মা শান্ত থাকে। তারপর কোথাও না কোথাও গিয়ে প্রবেশ করে। এখানে তো আবার কেউ কেউ সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারাও ধাক্কা খেতে থাকে। সেটা তো ছায়া শরীর হয়, কেউ কেউ আবার দুঃখদায়ী হয়ে থাকে, কেউ আবার ভালও হয়, এখানেও কেউ কেউ ভালো মানুষ হয়ে থাকে, যারা কাউকে কখনো দুঃখ দেয় না। আবার কেউ তো অনেক দুঃখ দিয়ে থাকে। কেউ আবার যেরকম সাধু মহাত্মাদের মত হয়ে থাকে।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে, মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা! তোমরা ৫ হাজার বছর পর পুনরায় আমার সাথে মিলন করতে এসেছ। কি নেওয়ার জন্য এসেছ ? বাবা বলে দিয়েছেন যে - তোমরা কি প্রাপ্ত করতে চলেছো। বাবা আপনার থেকে আমরা কি প্রাপ্ত করব - এইসব প্রশ্নই নেই। আপনি তো হলেনই হেভেনলি গডফাদার। নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। তো অবশ্যই আপনার থেকে বিশ্বের রাজপদ প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন যে, অল্প কিছু জ্ঞানও যদি বুঝে যায়, তাহলেও স্বর্গে অবশ্যই আসবে। আমি স্বর্গের স্থাপনা করতে এসেছি। ভগবান আর প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সবথেকে বড় ব্যক্তিস্বের অধিকারী। তোমরা জানো যে বিষ্ণু কে ? আর কারোরই এ বিষয়ে জানা নেই। তোমরা তো বলবে যে আমরা হলাম ঐনার বংশধর, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তো সত্যযুগে রাজত্ব করে থাকেন। এই চক্র আদি বাস্তবে বিষ্ণুর জন্য নয়। এই অলংকার হলো আমাদের ব্রাহ্মণদের জন্য। এখন এটাই হল জ্ঞান। সত্যযুগে কি এইরকম বোঝানো হবে! এরকম কথা বলার শক্তি কারোর মধ্যেই নেই। তোমরাই এখন এই ৮৪ জন্মের চক্রের কথা জানো। এর অর্থ কেউ বুঝতে পারে না। বাচ্চাদেরকে বাবা বুঝিয়েছেন। বাচ্চারা বুঝে গেছে, আমাদের তো এখন এই অলংকার শোভা পায় না। আমরা এখন শিক্ষা গ্রহণ করছি। পুরুষার্থ করছি। পুনরায় এইরকম (বিষ্ণুসম) তৈরী হয়ে যাব। স্বদর্শনচক্র ঘোরাতে ঘোরাতে আমরা দেবতা হয়ে যাব। স্বদর্শন চক্র অর্থাৎ রচয়িতা আর রচনার আদি মধ্য অন্তকে জানা। সমগ্র দুনিয়াতে কেউই এটা বোঝাতে পারবে না যে, এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়। বাবা কত সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন - এই চক্রের আশু তো এত বড় হতে পারে না। মানুষেরই আদম সুমারী শোনানো হয়ে থাকে যে, এত মানুষ আছে। এরকম কি বলা হয় যে, কচ্ছপ কতগুলি আছে, মৎস আদি কতগুলি আছে! মানুষেরই কথা বলা হয়ে থাকে। তোমাদের কাছেও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, বাবা সবকিছুরই যুক্তি

সঙ্গত উত্তর বলে দেন। শুধুমাত্র সেইসব কথাগুলির উপর মনঃসংযোগ করতে হবে।

বাবা বুঝিয়েছেন যে, যোগবলের দ্বারা যদি তোমরা সৃষ্টিকে পবিত্র বানাতে পারো, তাহলে কি যোগবলের দ্বারা খাদ্যকে শুদ্ধ করতে পারবে না? আচ্ছা, তোমরা তো এরকম হয়েই গেছ। কিন্তু কাউকে কি নিজের সমান বানাতে পেরেছ? *এখন বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পেরেছ যে, বাবা এসেছেন স্বর্গের রাজস্ব পুনরায় দেওয়ার জন্য। তাই এই রাজস্বকে প্রত্যাহার করো না। বিশ্বের রাজস্ব প্রত্যাহার করলে তো সবশেষ। তাহলে প্রত্যাহারের (নোংরা ফেলার) পাত্রে গিয়ে পড়বে। এখন সমগ্র দুনিয়াই হল নোংরা ফেলার পাত্র। তাই একে নোংরাই বলা যাবে। দুনিয়ার অবস্থা দেখো কিরকম হয়ে গেছে* । তোমরা তো জানো যে, আমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। এসব কথা কারো জানাই নেই যে, সত্য যুগে একটাই রাজ্য ছিল, তারা মানবে না। নিজেদের অহংকার-বোধ থাকে, তাই তারা একটুও শুনতে চায় না, বলে দেয় যে এসব হল আপনাদের কল্পনা। কল্পনার দ্বারাই এই শরীর আদি তৈরি হয়েছে। অর্থ কিছুই বুঝতে পারেনা। ব্যস এটা হল ঈশ্বরের কল্পনা, ঈশ্বর যেটা চান, সেটাই হয়, এসব হল তাঁর খেলা। এরকম কথা বলতে থাকে, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করো না! বাচ্চারা এখন তোমরা জেনে গেছ যে বাবা এসে গেছেন। বৃদ্ধা মাতারাও বলে যে - বাবা প্রত্যেক ৫ হ বছর পর আমরা আপনার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। আমরা এখন এসেছি স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। তোমরা জেনে গেছ যে, সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীর নিজের নিজের পার্ট আছে। একজনের পার্ট অন্যের সাথে মিলবে না। তোমরা পুনরায় এই নাম রূপে এসে, এই সময় বাবার থেকে অবিদ্যার উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করবে। কতো অপরিমিত উপার্জন। যদিও বাবা বলেন যে, অল্প কিছু শুনলেও স্বর্গে আসতে পারবে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ তো পুরুষার্থ করে উঁচু হওয়ার জন্যই, তাই না! তাই পুরুষার্থ হল ফার্স্ট। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) যেরকম বাবা বাচ্চাদের সেবা করেন, কোনও অহংকার নেই, এইরকম ফলো ফাদার করতে হবে। বাবার শ্রীমতে চলে বিশ্বের রাজপদ প্রাপ্ত করতে হবে। প্রত্যাহার ক'রো না।

২) বাবারও বাবা, পতিদেরও পতি, যিনি হলেন সবার থেকে উঁচু এবং মিষ্টি, তাঁর প্রতি বেঁচে থেকেও নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে হবে। জ্ঞান চিতার উপর বসতে হবে। ভুলেও কখনো বাবাকে ভুলে গিয়ে উল্টো-পাল্টা কাজ করো না।

বরদানঃ- মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়ে জ্ঞানের গভীরে গিয়ে অনুভব রূপী রঞ্জের দ্বারা সম্পন্ন ভব*

ব্যখ্যা :- যে বাচ্চারা জ্ঞানের গভীরে যায়, তারা অনুভব রূপী রঞ্জের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যায়। এক হল জ্ঞান শোনা আর শোনানো, দ্বিতীয় হল অনুভাবী মূর্তি হওয়া। অনুভাবী সর্বদা অবিদ্যার আঁশে আঁশে নিবিষ্ট থাকে। তাদেরকে কেউ স্থান চ্যুত করতে পারে না। অনুভাবীর কাছে মায়ার কোনও চেষ্টাই সফল হয় না। অনুভাবী কখনো ধোঁকা খায় না। এইজন্য অনুভবের খাজানাকে বৃদ্ধি করে প্রত্যেক গুণের অনুভাবী মূর্তি হও। মনন শক্তির দ্বারা শুদ্ধ সংকল্পের স্টক জমা করো।

স্লোগানঃ- ফরিস্তা সে, যে দেহের সূক্ষ্ম অভিমানের সম্বন্ধের থেকেও পৃথক থাকে।*

১০-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্নঃ - তোমাদের সত্যের নৌকো ঝড়ের সম্মুখীন হয় কেন ?

উত্তরঃ - কারণ এই সময় আর্টিফিশিয়াল অনেক আছে। কেউ নিজেকে ভগবান বলে, কেউ ঋদ্ধি সিদ্ধি করে দেখায়, তাই মানুষ সত্যকে পরখ করতে পারে না। সত্যের নৌকোকে দোলাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তোমরা জানো যে, আমাদের সত্যের নৌকো কখনও ডুবতে পারে না। আজ যারা বিদ্বান সৃষ্টি করছে, তারা-ই কাল বুম্বে সদগতির পথ এখানেই প্রাপ্ত হবে। সকলের এটাই হলো একটি মাত্র হাট।

ওম্ শান্তি। আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি অথবা আত্মাদের প্রতি কারণ আত্মা-ই শোনে কান দিয়ে। আত্মাতেই ধারণ হয়। বাবার আত্মায়ও জ্ঞান ভরা আছে। বাচ্চাদের এই জন্মেই আত্মা অভিমানী হতে হবে। ভক্তি মার্গের ৬৩ জন্ম, দ্বাপর যুগ থেকে তোমরা দেহ-অভিমাণে থাকো। আত্মা কি, সে কথা জানা থাকে না। আত্মা আছে নিশ্চয়ই। আত্মা-ই শরীরে প্রবেশ করে। দুঃখও হয় আত্মার। বলাও হয় পতিত আত্মা, পবিত্র আত্মা। পতিত পরমাত্মা কখনও শোনো নি। সর্বজনের মধ্যে যদি পরমাত্মার বাস হয় তবে তো পতিত পরমাত্মা হয়ে যাবে। অতএব মুখ্য কথা হলো আত্মা-অভিমানী হওয়া। আত্মা খুব সূক্ষ্ম, তাতে কীভাবে পাট ভরা আছে, এই কথা কেউ জানেনা। তোমরা তো নতুন কথা শুনছো। এই স্মরণের যাত্রাও বাবা নিজে শেখান, আর কেউ শেখাতে পারে না। পরিশ্রমও আছে এতে অনেক। ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে আত্মা অনুভব করতে হবে। যেমন দেখো এই ইমার্জেন্সি লাইট এসেছে, যা ব্যাটারি দিয়ে জ্বলে। যাকে চার্জ করতে হয়। বাবা হলেন সবচেয়ে বড় পাওয়ার। আত্মা তো অনেক আছে। সবাইকে ওই পাওয়ার দিয়ে ভরপুর করতে হবে। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। আমরা আত্মা, আমরা তাঁর সঙ্গে যোগ যুক্ত না হলে ব্যাটারি চার্জ হবে কীভাবে? সম্পূর্ণ কল্প লাগে ডিসচার্জ হতে। এখন আবার ব্যাটারি চার্জ করতে হবে। বাচ্চারা বুঝেছে আমাদের ব্যাটারি ডিসচার্জ হয়ে গেছে, এখন আবার চার্জ করতে হবে। কীভাবে? বাবা বলেন আমার সাথে যোগযুক্ত হও। এ হলো খুবই সহজ বোধগম্য কথা। বাবা বলেন, আমার সঙ্গে বুদ্ধি যোগ লাগাও তাহলে তোমাদের আত্মায় পাওয়ার ভরে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। পড়াশোনা হলো উপার্জন। স্মরণের দ্বারা তোমরা পবিত্র হও। আয়ু বৃদ্ধি পায়। ব্যাটারি চার্জ হয়। প্রত্যেককে দেখতে হবে - বাবাকে কতখানি স্মরণ করি। বাবাকে ভুলে গেলেই ব্যাটারি ডিসচার্জ হয়, কারো প্রকৃত সত্য কানেকশন নেই। প্রকৃত কানেকশন একমাত্র বাচ্চারা তোমাদেরই আছে। বাবাকে স্মরণ না করলে জ্যোতি জাগ্রত হবে কীভাবে? জ্ঞানও একমাত্র বাবা-ই প্রদান করেন।

তোমরা জানো জ্ঞান হল দিন, ভক্তি হল রাত। রাত থেকে হয় বৈরাগ্য, তারপরে দিন শুরু হয়। বাবা বলেন রাত-কে ভুলে যাও, এখন দিন-কে স্মরণ করো। স্বর্গ হল দিন, নরক হল রাত। তোমরা বাচ্চারা এখন চৈতন্য রূপে আছো, এই শরীর তো হল বিনাশী। মাটির তৈরি, মাটিতে মিশে যায়। আত্মা তো হল অবিনাশী, তাইনা। যদিও ব্যাটারি ডিসচার্জ হয়। এখন তোমরা অত্যন্ত বোধযুক্ত, বুদ্ধিমান হয়েছো। তোমাদের বুদ্ধি চলে যায় আত্মাদের ঘরে অর্থাৎ পরমধামে। সেখান থেকে আমরা এসেছি। এখানে সূক্ষ্ম বতনের কথা তো জেনেছো। সেখানে চতুর্ভূজ বিষ্ণুকে দেখানো হয়। এখানে তো ৪ ভূজ হয় না। এই কথাটি কারো বুদ্ধিতে থাকবে না যে ব্রহ্মা-সরস্বতী পরে লক্ষ্মী-নারায়ণে পরিণত হন, তাই ৪ টি ভূজ প্রদান করা হয়েছে। বাবা ব্যতীত কেউ বোঝাতে পারে না। আত্মার মধ্যেই সংস্কার ভরা থাকে। আত্মা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়। আত্মারা বাবাকে আহবান করে - ও বাবা আমাদের আত্মা রূপী ব্যাটারি ডিসচার্জ হয়েছে এখন এসো, আমাদের চার্জ হতে হবে। এখন বাবা বলেন - যত স্মরণ করবে ততই শক্তি বৃদ্ধি হবে। বাবার সঙ্গে গভীর ভালোবাসা থাকা উচিত। বাবা আমরা তোমার, তোমার সঙ্গে ঘরে অর্থাৎ পরমধাম ফিরে যাব। যেমন পিতৃগৃহ থেকে শ্বশুরগৃহের আত্মীয়স্বজনরা এসে নিয়ে যায়, তাইনা। এখানে তোমরা দুই জন পিতাকে পেয়েছো, তোমাদের শৃঙ্গার (জ্ঞান আর গুণে সুসজ্জিত করানো) করান। শৃঙ্গার ভালো হওয়া উচিত অর্থাৎ সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমার মধ্যে কোনো অবগুণ নেই তো। মনে যতই ঝড় উঠুক, কর্মে সেরকম কিছু করি না তো? কাউকে দুঃখ দিচ্ছি না তো? বাবা হলেন দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা। আমরাও সবাইকে সুখের পথ বলি। বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। তোমরা তো হলে সৈন্য। তোমাদের নাম-ই হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, যে ভিতরে আসবে তাকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করো কোথা থেকে আসছো? কার কাছে এসেছো? তারা বলবে আমরা বি.কে.দের কাছে এসেছি। আত্মা, ব্রহ্মা কে? প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম কখনও শুনেছো? হ্যাঁ তোমরা তো হলে অবশ্যই প্রজাপিতার সন্তান। প্রজা তো সবাই, তাইনা। তোমাদের প্রকৃত পিতা আছেন, সেই কথাটি শুধু

তোমরা জানো না। ব্রহ্মাও হলেন কারো সন্তান, তাইনা। চিত্রে ওনার পিতার কোনো দেহরূপ তো দেখা যায় না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর এই তিন দেবের উপরে হলেন শিববাবা। ত্রিমূর্তি শিব বলা হয় তিনজনের রচয়িতা। উপরে হলেন একমাত্র শিববাবা, তারপরে হলেন তিন। যেমন বংশলতা হয় না ! ব্রহ্মার পিতা অবশ্যই ভগবান হবেন। উনি হলেন আত্মাদের পিতা। আত্মা, তাহলে ব্রহ্মা কোথা থেকে এসেছেন। বাবা বলেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে, এনার নাম রাখি ব্রহ্মা। তোমরা বাচ্চারা, তোমাদের নাম রেখেছি, তেমন এনারও নাম রাখি ব্রহ্মা। তিনি বলেন আমার এই জন্ম হলো দিব্য অলৌকিক জন্ম। বাচ্চারা, তোমাদের তো অ্যাডস্ট করি। কিন্তু এনার মধ্যে প্রবেশ করি তারপরে তোমাদের জ্ঞান শোনাই, তাই ইনি হলেন বাপ-দাদা (শিববাবা ও ব্রহ্মাবাবা একত্রে)। যার মধ্যে প্রবেশ করি তার আত্মাও তো আছে, তাইনা। তার পাশে এসে বসি। দুই আত্মার পাট তো এখানে খুবই সচল। *আত্মাকে আমন্ত্রণ করা হয় তো আত্মা এসে কোথায় বসবে। নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের পাশে এসে বসবে*। ইনিও হলেন একত্রে দুই আত্মা শিববাবা ও ব্রহ্মাবাবা (বাপ এবং দাদা)। ব্রহ্মাবাবার উদ্দেশ্যে শিববাবা বলেন - নিজের জন্ম কাহিনী জানো না। তোমাদেরও বলেন তোমরাও নিজের জন্মের কাহিনী জানতে না। এখন স্মরণে এসেছে কল্প-কল্প ৮৪-র চক্র পরিক্রমা করেছে, তারপরে ফিরে যাই। এ হল সঙ্গমযুগ। এখন ট্রান্সফার হচ্ছে। যোগের দ্বারা তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে, ব্যাটারি চার্জ হয়ে যাবে। তারপরে সত্যযুগে আসবে। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র আবর্তিত হয়। ডিটোলে তো যাওয়া সম্ভব নয়। বৃষ্কেরও আয়ু হয়, যা পরে শুকিয়ে যায়। এখানেও সব মানুষ যেন শুকিয়ে গেছে। সবাই একে অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে। এখন সবার শরীর শেষ হয়ে যাবে। বাকি আত্মারা চলে যাবে। এই জ্ঞান বাবা ব্যতীত অন্য কেউ প্রদান করতে পারে না। বাবা স্বয়ং বিশ্বের বাদশাহী প্রদান করেন, তাঁকে কতখানি স্মরণ করা উচিত। স্মরণে না থাকলে মায়ার চড় লাগে। সবচেয়ে কঠিন চড় হল বিকারের। তোমরা ব্রাহ্মণরাই তো যুদ্ধের ময়দানে আছো, তাই তোমাদের সামনেই ঝড় আসবে। কিন্তু কোনও বিকর্ম করবে না। কোনোরকম বিকর্ম করেছে মানে পরাজিত হয়েছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করে কাজ করতে হয়। সন্তানেরা বিরক্ত করলে লৌকিক বাবাদের রাগ অনুভূত হয়। বাচ্চাদের ভালো ভাবে মানুষ না করলে খারাপ হয়ে যাবে। চেষ্টা করো যাতে চড় না মারতে হয়। কৃষ্ণের জন্যে দেখানো হয় হামাল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। দড়ি দিয়ে বাঁধো, খাবার দিও না। কাল্লা কাটি করে শেষে বলবে আর করবনা। কিন্তু বাচ্চা তো, আবার করবেই, ভালো শিক্ষা দিতে হবে। বাবাও বাচ্চাদের শিক্ষা দেন - বাচ্চারা, কখনও বিকারগ্রস্ত হবে না, কুল কলঙ্কিত করবে না। লৌকিকেও কুপুত্র হলে মা-বাবা বলে - এইসব কি কুকর্ম করছো। কুল কলঙ্কিত করছো। হার-জিত, জিত-হার, এই রকম হতে-হতে শেষে জিত হবেই। সত্যের নৌকো, ঝড় তো অনেক আসবে কারণ আর্টিফিশিয়াল অনেক কিছু বেরিয়েছে। কেউ নিজেকে ভগবান বলছে, কেউ অন্য কিছু। ঋদ্ধি-সিদ্ধি করে অনেক কিছু দেখায়। সাক্ষাৎকারও করায়। বাবা তো আসেন কেবল সর্বজনের সদগতি করতে। তারপরে এই জঙ্গলও থাকবে না, আর জঙ্গলের বাসিন্দাও থাকবে না। এখন তোমরা হলে সঙ্গম যুগে, তোমরা জানো যে এই পুরানো দুনিয়া কবরখানায় পরিণত হয়েছে। কেউ মৃতদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে না, এই দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে। বিনাশ তো হবেই। বাবা তখনই আসেন যখন নতুন দুনিয়াটি পুরানো হয়। বাবাকে ভালো ভাবে স্মরণ করলে ব্যাটারি চার্জ হবে। অনেকেই যদিও ক্লাস খুব ভালো করায়। কিন্তু স্মরণের তীব্রতা না থাকলে তেমন শক্তি থাকে না। ধার যুক্ত তলোয়ার নয়। বাবা বলেন, এই কথা নতুন নয়। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এসেছিলাম। বাবা জিজ্ঞাসা করেন এর আগে কবে দেখা হয়েছিলো ? বাচ্চারা তখন বলে কল্প পূর্বেও দেখা হয়েছিলো। কেউ বলে ড্রামা নিজেই সব পুরুষার্থ করিয়ে নেবে। আত্মা, এখন ড্রামা পুরুষার্থ করাচ্ছে তাইনা, তাহলে করো। এক জায়গায় বসলে চলবে না। যারা কল্প পূর্বে পুরুষার্থ করেছিলো, তারা-ই করবে। এখনও পর্যন্ত যারা আসেনি তারা আসবে। যারা জ্ঞানে চলতে চলতে পালিয়ে গেছে, বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তাদেরও ড্রামাতে পাট থাকলে আবার পুরুষার্থ করবে, যাবে আর কোথায়। বাবার কাছেই সবাইকে আসতে হবে। লেখা আছে ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদিকেও শেষ কালে আসতে হয়। এখন তো অনেক অহংকার, তাদের সব অহংকার পুরো হবে। তোমরাও প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এসে পাট প্লে করো, রাজস্ব নাও, তারপরে হারাও। প্রতিদিন সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ভারতবাসী যারা বিশেষ করে দেবী-দেবতাদের পূজারী, তাদের বোঝাতে হবে সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের ধর্ম ছিলো তাই তাঁদের পূজা করে। খ্রিস্টানরা ক্রাইস্টের মহিমা করে, আমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের মহিমা করি। সেই ধর্ম কে স্থাপন করেছে। তারা ভাবে কৃষ্ণ করেছে তাই কৃষ্ণের পূজা করতে থাকে। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে। অনেকে অনেক রকম ভাবে পরিশ্রম করে। দেখানো হয় গোবর্ধন পর্বত আঙুলে তুলেছে। এখন এই দুনিয়া হলো পুরানো, প্রতিটি বস্তু শক্তিহীন হয়েছে। খনি থেকে সোনা বের হয় না, স্বর্গে তো সোনার মহল থাকে, এখন তো গভর্নমেন্টও বিরক্ত হয়। কারণ ঋণ দিতে হয়। স্বর্গে তো অপার ধনরাশি থাকে। দেওয়ালগুলি হীরে জহরত দিয়ে তৈরি থাকে। হীরে জড়িত দেওয়ালের শখ থাকে। সেখানে অপার ধন থাকে। কারুনের খাজানা থাকে। আল্লাহ অবলদীনের (আলিবাবা আর আশ্চর্য প্রদীপ) একটি নাটক দেখানো হয়। তুড়ি দিলেই মহল তৈরি হয়ে যায়। এখানে দিব্য-দৃষ্টি প্রাপ্ত হলে স্বর্গে চলে যায়। সেখানে প্রিন্স - প্রিন্সেসদের কাছে মুরলী ইত্যাদি সবই হীরে দিয়ে তৈরি থাকে। এখানে এমন দামী জিনিস পরে বসে থাকলে লুটে নেবে। ছুরি দিয়ে আঘাত করে নিয়ে

যাবে। স্বর্গে সে'রকম কোনো কিছুই নেই। এই দুনিয়া হল খুবই পুরানো এবং নোংরা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের দুনিয়া তো বাঃ বাঃ দুনিয়া ছিলো। হীরে-জহরতের মহল ছিলো। একার তো থাকবে না, তাইনা। তারই নাম ছিলো স্বর্গ, তোমরা জানো আমরা যথাযথভাবে স্বর্গের মালিক ছিলাম। আমরাই এই সোমনাথের মন্দির নির্মাণ করেছিলাম। এই কথা তো বুঝেছো - আমরা কেমন ছিলাম তারপরে ভক্তি মার্গে কীভাবে মন্দির বানিয়ে পূজা করেছি। নিজের ৮৪ জন্মের কাহিনীর স্তোন প্রতিটি আত্মার আছে। অনেক হীরে-জহরত ছিল, সেসব কোথায়। ধীরে-ধীরে সব শেষ হয়েছে। মুসলমান এসে যা কিছু লুটে নিয়ে গেছে সব হীরে নিয়ে গিয়ে কবরে লাগিয়েছে, তাজ মহল ইত্যাদি বানিয়েছে। তারপরে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সেখান থেকে খোদাই করে নিয়ে গেছে। এখন তো কিছুই নেই। ভারত এখন বেগার, ঋণ নিতেই থাকে। আনাজ, চিনি ইত্যাদি কিছু পাওয়া যায় না। এখন বিশ্বকে বদলাতে হবে। কিন্তু তার আগে আত্মার ব্যাটারি সতোপ্রধান করার জন্য চার্জ করতে হবে। বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। বুদ্ধির যোগ যেন বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকে, কারণ তাঁর কাছেই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এতেই মায়ার যুদ্ধ হয়। পূর্বে তোমরা এইসব কথা বুঝতে না। অন্যরা যেমন তোমরাও তেমন ছিলে। তোমরা এখন হলে সঙ্গমযুগী অন্যরা সবাই হলো কলিযুগী। মানুষ বলবে এরা যা ইচ্ছে তাই বলে। কিন্তু বোঝানোর যুক্তি চাই। ধীরে-ধীরে তোমাদের বুদ্ধি হবে। এখন বাবা বিশাল ইউনিভার্সিটি খুলছেন। এখানে বোঝানোর জন্য চিত্র ইত্যাদি তো চাই, তাইনা। ভবিষ্যতে তোমাদের কাছে এই সব চিত্র গুলি ট্রান্সলাইটের হয়ে যাবে তখন তোমাদের বোঝাতে সহজ বোধ হবে।

তোমরা জানো আমরা নিজের বাদশাহী পুনরায় স্থাপন করছি, বাবার স্মরণ এবং স্তোনের দ্বারা। মায়া মাঝখানে এসে খুব ধোঁকা দেয়। বাবা বলেন ধোঁকা থেকে সাবধান থাকবে। যুক্তি অনেক বলে দেন। মুখে শুধু এইটুকু বলো যে, বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং তোমরা এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাবে। এই ব্যাজ ইত্যাদি ভগবান নিজে তৈরি করেছেন, সুতরাং এর প্রতি অনেক সম্মান থাকা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সর্ব গুণ দিয়ে নিজের শৃঙ্গার করতে হবে, কখনও কাউকে দুঃখ দেবে না। সবাইকে সুখের পথ বলে দিতে হবে।

২) সম্পূর্ণ দুনিয়া কবরখানায় পরিণত হয়েছে, তাই দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হবে না। যেন স্মরণে থাকে যে, এখন আমরা ট্রান্সফার হচ্ছি, আমাদের তো নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে।

বরদান:- প্রবৃত্তি অর্থাৎ গৃহস্থ থেকে "আমার" ভাবকে ত্যাগ করে প্রকৃত সত্য ট্রাস্টি, মায়াজিত ভব*
ব্যাখ্যা: যেমন আবর্জনায় পোকা মাকড় উৎপন্ন হয়, তেমনই যখন "আমার" ভাব উৎপন্ন হয় তখন মায়ার জন্ম হয়। মায়াজিত হওয়ার সহজ পদ্ধতি হলো - নিজেকে সর্বদা ট্রাস্টি ভাবো। ব্রহ্মাকুমার অর্থাৎ ট্রাস্টি, ট্রাস্টির কোনো কিছুতে আসক্তি থাকে না। কারণ "আমার আমার" ভাব থাকে না। নিজেকে গৃহস্থ ভাবলে মায়া আসবে এবং ট্রাস্টি ভাবলে মায়া দূরে চলে যাবে । তাই নির্লিপ্ত হয়ে প্রবৃত্তি বা গৃহস্থের সকল কর্তব্য পালন করো, তাহলে মায়াক্রফ থাকবে।

স্লোগান:- যেখানে অভিমানের ভাব থাকে, সেখানে অপমানের অনুভূতি অবশ্যই থাকে ।*

১১-০৯-২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন: - — বাচ্চারা, তোমাদের প্রভাব কবে অন্যদের প্রভাবিত করবে? এখনও পর্যন্ত কোন্ শক্তি দুর্বল?

উত্তর: - — যখন তোমাদের যোগ শক্তিশালী হবে, তখনই প্রভাব বিস্তার লাভ করবে। এখনও সেই শক্তি হয়নি। স্মরণেই শক্তি বৃদ্ধি হয়ে থাকে। জ্ঞানের তলোয়ারে স্মরণের শক্তি প্রয়োজন, যা এখনও কম। যদি নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে পার তবে তোমাদের নৌকা পার হয়ে যাবে (সব বাধা - বিপত্তি কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া)। এটা সেকেন্ডের বিষয়।

ওম্ শান্তি। আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের আত্মাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। আত্মিক বাবা একজনকেই বলা হয়। বাকি সবাই আত্মা। ওঁনাকে পরম (সর্বশ্রেষ্ঠ) আত্মা বলা হয়। বাবা বলেন আমিও আত্মা, কিন্তু আমি পরম সুপ্রিম এবং সত্য। আমি পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর। বাবা বলেন আমি ভারতেই আসি, বাচ্চাদের বিশ্বের মালিক করে তুলতে। তোমরাই মালিক ছিলে তাইনা। এখন তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে। বাবা বাচ্চাদের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন — তোমরাই সর্বপ্রথম সত্যযুগে এসেছিলে ভূমিকা পালন করতে, ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন সবার পিছনে এসে পড়েছ। তোমরা নিজেকে আত্মা মনে কর। আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনাশী। আত্মাই কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা আত্মাদের সাথে কথা বলে। আত্মা -অভিমানী হয়ে না থাকার কারণই হলো দেহ-অভিমান। আমি আত্মা, এটাই সবাই ভুলে গেছে। বলাও হয় পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা, মহান আত্মা। এরা তো কেউ পরমাত্মা হতে পারে না। কেউ-ই নিজেকে শিব বলতে পারবে না। শরীরের নাম শিব এমনতো অনেকেই আছে। আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে তখনই নামকরণ করা হয়, কেননা শরীর দ্বারাই ভূমিকা পালন করতে হয়। তখনই শরীরের ভান (অহঙ্কার) আসে যে, আমি অমুক। এখন তোমরা বুঝেছ - হ্যাঁ আমি আত্মা, ৮৪ জন্ম ভূমিকা পালন করে এসেছি। এখন আত্মাকে জেনেছি। আমি সতোপ্রধান ছিলাম, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছি। বাবা তখনই আসেন যখন আত্মার মধ্যে মরচে ধরে যায়। যেমন সোনার মধ্যে খাদ পড়ে না! তোমরা প্রথমে খাঁটি সোনা ছিলে, তারপর রৌপ্য, তাম্র এবং লৌহযুগে এসে কালো হয়ে গেছ। এ বিষয়ে আর কেউ-ই বোঝাতে পারবে না। সবাই বলে থাকে আত্মা নির্লেপ (দাগহীন)। খাদ কিভাবে পড়ে তাও বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন। বাবা বলেন আমি ভারতেই আসি। যখন সব তমোপ্রধান হয়ে পড়ে, তখনই আমি আসি। নির্ধারিত সময়েই তিনি আসেন। যেমন ড্রামায় অ্যাকুরেট খেলা চলে না! যে সময়ে যেটা ঘটার ঠিক সেই মুহূর্তেই তার পুনরাবৃত্তি হবে, সেখানে কোনও রকম এদিকে-ওদিক হবে না। এটা হলো অনন্ত ড্রামা। এর গভীরতা বুঝতে হবে। বাবা বলেন ড্রামা অনুসারেই তোমাদের ভূমিকা পালন হয়ে চলেছে। কোনও মানুষই না রচয়িতাকে, না রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে। ঋষি-মুনিরাও নেতি-নেতি করে গেছে। তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে তোমরা কি জানো? তোমরা চট করে উত্তর দিয়ে বলবে, হ্যাঁ জানি। সেটাও তোমরা এখনই জানতে পার আর কখনও পারবে না। বাবা বুঝিয়েছেন আমি রচয়িতা আর রচনার আদি মধ্য-অন্তকে তোমরা এখন জানো। আত্মা, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য কবে হবে? এরা কি জানে? না, জানে না, কারণ ওদের মধ্যে জ্ঞান নেই। অতি চমকপ্রদ বিষয়। তোমরা বলতে পারবে আমাদের মধ্যে জ্ঞান আছে, এসব বিষয় তোমরা বুঝেছ। বাবার ভূমিকা একবারই। তোমাদের এইম অবজেক্টই হলো — লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়া। হয়ে গেলে তো আর পঠন-পাঠনের প্রয়োজন পড়বে না। ব্যারিস্টার হওয়ার ছিল হয়ে গেছে। বাবা যিনি শিক্ষা প্রদান করেন, তাঁকে তো স্মরণ করা উচিত। বাবা তোমাদের সবকিছু সহজ করে দিয়েছেন। বাবা বারংবার তোমাদের বলছেন প্রথমে নিজেকে আত্মা মনে কর, বল আমি বাবার সন্তান। প্রথমে তোমরা নাস্তিক ছিলে, এখন আস্তিক হয়েছ। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও আস্তিক হয়ে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছে, যা তোমরা এখন প্রাপ্ত করতে চলেছ। এখন তোমরা আস্তিক হতে চলেছ। আস্তিক -নাস্তিক শব্দ দুটি এই সময়ের জন্যই প্রযোজ্য। সত্যযুগে এই শব্দ দুটি নেই। জিজ্ঞাসা করারও কোনও প্রয়োজন পড়ে না। এখানে প্রশ্ন ওঠে তবেই তো জিজ্ঞাসা করে — রচয়িতা আর রচনাকে জানো কি? ওরা বলে থাকে জানি না। বাবাই এসে নিজ পরিচয় দেন আর রচনার আদি মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন। তিনি হলেন অনন্ত জগতের রচয়িতা। বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন অন্যান্য ধর্ম স্থাপকরাও এখানে আসে। তোমাদের সাক্ষাত্কার করিয়েছিলাম — ইব্রাহিম, ক্রাইস্ট ইত্যাদি ধর্ম স্থাপকরা কিভাবে আসে। ওরা তো শেষের দিকে আসবে। যখন আসবে চতুর্দিকে সেই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে। বাবা বলেন — বাচ্চারা, দেহ সহ দেহের সব ধর্মকে ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ কর। এখন তোমরা সামনে বসে আছ। নিজেকে দেহ মনে করা উচিত নয়, আমি আত্মা। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে নৌকা তীরে এসে লাগবে। সেকেন্ডের বিষয়।

মুক্তিতে যাওয়ার জন্যই অর্ধকল্প ধরে ভক্তি করে থাকে। কিন্তু কোনও আত্মাই ফিরে যেতে পারে না। ৫ হাজার বছর আগেও বাবা বুঝিয়েছেন এখন আবারও বোঝাচ্ছেন। শ্রী কৃষ্ণ এ বিষয়ে বোঝাতে পারবে না। শ্রী কৃষ্ণকে বাবা বলা যায় না। বাবা হন লৌকিক, অলৌকিক এবং পারলৌকিক। হদের (সীমিত) বাবা লৌকিক, অসীম জগতের বাবা পারলৌকিক, যিনি আত্মাদের পিতা। অন্য জন হলেন সঙ্গম যুগের ওয়াল্ডারফুল বাবা, এনাকে অলৌকিক বলা হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে কেউ স্মরণ করে না। তিনি আমাদের গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার, এটা কারও বুদ্ধিতে আসেনা। বলেও থাকে আদি দেব এডম কিন্তু এটা শুধু বলার জন্যই বলে। মন্দিরেও আদি দেবের চিত্র আছে তাইনা! তোমরা ওখানে গেলে বুঝতে পারবে এ তো আমাদেরই স্মৃতি চিহ্ন। বাবাও বসে আছেন, আমরাও বসে আছি। এখানে বাবা চৈতন্য রূপে বসে আছেন, ওখানে জড় চিত্র রাখা হয়েছে। উপরে স্বর্গও ঠিক আছে। যারা এই মন্দির দেখেছে তারা জানে যে বাবা এখন আমাদের চৈতন্য রূপে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। পরে যার মন্দির নির্মাণ হবে। স্মৃতিতে আসা উচিত যে এই মন্দির আমাদের স্মৃতি চিহ্ন। আমরা এখন লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে চলেছি। পূর্বে ছিলাম, তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছি, এখন আবারও ঘরে গিয়ে রাম রাজ্যে ফিরব। তারপর যখন রাবণ রাজ্য আসবে আমরাও বাম মার্গের পথে নিচে নামব (বিকারের পথে এগিয়ে যাওয়া)।

বাবা কত ভালো ভাবে বুঝিয়ে বলেন — এই সময় সমস্ত মানুষ পতিত সেইজন্যই আহ্বান করে বলে - হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র করে তোল। দুঃখ হরণ করে সুখের পথ বলে দাও। বলেও থাকে ভগবান নিশ্চয়ই কোনো না কোনো রূপ ধরে অবশ্যই আসবেন। কিন্তু কুকুর, বেড়াল, বা নুড়ি পাথরের মধ্যে তো আসবেন না। গাওয়াও হয়ে থাকে ভাগ্যশালী রথে আসবেন। বাবা স্বয়ং বলেন আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করে থাকি। ব্রহ্মাও নিজের জন্ম সম্পর্কে জানে না, তোমরা এখন জেনেছ। এর অনেক জন্মের শেষে যখন বাণপ্রস্থ অবস্থা হয় তখনই আমি প্রবেশ করি। ভক্তি মার্গে পান্ডবদের অনেক বড়ো বড়ো চিত্র তৈরি করা হয়েছে, রেঙ্গুনে বুদ্ধেরও বিশাল চিত্র আছে। এতো বিশাল তো কোনও মানুষের আকৃতি হয় না। বাচ্চাদেরও এখন দেখে হাসি পায়, রাবণের চিত্রও কিভাবে তৈরি হয়েছে। প্রতি বছর এর আকার বৃদ্ধি করে থাকে। এটা কি এমন জিনিস যা প্রতি বছর জ্বালিয়ে আসছে। এমন কোন শত্রু হতে পারে! শত্রুর চিত্রও তৈরি করে জ্বালিয়ে থাকে। আচ্ছা, রাবণ কে? কবে থেকে শত্রু হয়েছে যে প্রতি বছর জ্বালিয়ে আসছে? এই শত্রু সম্পর্কে কারো জানা নেই। এর অর্থও কেউ জানেনা। বাবা বুঝিয়ে বলেন ওরা হলো রাবণ সম্প্রদায় (যারা জ্বালিয়ে আসছে), তোমরা হলে রাম সম্প্রদায় ভুক্ত। এখন বাবা বলছেন— গৃহস্থ পরিবারে থেকেও কমল পুষ্পের মতো হও। আর আমাকে স্মরণ কর। বলে থাকে বাবা হংস আর বক একত্রে কিভাবে থাকতে পারে! থিটমিট লেগেই থাকে। বাবা বলেন - সে তো হবেই, কিন্তু সহ্য করতে হবে। এর মধ্যেও যুক্তি আছে। বাবা হলেন চতুর বিনোদন প্রদান কারী। সবাই ওঁনাকে স্মরণ করে বলে - হে ভগবান দুঃখ হরণ কর, দয়া কর, মুক্তি দাও। মুক্তিদাতা বাবা সবারই একজন। তোমাদের কাছে যে কেউ-ই আসুক না কেন তাদের আলাদা-আলাদা ভাবে বোঝাও, করাচিতে ব্রহ্মা বাবা এক-এক করে আলাদা-আলাদা ভাবে বোঝাতেন।

তোমরা বাচ্চারা যখন যোগে শক্তিশালী হবে তখনই তোমাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। এখনও সেই শক্তি তোমরা অর্জন করনি। স্মরণেই শক্তি পাওয়া যায়। পঠন-পাঠন দ্বারা শক্তি প্রাপ্ত হয় না। জ্ঞান হলো তলোয়ার, তার মধ্যে স্মরণ শক্তি প্রয়োজন। সেই শক্তির অভাব রয়েছে। বাবা রোজ বলেন — বাচ্চারা, স্মরণের যাত্রায় থাকলে তোমরা শক্তি পাবে, পঠন-পাঠনে এতো শক্তি নেই। স্মরণের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের মালিক হও। তোমরা নিজের জন্যই সবকিছু কর। অনেক এসেছে তারপর চলেও গেছে। মায়া খুব শক্তিশালী অনেকেই আর ফিরে আসে না। তারা বলেও থাকে এই নলেজ খুব ভালো, এবং সুখও অনুভব করে, কিন্তু বাইরে বেড়িয়ে সব ভুলে যায়। মায়া তাদের এখানে টিকতে দেয় না। কেউ-কেউ অগাধ খুশি অনুভব করে বলে আহা! বাবা এসেছেন, আমরা এখন সুখধামে ফিরে যাব। বাবা বলেন — এখনও সম্পূর্ণ রাজধানী তো স্থাপন হয়নি। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান এরপর দেবতা হবে। ডিগ্রি কম হয়ে গেছে না! মিটারে পয়েন্টস রেকর্ড করা হয়। তোমাদের পয়েন্টসের পরিমাণ কমে গেছে। তোমরা সর্বোচ্চ ডিগ্রিতে উত্তরণ কর এবং নিচে নামার সাথে-সাথে ডিগ্রিও ধীরে-ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে তোমাদের নামতে হয়, এর জ্ঞানও তোমাদের এখন বুদ্ধিতে আছে। উত্তরণের কলা সবার জন্য মঙ্গলময়। এরপর ধীরে-ধীরে কলা কম হতে থাকে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই চক্রকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। এই সময় তোমাদের উত্তরণের কলা কেননা বাবা সাথে আছেন। ঈশ্বর যাঁকে মানুষ সর্বব্যাপী বলে থাকে, সেই বাবা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা বলে থাকেন আর বাচ্চারাও বাবা, বাবা করে থাকে। বাবা আমাদের পড়াতে এসেছেন, আত্মারা পড়াশোনা করছে। আত্মাই কর্ম করে, আমরা আত্মারা শান্ত স্বরূপ, এই শরীর দ্বারা কর্ম করে থাকি। অশান্ত শব্দটি তখনই বলা হয় যখন দুঃখ নেমে আসে। শান্তি তো আমাদের স্বধর্ম। অনেকেই বলে মন শান্ত হোক, কিন্তু আত্মার নিজস্ব স্বরূপই হলো শান্ত, তার ঘর শান্তিধাম। তোমরা নিজেদের ভুলে গেছ। তোমরা তো শান্তিধামে ছিলে, ওখানেই শান্তি পাওয়া যায়। আজকাল তো বলা হয় এক রাজ্য, এই ধর্ম, এক ভাষা হোক। একটাই জাতি, একটাই ধর্ম,

একজন গড । গভর্নমেন্ট লিখেও থাকে ঈশ্বর একজন, তবুও সর্বব্যাপী বলে থাকে ? ঈশ্বর এক এই কথা তো কেউ মানতেই চায় না। তোমাদের এখন এটা লিখতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র তৈরি করে, উপরে লিখে দাও সত্যযুগে যখন এদের রাজ্য ছিল তখন এক ঈশ্বর, এক দৈবী ধর্ম ছিল। মানুষ কিছু বোঝে না, কারণ মনোযোগ দেয় না। অ্যাটেনশন তারাই দেবে যারা ব্রাহ্মণ কুলের হবে। আর কেউ বুঝবে না সেইজন্যই বাবা বলেন আলাদা-আলাদা ভাবে বসিয়ে বোঝাও। ফর্ম পূরণ করাও তবেই বুঝতে পারবে, কেননা কেউ একে মানবে, তো অন্য কেউ আর কাউকে মানবে । সবাইকে একত্রে কিভাবে বোঝাবে । নিজের -নিজের কথা শোনাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। প্রথমে তো জিজ্ঞাসা করা উচিত কোথায় এসেছ ? বি.কে দেব নাম শুনেছ ? প্রজাপিতা ব্রহ্মা তোমার কে হন ? কখনও নাম শুনেছ ? তুমি কি প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান নও ? আমরা তো প্র্যাকটিকালি তাঁর সন্তান। তুমিও তাঁর সন্তান কিন্তু কিছুই জানো না। বোঝানোর জন্য প্রকৃত যুক্তি প্রয়োজন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) মন্দির ইত্যাদি দেখতে-দেখতে সবসময় যেন স্মৃতিতে থাকে যে এসব আমাদেরই স্মৃতি চিহ্ন। এখন আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে চলেছি।

২) গৃহস্থ পরিবারে থেকেও কমল পুষ্পের মতো থাকতে হবে। হাঁস আর বক একসাথে সুতরাং যুক্তি দিয়ে চলতে হবে। সহ্যও করতে হবে।

বরদানঃ- — মায়ার বন্ধন থেকে সবসময় নির্বন্ধন থাকতে সমর্থ যোগযুক্ত, বন্ধনমুক্ত ভব*
বন্ধনমুক্তের চিহ্নই হলো সবসময় যোগযুক্ত থাকা । যোগযুক্ত বাচ্চারা কর্তব্যের বন্ধন বা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত থাকবে। মনেরও যেন কোনো বন্ধন না থাকে। লৌকিক কর্তব্য তো একটা খেলা, সেইজন্য ডায়রেকশন অনুযায়ী খেলার রীতি মেনে যদি খেলো তবে ছোট-ছোট বিষয়ে ক্লান্তি আসবে না। যদি বন্ধন মনে কর তবে বিরক্তি আসবে। কেন, কী ইত্যাদি নানা প্রশ্ন উঠবে। এই ক্ষেত্রে সব দায়িত্ব বাবার তোমরা হলে নিমিত্ত। এই স্মৃতি দ্বারা বন্ধনমুক্ত হতে পারলে যোগযুক্ত হতে পারবে।

স্লোগানঃ- — করনকরাবনহারের স্মৃতি দ্বারা ভান (অহঙ্কার) আর অভিমানকে সমাপ্ত কর ।*

১২-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- এই জ্ঞানের ভোজন কোন্ বাচ্চাদের হজম হতে পারে না?

উত্তর:- যারা ভুল করে ঘৃণ্য বা পতিত হয়ে আবার এসে ক্লাসে বসে, তাদের জ্ঞান হজম হতে পারে না। তারা মুখ দিয়ে কখনোই বলতে পারে না যে, শিবভগবানুবাচ হলো কাম মহাশত্রু। তাদের ভিতরে ভিতরে অন্তর্দহন হতে থাকবে। তারা আসুরিক সম্প্রদায়ের হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, তিনি কি রকম বাবা, সেই বাবার মহিমা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের করতে হবে। গাওয়াও হয়- সত্য শিববাবা, সত্য টিচার, সত্য শিব গুরু। তিনি তো সত্য যে না! বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা সত্য শিববাবাকে পেয়েছি। আমরা এই বাচ্চারা এখন শ্রীমত অনুযায়ী একমত হচ্ছি। তাই তো শ্রীমত অনুযায়ী চলা উচিত যে না! বাবা বলেন এক তো দেহী-অভিমানী হও আর বাবাকে স্মরণ করো। যত স্মরণ করবে, নিজের কল্যাণ করবে। তোমরা আবার নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছো। পূর্বেও আমাদের রাজধানী ছিলো। আমরা অর্থাৎ যারা দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম তারাই ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন সঙ্গমে আছি। বাচ্চারা, এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের কথা তোমরা ছাড়া অন্য কারোর জানা নেই। বাবা কতো পয়েন্টস দেন-- বাচ্চারা যদি ভালো ভাবে স্মরণে থাকে তবে অনেক খুশীতে থাকবে। কিন্তু বাবাকে স্মরণ করার পরিবর্তে দুনিয়ার অন্যান্য ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এইটা স্মরণে থাকা উচিত যে, আমরা শ্রীমত অনুযায়ী নিজের রাজ্য স্থাপন করছি। গাওয়াও হয় উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবান, উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হলো ওঁনারই শ্রীমত। শ্রীমত কি শেখায়? সহজ রাজযোগ। রাজত্বের জন্য অধ্যয়ণ করানো হচ্ছে। নিজের প্রকৃত পিতার, সমস্ত সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে আবার দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। কখনো বাবার বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। অনেক বাচ্চা নিজেকে সার্ভিসেবেল ভেবে অহঙ্কারী হয়ে যায়। এইরকম অনেক হয়। তখন কোথাও কোথাও পরাজিত হয়ে যায়। তখন নেশাই উড়ে যায়। তোমরা য মাতার পড়াশোনা জানো না, পড়াশুনা জানলে তো কামাল করে দেখাতে! পুরুষদের মধ্যে তাও কেউ কেউ পড়াশোনা জানা মানুষ আছে। কুমারীরা, তোমাদের তো নাম উজ্জ্বল করা উচিত। তোমরা শ্রীমত অনুযায়ী রাজত্ব স্থাপন করেছিলে। নারী থেকে লক্ষ্মী হয়েছিলে তাই কতো নেশা থাকা উচিত। এখানে তো দেখা পাই পয়সার পড়াশুনার জন্য প্রাণপাত করে দেয়। আরে তোমরা সুন্দর হচ্ছে, তাহলে আবার অসুন্দর তমোপ্রধানের প্রতি হৃদয় কেন আকৃষ্ট হবে? এই কবরখানার প্রতি হৃদয় দিও না। আমরা তো বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। পুরানো দুনিয়ার প্রতি হৃদয়ের টান থাকা মানেই হলো নরকে যাওয়া। বাবা এসে আমাদের নরক থেকে উদ্ধার করেন। তবে কেন তোমরা নরকের দিকে মুখ কেন করে রাখবে! তোমাদের এই অধ্যয়ণ কতো সহজ। কোনো মুনি-ঋষি জানে না। না কোনো টিচার, না কোনো মুনি-ঋষি বোঝাতে পারবে। তিনি হলেন বাবা, টিচার এমন কি সদ্ধরুরও। সেই গুরুরা শাস্ত্র শোনায়। তাদের টিচার বলা হবে না। তারা কখনো এইরকম বলে না যে, আমরা দুনিয়ার হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি শোনাচ্ছি। বাবা তোমাদের শাস্ত্রের সার বোঝান আর তারপর ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিও বলে দেন। এখন এই টিচার ভালো না ওই টিচার ভালো? ওই টিচারের কাছে তোমরা যতই পড়ো না কেন, কি উপার্জন করবে? তাও ভাগ্য। পড়তে-পড়তে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলো, মরে গেলো তো পড়া শেষ। এখানে তোমরা এই পড়া যতই পড়ো, ব্যর্থ যাবে না। হ্যাঁ, শ্রীমতে না চলে উল্টো চললে বা গর্তে গিয়ে পড়লে তবে যতটা পড়েছে সেটা আর চলবে না (পরের জন্মে গিয়ে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে)। কিন্তু এই পড়াশোনা হলো ২১ জন্মের জন্য। কিন্তু নীচে পড়ে গেলে কল্প-কল্পান্তরের জন্য অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। বাবা বলেন- বাচ্চারা, মুখ কালো ক'রো না। এইরকম অনেক আছে যারা মুখ কালো করে, ঘৃণ্য(ছিঃ ছিঃ) হয়ে আবার এসে বসে পড়ে। তাদের এই জ্ঞান কখনো হজম হয় না। বদ-হজম হয়ে যায়। যা শুনবে সেটা বদ হজম হয়ে যাবে, আবার মুখ দিয়ে কাউকে বলতে পারবে না যে ভগবানুবাচ *কাম হলো মহাশত্রু, এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে।* নিজেই বিজয় প্রাপ্ত করতে পারে না তো অপরকে বলবে কি করে! ভিতরে-ভিতরে দন্ধ হবে যে! ওদের বলা হয় আসুরিক সম্প্রদায়, অমৃত পান করতে করতে আবার বিষ খেয়ে নিলে তখন শত গুণ কালো(কুৎসিত) হয়ে যাবে। হাড়ি-হাড়ি ভেঙে যায়। তোমাদের অর্থাৎ মাতাদের সংগঠন তো খুবই ভালো হওয়া উচিত। এইম্- অবজেক্ট তো সামনে আছে। তোমরা জানো যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে এক দেবী-দেবতা ধর্ম ছিলো। এক রাজ্য, এক ভাষা, ১০০ পারসেন্ট(একশ ভাগ) পিওরিটি, পীস (শান্তি), প্রসপারিটি(সমৃদ্ধি) ছিলো। সেই এক রাজ্যকেই বাবা এখন স্থাপনা করছেন। এটা হলো এইম্ অবজেক্ট। ১০০ ভাগ পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, সম্পত্তির স্থাপনা এখন

হচ্ছে। তোমরা দেখাও যে, বিনাশের পরে শ্রীকৃষ্ণ আসছেন। ক্রীয়ার লিখে দেওয়া উচিত। সত্যযুগী একটাই দেবী-দেবতাদের রাজ্য, এক ভাষা, পবিত্রতা, সুখ, শান্তি আবার স্থাপন হচ্ছে। গভর্নেন্ট চাই যে না। স্বর্গ হয়ই সত্যযুগ - ত্রেতাতে। কিন্তু মানুষ নিজেকে কি আর নরকবাসী মনে করে! তোমরা লিখতে পারো- দ্বাপর-কলিযুগে সব হলো নরকবাসী। এখন তোমরা হলে সঙ্গমযুগী। পূর্বে তোমরাও কলিযুগী নরকবাসী ছিলে, এখন তোমরা স্বর্গবাসী হচ্ছে। ভারতকে স্বর্গ করে তোলা হচ্ছে শ্রীমত অনুযায়ী। কিন্তু সেই সাহস, সংগঠন থাকা চাই। ঘুরতে গেলে তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র নিয়ে যেতে হবে। এটা ভালো। এতে লিখে দাও আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, সুখ-শান্তির রাজ্য স্থাপন হচ্ছে- ত্রিমূর্তি শিববাবার শ্রীমত অনুযায়ী। এইরকম এইরকম বড়-বড় অক্ষরে বড়-বড় চিত্র। ছোটো বাচ্চা ছোটো চিত্র পছন্দ করে। আরে চিত্র তো যত বড় হবে ততই ভালো। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র তো খুবই সুন্দর। এর মধ্যে শুধুমাত্র লিখতে হবে একই সত্য ত্রিমূর্তি শিববাবা, সত্য ত্রিমূর্তি শিববাবা টিচার, সত্য ত্রিমূর্তি শিব গুরু। ত্রিমূর্তি শব্দ না লিখলে তো মনে করবে পরমাত্মা তো হলেন নিরাকার, তিনি টিচার কীভাবে হতে পারেন? জ্ঞান তো নেই যে না! লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র টিনের সিটের (sheet) উপর তৈরী করে প্রতিটা জায়গায় রাখতে হবে - এটা স্থাপনা হচ্ছে। বাবা এসেছেন ব্রহ্মা দ্বারা এক ধর্মের স্থাপনা বাকি সবার বিনাশ করিয়ে দেবেন। এটা বাচ্চাদের সম্পূর্ণ নেশা থাকতে হবে। *ছোট ছোট বিষয়ে মতের মিল না হলেই বিগড়ে যায়। এটা তো হয়েই থাকে। কেউ এইদিকে কেউ ওইদিকে, এরপর মেজরিটি যেদিকে থাকে তাকেই বেঁছে নেওয়া হয়। এতে মর্মাহত হওয়ার কিছু নেই। বাচ্চারা অভিমানী হয়ে পড়ে। আমার কথা শোনা হলো না। আরে, এতে অভিমান করার কি আছে! বাবা তো সকলের মন ভালো করে দেন।* মায়া সকলের মুখ গোঁমড়া করায়, তখন সবাই বাবার উপর অভিমান করে, অভিমানই বা কি করবে? বাবাকে জানেই না। যেই বাবা স্বর্গের বাদশাহী দিয়েছেন তাঁকে জানেই না। বাবা বলেন- আমি তোমাদের প্রতি উপকার করি। তোমরা আবার আমার প্রতি অপকার করো। ভারতের কি হাল দেখো। তোমাদের মধ্যেও খুব কম আছে যাদের নেশা আছে। এ হলো নারায়ণী নেশা। এমন কি আর বলা উচিত যে আমরা রাম-সীতা হবো? তোমাদের এইম্ - অবজেক্টই হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়া। তোমরা আবার রাম - সীতার হলেই খুশী হয়ে যাও, সাহস দেখাতে হবে না! পুরানো দুনিয়ার প্রতি হৃদয় আকর্ষণ থাকা উচিত নয়। কোনো ভাবে হৃদয় জুড়লো তো মরলে। জন্ম-জন্মান্তরের ঘাটতি থেকে যাবে। বাবার থেকে তো স্বর্গের সুখ প্রাপ্ত হয়, তবে আমরা নরকে কেন পড়ে! বাবা বলেন- তোমরা যখন স্বর্গে ছিলে তখন আর কোনো ধর্ম ছিলো না। এখন ড্রামা অনুসারে তোমাদের ধর্মই নেই। কেউই নিজেকে দেবতা ধর্মের মনে করে না। মানুষ হয়েও নিজের ধর্মকে না জানলে তো কি বলা যায়! হিন্দু কি আর কোনো ধর্ম হলো! কে স্থাপন করেছে, এটাও জানে না। বাচ্চারা, তোমাদের কতো বোঝানো হয়। বাবা বলেন, আমি কালেরও কাল, এখন এসেছি- সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এছাড়া যারা ভালো ভাবে অধ্যয়ন করবে তারাই বিশ্বের মালিক হবে। এখন ঘরে ফিরে (পরমধাম) চলো। এই জায়গা থাকার যোগ্য নয়, অনেক নোংরা করে দিয়েছো- আসুরিক মতে চলে। বাবা তো এরকম করতে বলবেন না! তোমরা এই ভারতবাসী যারা বিশ্বের মালিক ছিলে, এখন কতো ধাক্কা খেতে থাকো। লজ্জা করে না! তোমাদের মধ্যেও কেউ আছে যে ভালো মতো বোঝে। নম্বর অনুযায়ী তো, আছে, তাই না! অনেক বাচ্চারা তো নিদ্রায় থাকে। সেই খুশীর পারদ উপরে ওঠে না। বাবা আমাদের আবার রাজধানী প্রদান করেন। বাবা বলেন- এই সাধু ইত্যাদিদেরও আমি উদ্ধার করি। তারা না নিজেদের- না অপরকে মুক্তি দিতে পারে। সত্যিকারের গুরু তো একজনই হলেন সদ্গুরু, যিনি সঙ্গমে এসে সকলের সঙ্গতি করেন। বাবা বলেন- আমি আসি কল্পের সঙ্গমের যুগে-যুগে, যখন কি না আমাকে সমস্ত দুনিয়াকে পবিত্র করতে হবে। মানুষ মনে করে বাবা হলেন সর্ব শক্তিমান, তিনি কি না করতে পারেন। আরে, আমাকে ডাকেই যে আমাদের অর্থাৎ এই পতিতদের পবিত্র করো, তাই আমি এসে পবিত্র করে তুলি। এছাড়া আর কি করবো। তাছাড়া তো রিদ্ধি-সিদ্ধি করার মতো অনেক আছে, আমার কাজ হলোই নরককে স্বর্গে পরিণত করা। সে তো প্রতি ৫ হাজার বছর পরে তৈরী হয়। এটা তোমরাই জানো। আদি সনাতন(সত্য) হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। বাকী তো সব পিছনে-পিছনে এসেছে। অরবিন্দ ঘোষ তো এখন এলো- তাও দেখো তাঁর কতো আশ্রম হয়ে গেলো। সেখানে কি আর কোনো নির্বিকারী হয়ে ওঠার ব্যাপার আছে আর! তারা তো মনে করেন গৃহস্থী হয়ে থেকে কেউ পবিত্র থাকতে পারে না। বাবা বলেন গার্হস্থ্য জীবনে থেকে শুধুমাত্র এক জন্ম পবিত্র থাকো। তোমরা তো জন্ম-জন্মান্তর পতিত থেকেছো। এখন আমি এসেছি তোমাদের পবিত্র করে তুলতে। এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকো। সত্যযুগ-ত্রেতাতে তো বিকার হয়ই না।

এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র আর সিঁড়ির চিত্র খুবই সুন্দর। এতে লেখা আছে- সত্যযুগে এক ধর্ম, এক রাজ্য ছিলো। বোঝানোর জন্য বড় যুক্তি চাই। বুড়ি মাতাদেরও শিখিয়ে নিয়ে তৈরী করা উচিত, যাতে প্রদর্শনীতে কিছু বোঝাতে পারে। যে কোনো কাউকেই এই চিত্র দেখিয়ে বলা এদের রাজ্য ছিলো তো! এখন তো নেই। বাবা বলেন- এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তবে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়াতে চলে যাবে। এখন পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। কতো সহজ। বুড়িরা বসে

প্রদর্শনীতে বোঝাবে তবে তো নাম উজ্জ্বল হবে। কৃষ্ণর চিত্রেও লেখা খুব সুন্দর। বলা উচিত এই লেখা অবশ্যই পড়ো। এটা পড়লে তোমাদের নারায়ণী নেশা অথবা বিশ্বের মালিকানার নেশা উঠবে। বাবা বলেন আমি তোমাদের এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ তৈরী করি। তাই তোমাদেরও অন্যদের প্রতি দয়ালু হওয়া উচিত। যখন নিজের কল্যাণ হবে তখন অপরেরও কল্যাণ করতে পারবে। বুড়ি মাতাদের শিখিয়ে এমন সচেতন করে তোলা, বাবা বলেন, প্রদর্শনীতে যাতে যে ৮-১০ জন বুড়ি মাতাকেও যদি পাঠাও তারাও তাড়াতাড়ি অনেককে নিয়ে আসবে। যে করবে সে-ই প্রাপ্ত করবে। সামনে এইম্ অবজেক্ট দেখেই খুশী হয়। আমরা এই শরীর ত্যাগ করে বিশ্বের মালিক হবো। যত স্মরণে থাকবে ততই পাপ খন্ডন হবে। দেখো থামের উপরে ছাপা আছে- ওয়ান রিলিজন(ধর্ম), ওয়ান ডিটির(দেবত্ব), ওয়ান কিংডম(রাজ্য), ওয়ান ল্যাংগুয়েজ(ভাষা)... সেটা তাড়াতাড়ি স্থাপন হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কখনোই নিজেদের মধ্যে বা বাবার প্রতি অভিমান করতে নেই, বাবা সান্ত্বনা দিয়ে বোঝাতে এসেছেন, সেইজন্য কখনোই মর্মান্বিত হতে নেই। বাবার বিরুদ্ধে যেতে নেই।

২) পুরানো দুনিয়ার প্রতি, পুরানো দেহের প্রতি হৃদয় যেন উদ্বেলিত না হয়। সত্য বাবা, সত্য টিচার আর সঙ্গুরুর সাথে সততা নিয়ে থাকতে হবে। সর্বদা একের শ্রীমত অনুযায়ী চলে দেহী-অভিমানী হতে হবে।

বরদান:- আদি রত্নের স্মৃতি দ্বারা নিজের জীবনের মূল্য জানতে সক্ষম সদা সমর্থ ভব*
ব্রহ্মা যেমন হলেন আদি দেব, তেমন ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাও হলো আদি রত্ন। আদি দেবের বাচ্চারা হলো মাস্টার আদি দেব। আদি রত্ন হিসেবে বুঝতে পারলেই নিজের জীবনের মূল্যকে জানতে পারবে। কারণ আদি রত্ন অর্থাৎ প্রভু রত্ন, ঈশ্বরীয় রত্ন...তাই কতো ভ্যালু হয়ে গেলো ! এইজন্য সর্বদা নিজেকে আদি দেবের সন্তান মাস্টার আদি দেব, আদি রত্ন মনে করে প্রতিটা কার্য করলে *সমর্থ ভব* এই বরদান প্রাপ্ত হয়ে যাবে। কিছুই ব্যর্থ যেতে পারে না।

স্লোগান:- "জ্ঞানী আত্মা" হলো সে-ই, যে ধোঁকা খাওয়ার পূর্বেই পরীক্ষা করে নিজেকে বাঁচিয়ে নেয়।*

সুখ, শান্তি এবং খুশির আধার - পবিত্রতা

আজ বাপদাদা চতুর্দিকে তাঁর সমস্ত হোলিনেস এবং হ্যাপিনেস বাচ্চাদের দেখছেন। হোলি আর হ্যাপি হওয়ার উভয় বিশেষত্বের এমন বিপুলসংখ্যক বাচ্চাদের সংগঠিত ভাবে এত বড় সভা সমগ্র ড্রামাতে আর কখনো হতেই পারে না। আজকাল যদিও বা কাউকে হাইনেস বা হোলিনেসের টাইটেল দেওয়া হয়েও থাকে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে যদি দেখে তবে সেই পবিত্রতা, মহত্ব কিন্তু দেখা যাবে না। বাপদাদা দেখছিলেন এত মহান পবিত্র আত্মাদের এমন সংগঠন কোথায় হতে পারে! প্রত্যেক বাচ্চার মধ্যে এই দৃঢ় সঙ্কল্প থাকে, 'শুধু কর্মে নয় বরং মন-বাণী-কর্ম এই তিনেই পবিত্র হতে হবে।' সুতরাং পবিত্র হওয়ার এই শ্রেষ্ঠ দৃঢ় সঙ্কল্প আর কোথাও থাকতে পারে না। কোথাও অবিনাশী হতে পারে না, কোথাও সহজ হতে পারে না। অথচ তোমরা সবাই পবিত্রতা ধারণ করা কত সহজ মনে করো, কারণ বাপদাদার থেকে তোমরা নলেজ পেয়েছ আর নলেজের শক্তি দ্বারা তোমরা স্বীকৃত হয়েছ যে "আমি আত্মার অনাদি ও আদি স্বরূপই পবিত্র। যেইমাত্র তোমাদের আদি অনাদি স্বরূপের স্মৃতি এসে গেছে তো এই স্মৃতি তোমাদের শক্তিশালী বানিয়ে সহজ অনুভব করাচ্ছে। তোমরা এখন জেনেছ যে তোমাদের বাস্তবিক স্বরূপ পবিত্র। এই সঙ্গ দোষের স্বরূপ বা প্রভাব অপবিত্র। সুতরাং বাস্তবিকতা আপন করে নেওয়া সহজ হয়ে গেছে, তাই না!

স্বধর্ম, স্বদেশ, স্ব-এর পিতা আর স্ব স্বরূপ, স্ব কর্ম সবকিছুর নলেজ তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং নলেজের শক্তি দ্বারা কঠিন অনেক সহজ হয়ে গেছে। আজকালকার আত্মারা, যাদের মহান আত্মা বলা হয় তারাও যে বিষয়কে অসম্ভব মনে করে, আন-ন্যাচারাল মনে করে, তোমরা পবিত্র আত্মারা সেই অসম্ভবকে কতো সহজে অনুভব করেছ। পবিত্রতা আত্মস্থ করা সহজ নাকি কঠিন? সারা বিশ্বের সামনে তোমরা চ্যালেঞ্জের সাথে বলতে পারো যে পবিত্রতা তো আমাদের স্ব-স্বরূপ। যেখানে পবিত্রতা সেখানে নিজে থেকেই সুখ আর শান্তি থাকে, কারণ সেটাই পবিত্রতার শক্তি। পবিত্রতা ফাউন্ডেশন। পবিত্রতাকে মা বলা হয়। আর সুখ-শান্তি তাঁর সন্তান। সুতরাং যেখানে পবিত্রতা আছে সেখানে আপনা থেকেই সুখ শান্তি থাকে, তাইতো তোমরা হ্যাপিও। কখনো তোমরা উদাস হতে পারো না, সদা খুশি থাক। যখন তোমরা হোলি, তখন হ্যাপিও অবশ্যই থাক। পবিত্র আত্মাদের লক্ষণ সদা খুশি। সেটাইতো বাপদাদা দেখছিলেন যে কতো নিশ্চয়বুদ্ধি পবিত্র আত্মারা বসে আছে! দুনিয়ার লোকে সুখ শান্তির জন্য দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সুখ শান্তির ফাউন্ডেশন তো পবিত্রতা। সেই ফাউন্ডেশনকে জানে না, সেইজন্য পবিত্রতার ফাউন্ডেশন মজবুত না হওয়ার কারণে অল্পকালের সুখ শান্তি প্রাপ্ত হলেও, তা' এই আছে তো এই নেই! সদাকালের সুখ শান্তি পবিত্রতা ব্যতীত অসম্ভব। তোমরা সবাই ফাউন্ডেশনকে আপন করে নিয়েছ, সেইজন্য সুখ শান্তির জন্য তোমাদের ছুটোছুটি করতে হয় না। সুখ শান্তি, পবিত্র-আত্মাদের কাছে নিজে থেকেই আসে। যেমন বাচ্চা মায়ের কাছে নিজে থেকেই যায়, তাই না! যতই আলাদা করে দাও, তবুও মায়ের কাছে অবশ্যই যাবে। সুতরাং সুখ শান্তির মা পবিত্রতা। যেখানে পবিত্রতা আছে, সেখানে সুখ শান্তি খুশি আপনা থেকেই আসে। তাহলে, তোমরা কি হয়েছে? বেগমপুরের বাদশাহ। এই পুরানো দুনিয়ার বাদশাহ নয়, কিন্তু বেগমপুরের বাদশাহ। এই ব্রাহ্মণ পরিবার বেগমপুর অর্থাৎ সুখের সংসার। সুতরাং, এই সুখ-সংসার বেগমপুরের বাদশাহ হয়ে গেছে তোমরা। *হিজ হোলিনেসও হয়েছে, তাই না! * মুকুটও আছে, সিংহাসনও আছে। আর বাকী কম কি আছে! কতো সুন্দর মুকুট! লাইটের মুকুট, পবিত্রতার চিহ্ন, আর তোমরা বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনে বসে আছ। সুতরাং বেগমপুরের বাদশাহদের মুকুটও অনুপম, সিংহাসনও অনুপম। তোমাদের বাদশাহীও বিকল্পহীন তো তোমরাও বিকল্পহীন।

আজকালকার মনুষ্যাত্মাদের এত দৌড়ঝাঁপ করতে দেখে বাপদাদারও বাচ্চাদের প্রতি করুণা হয়। তারা কতো চেষ্টা করে যাচ্ছে। চেষ্টা অর্থাৎ ছুটোছুটি, তারা অনেক পরিশ্রমও করে, কিন্তু প্রাপ্তি কি? সুখ হবে, কিন্তু সুখের সাথে তাদের কোন না কোন দুঃখও প্রাপ্ত হবে। আর কিছু না হলেও অল্পকালের সুখের সাথে চিন্তা আর ভয় এই দুটো জিনিস তো হবেই হবে! সুতরাং যেখানে চিন্তা আছে সেখানে নিশ্চিন্ততা হতে পারে না। যেখানে ভয় আছে সেখানে শান্তি হতে পারে না। সুতরাং সুখের সাথে এই দুঃখ অশান্তির কারণ আছেই আর তোমরা সকলে দুঃখের কারণের নিবারণ খুঁজে পেয়েছ। এখন তোমরা সমস্ত সমস্যার সমাধান করে সমাধান স্বরূপ হয়ে গেছ, তাই না! সমস্যা আসে তোমাদের সাথে খেলা করতে। খেলার জন্য আসে নাকি ভয় দেখানোর জন্য! ভয় পাও না তো, তাই না! যেখানে সর্বশক্তির ভান্ডার তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার হয়ে গেছে, তাহলে কম কি থেকে যাচ্ছে, তোমরা তো পরিপূর্ণ, তাই না! মাস্টার সর্বশক্তিমানের সামনে সমস্যা কিছুই না।

হাতির পায়ের নিচে যদি পিঁপড়ে চাপা পড়ে তাহলে কি দেখা যাবে ? সুতরাং সমস্যাও তোমরা সব মহারথীদের সামনে পিঁপড়ে সমান । খেলা মনে করলে খুশি থাক, পরিস্থিতি যতই বড় হোক, ছোট হয়ে যায় । আজকাল বুদ্ধির খেলা হিসেবে বাচ্চাদের কি করানো হয় ? যদি বাচ্চাদের অঙ্কের হিসেব কষতে দেওয়া হয় তারা বিরক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু খেলাচ্ছলে তারা তাদের অঙ্ক খুশির সাথে করবে । তাহলে সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিও তোমাদের কাছে পিঁপড়ে সমান, তাই না ! যেখানে পবিত্রতা, সুখ শান্তির শক্তি আছে সেখানে স্বপ্নেও দুঃখ অশান্তির তরঙ্গ আসতে পারে না । শক্তিশালী আত্মাদের সামনে এই দুঃখ আর অশান্তি সামনে আসার সাহস পায় না । পবিত্র আত্মারা সদা উৎফুল্ল থাকে, এটা স্মৃতিতে রাখ । অনেক রকম বিভ্রান্তি, ঠোঁকর খাওয়া, দুঃখ অশান্তির জাল বিছানো রাস্তায় ভ্রমিত হওয়া থেকে তোমরা সরে এসেছ, কারণ শুধু একটা বিষয়েই তো দুঃখ আসে না ; বরং একটা দুঃখই তার সব সন্তান-সন্ততি নিয়ে হাজির হয় । যাই হোক, তোমরা সেই জাল থেকে বেরিয়ে এসেছ । এভাবেই নিজেদের ভাগ্যবান ভাবো তাই না !

যারা অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত আজ তারা এখানে বসে আছে । অস্ট্রেলিয়া থেকে যারা আগত, বাপদাদা তাদের তপস্যা ও মহাদানী-ভাবের বিশেষত্বের বর্ণন করেন । সদা সেবার জন্য মনের প্রবল আকাঙ্ক্ষার তপস্যা অন্য অনেক আত্মাকে এবং তোমরা সব তপস্বী আত্মাকে ফল দিচ্ছে । ক্ষেত্রভূমি (ধরনী) অনুসারে বিধি আর বৃদ্ধি উভয়ই দেখে বাপদাদা এক্সট্রা খুশি । যতই হোক, অস্ট্রেলিয়া এক্সট্রা অর্ডিনারী । সেবার ক্ষেত্রে সবার মধ্যে ত্যাগের ভাবনা খুব তাড়াতাড়ি আসে, সেইজন্যই তো এত সেন্টার খুলেছে । তারা ভাবে আমাদের যেমন ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে তেমন অন্যদেরও ভাগ্য তৈরি করতে হবে । দূঢ় সঙ্কল্প করাই তপস্যা । সুতরাং ত্যাগ আর তপস্যার বিধি দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে । সেবার মনোভাব অন্য অনেক সীমিত ভাব সমাপ্ত করে দেয় । এই ত্যাগ আর তপস্যা সফলতার আধার হয়েছে, বুঝেছ ! তোমাদের সংগঠনের শক্তি আছে, একজন কেউ বলে তো অন্যজন করে । এমন নয় যে একজন বললে অন্যজন বলে যে এতো হতেই পারে না । এতে সংগঠন ভেঙে যায় । একজন বললো, অন্যজন সোৎসাহে সহযোগী হয়ে প্র্যাকটিক্যালি করলো, এটাই সংগঠনের শক্তি । পাণ্ডবদেরও সংগঠন আছে, তারা কখনো ভূমি আমিতে জড়ায় না । তারা শুধু বলে 'বাবা বাবা' আর সব পরিস্থিতি সমাপ্ত হয়ে যায় । দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয় 'আমি তুমি' 'তোমার আমার' বোধে । বাবাকে সামনে রাখলে কোনও সমস্যাই আসতে পারে না । আর সদা নির্বিঘ্ন আত্মারা তীর পুরুষার্থ দ্বারা উড়তি কলার অনুভব করে । বহুকালের নির্বিঘ্ন স্থিতিই শক্তিশালী স্থিতি । বারবার যারা বিঘ্ন-বশ হয় তাদের ফাউন্ডেশন কাঁচা হয়ে যায় আর বহুকালের নির্বিঘ্ন আত্মাদের ফাউন্ডেশন মজবুত হওয়ার কারণে নিজেরাও শক্তিশালী আর অন্যদেরও শক্তিশালী বানায় । যেকোন ভাঙা জিনিসকে জুড়লে তা 'দুর্বল' হয়ে যায় । অনেক কালের শক্তিশালী আত্মা, নির্বিঘ্ন আত্মা অস্ত্রেও নির্বিঘ্ন হয়ে পাস উইথ অনার হয়ে যায় অথবা ফার্স্ট ডিভিশনে যায় । অতএব, সদা এই লক্ষ্য রাখো যে বহুকালের নির্বিঘ্ন স্থিতির অনুভব অবশ্যই করতে হবে । এইরকম ভেবোনা যে বিঘ্ন এসেছিল আর তোমরা সেটা সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে, সুতরাং কোনও ব্যাপার নয় । কিন্তু বারংবার বিঘ্নের উৎপত্তি আর সেটার সমাপ্তি, তা'তে টাইম ওয়েস্ট হয়ে যায় । এনার্জি ওয়েস্ট হয়ে যায় । সেই টাইম আর এনার্জি সেবায় নিয়োজিত যদি করো তাহলে একের পদম গুন জমা হয়ে যাবে । সেইজন্য বহুকালের নির্বিঘ্ন আত্মারা, বিঘ্ন-বিনাশক রূপে পূজিত হয় । বিঘ্ন-বিনাশক টাইটেল পূজ্য আত্মাদের । 'আমি বিঘ্ন-বিনাশক পূজ্য আত্মা' এই স্মৃতিতে নির্বিঘ্ন হয়ে নিরন্তর অগ্রগতিতে উড়তি কলায় ওড়ো আর ওড়াও । বুঝেছ ! নিজের বিঘ্ন বিনাশ তো করেছে, কিন্তু অন্যদের জন্য বিঘ্ন-বিনাশক হতে হবে । দেখ, তোমরা এমন নিমিত্ত আত্মাকেও (ডাক্তার নির্মলা) পেয়েছ, যাকে শুরু থেকে কখনো বিঘ্নের সন্মুখীন হতে হয়নি । সদা নির্লিপ্ত অথচ প্রিয় থেকেছে । সামান্য স্ট্রিক্ট থাকত, সেটাও আবশ্যিক । যদি এমন স্ট্রিক্ট টিচার না পাওয়া যেত তাহলে এতটা বৃদ্ধি হতো না । এর আবশ্যিকতাও আছে । যেমন, রোগ সরানোর জন্য তেতো ওষুধেরও প্রয়োজন হয়, তাই না ! সেইরকমই ড্রামা অনুসারে নিমিত্ত আত্মাদের সঙ্গেরও তো প্রয়োজন হয়ই । ঠিক যেভাবে আসা মাত্র সে নিজেই সেবার নিমিত্ত হয়েছে, সেভাবেই আত্মারা অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে সেন্টার খোলার সেবাতে তারা নিমিত্ত হয়েছে । ত্যাগের এই ভাবনার ভাইব্রেশন সমগ্র অস্ট্রেলিয়া ও এর সম্পর্কিত যে জায়গাগুলো আছে সেখানে সেই ভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে । তপস্যা আর ত্যাগ যার মধ্যে আছে, সেই শ্রেষ্ঠ আত্মা । সব আত্মাই তো তীর পুরুষার্থী, কিন্তু পুরুষার্থী হয়েও নিজের বিশেষত্ব প্রভাবিত করার প্রবণতা অবশ্যই থাকে । সম্পন্ন তো সবাই এখন হচ্ছে, তাই না ! সম্পন্ন হওয়ার সার্টিফিকেট এখনো কারও প্রাপ্ত হয়নি । কিন্তু সম্পন্নতার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, নম্বরানুক্রমে । যারা অস্ট্রেলিয়া থেকে তারা লাকি । ত্যাগের বীজ ভাগ্যপ্রাপ্ত করতে তোমাদের সক্রিয় করে তুলছে । শক্তি সেনাও বাপদাদার অতি প্রিয়, কারণ তারা সাহসিনী । যেখানে সাহস আছে সেখানে বাপদাদার সহায়তা সদা সাথে আছে । সদা সন্তুষ্ট থাক তোমরা, তাই না ! সন্তুষ্টতা, সফলতার আধার । তোমরা সবাই সন্তুষ্ট আত্মা, তাইতো সফলতা তোমাদের জন্ম-সিদ্ধ অধিকার । বুঝেছ ! সুতরাং যারা অস্ট্রেলিয়া থেকে তারা নিয়ারেস্ট এবং ডিয়ারেস্ট, সেইজন্য তাদের উপর এক্সট্রা আবদার রয়েছে । আচ্ছা !

অব্যক্ত মুরলী থেকে বাছাই করা মহাবাক্য (প্রশ্ন - উত্তর)

প্রশ্ন:- শক্তিসেনার নাম কোন সময়ে মহিমাম্বিত হবে ?

উত্তর:- যখন সংগঠিত রূপে একের গভীরে নিমজ্জিত হওয়ার স্থিতি বা একটাই শুদ্ধ সংকল্পে স্থিত হওয়ার অভ্যাস হবে। সংগঠনে একজনেরও দ্বিতীয় কোনও সংকল্প হবে না। সবাই একনিষ্ঠায়, অশরীরী হওয়ার একই শুদ্ধ সংকল্পে স্থিত হওয়ায় অভ্যস্ত হবে, তখনই সারা বিশ্বে শক্তি সেনার নাম মহিমাম্বিত হবে।

প্রশ্ন:- জাগতিক সৈনিক যুদ্ধের ময়দানে কিসের ভিত্তিতে বিজয়ী হয় ? তোমাদের বিজয়ের কাড়া-নাকাড়া কবে বাজবে ?

উত্তর:- জাগতিক সৈনিক যখন যুদ্ধের ময়দানে যায় তখন তারা এক অর্ডারেই চারিদিকে গুলি চালাতে শুরু করে দেয়। একই সময়, একই অর্ডারে চারিদিকে প্রতিরোধ গড়ে তোলে আর তখনই তারা বিজয়ী হয়। ঠিক একইভাবে, যখন আধ্যাত্মিক সেনা সংগঠিতভাবে, একই সঙ্কেতে আর একই সেকেন্ডে, একরস স্থিতিতে সবাই যখন স্থিত হয়ে যাবে, তখনই বিজয়ের কাড়া-নাকাড়া বাজবে।

প্রশ্ন:- বাবার কোন অর্ডারকে প্র্যাকটিক্যালি অনুসরণ করে এভাররেডি হবে, যাতে এই কলিযুগী পর্বত উঠে যাবে ?

উত্তর:- বাবা এই অর্ডার করবেন - এক সেকেন্ডে সবাই একরস স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। যখন সবার সব সঙ্কল্প এক সংকল্পে সমাহিত হয়ে যাবে তখন এই কলিযুগী পাহাড় উঠবে। এই এক সেকেন্ড সদাকালের সেকেন্ড হয়, এমন নয় যে এক সেকেন্ডে স্থিত হলে আর তারপরে নীচে নেমে এলে !

প্রশ্ন:- প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাম্ভার দায়িত্ব কি ?

উত্তর:- পুরো সংগঠনকে একরস স্থিতিতে স্থিত করানোর জন্য সহযোগী হওয়া- এটাই প্রত্যেক ব্রাহ্মণের দায়বদ্ধতা। তোমাদের যেমন সদা শুভ ভাবনা, কল্যাণের ভাবনা থাকে এবং চেষ্টা থাকে অ-জ্ঞানী আত্মাদের জ্ঞানের আলো দেওয়ার, ঠিক তেমনই নিজস্ব দৈবী এই সংগঠনকেও একরস স্থিতিতে স্থিত করার জন্য ও সংগঠনের শক্তি বাড়ানোর জন্য পরস্পরের প্রতি বিভিন্ন রূপে সচেষ্টিত হও। এর জন্য প্ল্যান বানাও। এমন আত্ম-সন্তুষ্ট হোনো যে 'আমি নিজরূপে ঠিক আছি।'

প্রশ্ন:- পরমাত্ম-জ্ঞানের বিশেষত্ব কি ?

উত্তর:- সংগঠনের শক্তিই এই পরমাত্ম-জ্ঞানের বিশেষত্ব। ব্রাহ্মণ সংগঠনের এই বিশেষত্ব দেবতা রূপে প্র্যাকটিক্যালি এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক মত হিসেবে অব্যাহত থাকে।

প্রশ্ন:- কোন এক দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ পরিবর্তনই সম্পূর্ণতার কাছে নিয়ে আসবে ?

উত্তর:- প্রত্যেকের মধ্যে দেহ-অভিমানের মূল সংস্কার আছে, যেটাকে তোমরা নেচার বলো, সেই সংস্কার অংশমাত্রও যেন না থাকে। নিজেদের এই সংস্কারের পরিবর্তন করে বাপদাদার সংস্কারের ধারণা করাই লাস্ট পুরুষার্থ।

প্রশ্ন:- বাপদাদার প্রত্যক্ষতা কোন আধারে হবে ?

উত্তর:- যখন প্রত্যেকের মধ্যে বাপদাদার সংস্কার দেখা যাবে। বাপদাদার সংস্কার কপি করে, তাঁর সমান হলে তবেই সময় আর শক্তি বাঁচবে আর সারা বিশ্ব বাপদাদাকে সহজে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। ভক্তিমার্গে তো লোকগাথা আছে 'যেদিকে তাকাই, সেদিকে শুধুই তুমিই তুমি' কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এখানে যাকেই দেখবে, যেদিকে দেখবে সেদিকে বাপদাদার সংস্কারই দেখতে পাবে।

বরদান:-

কর্তৃপরায়ণতার (দম্ভ) অংশমাত্রকেও ত্যাগ করে স্বমানধারী পুণ্য আত্মা ভব*
যে স্বমানধারী বাচ্চারা সবাইকে মান দেয়, তারা দাতা হয়। দাতা অর্থাৎ দয়ালু। তাদের মধ্যে কখনো কোনও আত্মার প্রতি সঙ্কল্প মাত্রও কর্তৃপরায়ণতা থাকে না - এটা এইরকম কেন? এটা করা উচিত নয়, হওয়া উচিত নয়, এটাকে জ্ঞান বলে কি ... এই সবই সূক্ষ্ম রূপে কর্তৃপরায়ণতার অংশ। কিন্তু স্বমানধারী পুণ্য আত্মারা হতমানদের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করবে, সহযোগী বানাবে, তারা কখনও এই সঙ্কল্প করতে পারে না যে এতো নিজের কর্মের ফল ভোগ করছে, যেমন করবে তেমন তো অবশ্যই পেতে হবে তাদের অধঃপাত হওয়াই উচিত ...। তোমরা সব বাচ্চারা এইরকম সঙ্কল্প হতে পারে না।

স্লোগান:-

সন্তুষ্টতা আর প্রসন্নতার বিশেষত্বই উদ্ভৃতি কলার অনুভব করায়।*

১৪-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:- হিসেব-নিকেশের খেলায় মানুষের বোধ-বুদ্ধি আর তোমাদের বোধ-বুদ্ধির মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে?*
- *উত্তর:- মানুষ মনে করে, এই যে দুঃখ-সুখের খেলা চলছে, এই দুঃখ-সুখ সবকিছু পরমাত্মাই দেন আর বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ হলো প্রত্যেকের কর্মের হিসেবের খেলা। বাবা কাউকে দুঃখ দেন না। তিনি আসেনই সুখের মার্গদর্শন করাতে। বাবা বলেন -- বৎস, আমি কাউকে দুঃখী করিনি। এ হলো তোমাদেরই কর্মের ফল।*
- *গীত:- এ'পাপের দুনিয়া থেকে কোথাও দূরে নিয়ে চল....*

ওম শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা গান শুনেছে। কাকে আবাহন করে ? বাবাকে। বাবা এসো, পাপের এই কলিযুগীয় দুনিয়া থেকে সত্যযুগীয় পুণ্যের দুনিয়ায় নিয়ে চলো। এখন সকল জীবাশ্মারাই কলিযুগীয়। তাদের বুদ্ধি উপরে চলে যায়। বাবা বলেন -- আমি যা, যেমন সেরূপে কেউই আমাকে চেনে না। ঋষি, মুনি ইত্যাদিগণও বলেন, আমরা রচয়িতা মালিক অর্থাৎ অসীম জগতের পিতা এবং তাঁর অসীম জগতের রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানি না। আত্মারা যেখানে থাকে তা হলো ব্রহ্ম মহাত্ম, যেখানে সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি থাকে না। না মূললোকে, না সূক্ষ্মলোকে। এছাড়া এই ব্রহ্মান্ডে আলো ইত্যাদি সবকিছু তো চাই, তাই না! এই ব্রহ্মান্ডকে আলোকিত করে --- রাতে চন্দ্র-তারা, দিনে সূর্য। এগুলি হলো আলো। এ'সমস্ত আলোক থাকতেও বলা হয় অন্ধকার। তবুও রাতে আলো জ্বালাতে হয়। সত্যযুগ-এতাকে বলা হয় দিন আর ভক্তিমার্গকে বলা হয় রাত। এও বুঝবার মতন বিষয়। নতুন দুনিয়া পুনরায় পুরানো অবশ্যই হবে। পুনরায় নতুন যখন হবে তখন পুরানোর অবশ্যই বিনাশ হবে। এ হলো অসীম জগতের দুনিয়া। রাজা ইত্যাদিদের মহলও অনেক বড়-বড় হয়। এ হলো অসীম জগতের ঘর, ব্রহ্মান্ড অথবা স্টেজ, একে কর্মক্ষেত্রও বলা হয়। কর্ম তো অবশ্যই করতে হবে। সকল মানুষেরই এ হলো কর্মক্ষেত্র। সকলকে কর্ম করতেই হবে, নিজ ভূমিকা পালন করতেই হবে। প্রত্যেক আত্মার ভূমিকা প্রথম থেকেই নির্ধারিত। তোমাদের মধ্যেও কেউ-কেউ রয়েছে যারা একথা ভালভাবে বুঝতে পারে। বাস্তবে এ হলো গীতা পাঠশালা। পাঠশালায় কি কখনো বৃদ্ধরা পড়ে ? এখানে বৃদ্ধ, যুবকাদি সকলেই পড়ে। বেদাদির কোনো পাঠশালা রয়েছে এমন বলা হবে না। সেখানে কোনো এইম অবজেক্ট নেই। আমরা এত বেদ, শাস্ত্রাদি পড়ি, এরফলে আমরা কি হবো --- তা কেউ জানে না। অন্য যেকোন সংসঙ্গে এইম অবজেক্ট কিছু থাকে না। এখন তো এ'সবগুলিকে সংসঙ্গ বলতেও লজ্জাবোধ হয়। সত(সত্য) হলেন একমাত্র বাবা-ই, যাঁর উদ্দেশ্যে বলা হয়ে থাকে 'সংসঙ্গে স্বর্গবাস.... কুসঙ্গে নরকবাস...। কুসঙ্গ হলো কলিযুগীয় মানুষের। সং-এর সঙ্গ একের কাছেই রয়েছে(বাবা)। এখন তোমাদের আশ্চর্য লাগে। সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বাবা কিভাবে দেন, তোমাদের খুশী হওয়া উচিত। তোমরা সত্যিকারের পাঠশালায় বসে রয়েছে। আর সব হলো অসত্য পাঠশালা, সে'সব সংসঙ্গাদি থেকে কেউই কিছু তৈরী হয় বেরোয় না। স্কুল-কলেজাদি থেকে তবুও কিছু তৈরী হয়ে বেরোয় কারণ তারা পড়ে। বাকি আর কোথাও কোনো পড়া নেই। সংসঙ্গকে পড়া বলা যাবে না। শাস্ত্রাদি পড়ে আবার দোকান খুলে বসে, পয়সা উপার্জন করে। সামান্য গ্রন্থ(গুরু গ্রন্থসাহেব) পড়ে, গুরুদ্বার খুলে বসে পড়ে। কত গুরুদ্বার খোলে। গুরুর দ্বার অর্থাৎ ঘর বলা হয়, তাই না! দ্বার খোলে, সেখানে গিয়ে শাস্ত্রাদি পড়ে। তোমাদের গুরুদ্বারও রয়েছে ---- মুক্তি-জীবনমুক্তি ধাম, সঙ্গুরুর দ্বার। সঙ্গুরুর নাম কী ? অকালমূর্তি। সঙ্গুরুর অকালমূর্তি বলা হয়, তিনি এসে মুক্তি-জীবনমুক্তির দ্বার খোলেন। তিনি অকালমূর্তি, তাই না! যাঁকে কাল গ্রাস করতে পারে না। আত্মা হলো বিন্দু, তাকে কাল কিভাবে গ্রাস করবে ? আত্মা তো সেই শরীর পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়। মানুষ কি জানে যে, এক পুরানো শরীর পরিত্যাগ করে অন্য ধারণ করবে, এতে কাল্পনিকটির করার কি প্রয়োজন ? না তা জানে না। একথা তোমরা জানো যে -- ড্রামা অনাদি, পূর্ব-নির্ধারিত। প্রত্যেককে (নিজ) ভূমিকা পালন করতেই হবে। বাবা বুঝিয়েছেন -- সত্যযুগে হলো নষ্টোমোহা। মোহজীতের কাহিনীও রয়েছে, তাই না! পন্ডিতেরা শোনায়, মাতারাও শুনে-শুনে পুনরায় গ্রন্থ রেখে বসে পড়ে --- শোনানোর জন্য। অনেক মানুষ গিয়ে শোনে। একে বলে কানরস। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে মানুষ বলে, এতে আমাদের কি দোষ ? বাবা বলেন -- তোমরা আমায় আহ্বান করে বলা যে এই দুঃখের দুনিয়া থেকে নিয়ে যাও। এখন আমি এসেছি তাহলে আমার কথা তো শোনা উচিত, তাই না! বাবা বাচ্চাদের বসে বোঝান যে সঠিক মত যখন পেয়েছো তখন তা গ্রহণ করা উচিত, তাই না! তোমাদেরও কোনো দোষ নেই। এও ছিল ড্রামা। রাম-রাজ্য, রাবণ-রাজ্যের খেলা পূর্ব-নির্ধারিত। খেলায় যদি কেউ পরাজিত হয় তবে তা কি তার দোষ, না তা নয়। জয়-পরাজয় তো আছেই, এখানে লড়াই-এর কোন

কথা নেই। তোমাদের রাজত্ব ছিল। এও তোমরা পূর্বে জানতে না, এখন তোমরা জেনেছো যে, যারা সার্ভিসেবেল মহিমা কেবল তাদেরই হয়। দিল্লীতে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানের খ্যাতনামা শিক্ষাদাতা কে ? তৎক্ষণাৎ নাম নেওয়া হয় জগদীশের। তোমাদের জন্য ম্যাগাজিনও বেরোয়। তাতেই সবকিছু চলে আসে। অনেক প্রকারের পয়েন্টস্ লেখে, ব্রিজমোহনও লেখে। লেখা কি কোনো মাসির বাড়ী(সহজ কাজ)! না তা নয়। অবশ্যই বিচার-সাগর মন্তন করে, ভাল সার্ভিস করে। কত মানুষ পড়ে খুশী হয়। বাচ্চাদেরও রিফ্রেশমেন্ট হয়। কেউ-কেউ প্রদর্শনীতে খুব মাথা চাপড়াতে থাকে, কেউ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তাই তাদের এতটা তুলে আনা সম্ভবপর হয় না। একেও বলা হবে ড্রামা, অবলাদের উপর অত্যাচারের ভূমিকাও ড্রামায় রয়েছে। এরকম ভূমিকা কেন পালন করা হয়, এই প্রশ্ন উঠতেই পারে না। এই অনাদি ড্রামাও পূর্ব-নির্ধারিত। একে কিছু করতে পারা যাবে কি, না তা করতে পারবে না। কেউ-কেউ বলে যে, আমি কি এমন অপরাধ করেছি যে এরকম পার্ট(ভাগ্য) পেয়েছি। এখানে অপরাধের তো কোনো কথা নেই। এ হলো পার্ট। কোন না কোন অবলা তো নিমিত্ত হবেই, যাদের জন্য দুঃখও হবে। এভাবে তো সকলেই বলবে যে, আমাদের পার্ট এরকম কেন ? না, এ হলো পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা। পুরুষদের উপরও অত্যাচার হয়। এ'বিষয়ে কত সহনশীলতা রাখতে হয়। অত্যন্ত সহনশীলতা আবশ্যিক। মায়ার বিদ্বৎ অনেক আসবে। বিশ্বের মালিকানা নাও তাই কিছু পরিশ্রম তো করতেই হবে। ড্রামায় বিপর্যয়, মনোমালিন্য ইত্যাদি কত হয়। অবলাদের উপর অত্যাচারের কথা লিখিত রয়েছে। রক্তের নদীও বইবে। সুরক্ষা কোথাও থাকবে না। এখনও সেন্টারে সকালে ক্লাস করতে যাও। সময় এমন আসবে যে তোমরা বাইরে বেরোতেও পারবে না। দিনে-দিনে সময় খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং যাবে। দুঃখের দিন অতি তীব্রতার সঙ্গে আসবে। রোগাদি হলে দুঃখ হয় তখন আবার ঈশ্বরকে স্মরণ করে, আবাহন করে। তোমরা এখন জানো যে, অল্পদিন বাকি রয়েছে। পুনরায় আমরা নিজেদের শান্তিধাম, সুখধামে অবশ্যই যাব। জগতের তো এ'সব জানা নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা অনুভব করো, তাই না! এখন বাবাকে সম্পূর্ণভাবে জেনে গেছো। তারা সকলে মনে করে, পরমাত্মা হলেন লিঙ্গাকৃতির। শিবলিঙ্গের পূজাও করে। তোমরাও শিবের মন্দিরে যেতে, কখনও খেয়াল করেছে যে, শিবলিঙ্গ কি জিনিস ? অবশ্যই তা জড়(মূর্তি) তাহলে চৈতন্যও নিশ্চই হবে ! তাহলে এটা কী ? ঈশ্বর হলেন রচয়িতা যিনি উপরে রয়েছেন। ওঁনার চিহ্ন(প্রতিমূর্তি) রয়েছে শুধু পূজা করার জন্য। (তোমরা) পূজ্য হলে তখন আর এসব জিনিস থাকবেই না। শিবকাশীর মন্দিরে যায়, কেউ কি জানে যে ঈশ্বর নিরাকার! আমরাও তাঁর সন্তান। বাবার সন্তান হয়ে আমরা দুঃখী কেন ? বিচার-বিবেচনা করার মতন বিষয়, তাই না! আত্মা বলে, আমরা পরমাত্মার সন্তান তবে আমরা দুঃখী কেন ? বাবা হলেন সুখপ্রদানকারী। আবাহনও করা হয় --- হে ঈশ্বর, আমাদের দুঃখ দূর করো। তিনি কিভাবে দূর করবেন ? দুঃখ-সুখ এ হলো সব নিজ কর্মের হিসাব। মানুষ মনে করে সুখের ফল সুখ, দুঃখের ফল দুঃখ যা পরমাত্মাই দেন। তার উপরেই সব বর্তায়, কিন্তু বাবা বলেন, আমি কখনো দুঃখ দিই না। আমি আধাকল্পের জন্য সুখ প্রদান করে যাই। এ হলো সুখ আর দুঃখের খেলা। যদি কেবল সুখের খেলাই চলতো তবে তো ভক্তি ইত্যাদি কিছুই থাকতো না, ঈশ্বর মিলনের উদ্দেশ্যেই এই ভক্তি ইত্যাদি সব করা হয়, তাই না! এখন বাবা বসে সম্পূর্ণ সমাচার শোনান। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা কত ভাগ্যশালী। সে'সকল ঋষি-মুনি ইত্যাদিদের কত নাম। তোমরা হলে রাজাঋষি, তারা হলো হঠযোগ ঋষি। ঋষি অর্থাৎ পবিত্র। তোমরা স্বর্গের রাজা হও তাই পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। সত্যযুগ-ত্রৈতায় যাদের রাজ্য ছিল পুনরায় তাদেরই হবে। বাকিরা পশ্চাতে আসবে। তোমরা এখন বোলো যে, আমরা শ্রীমতানুসারে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করছি। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হতে সময় তো লাগবে, তাই না! সত্যযুগ আসবে, কলিযুগ যাবে।

জগৎ কত বৃহৎ। এক-একটি শহর মানুষে ভরে রয়েছে। বিত্তবানেরা সমগ্র জগৎ পরিক্রমা করে। কিন্তু এখানে কেউ সমগ্র জগতকে কেউ দেখতে পারে না। হ্যাঁ, সত্যযুগে দেখতে পারো কারণ সত্যযুগেই এক রাজ্য, অতি অল্পসংখ্যক রাজা থাকবে, এখানে দেখো দুনিয়া কত বড়। এতবড় জগতের পরিক্রমা কে করবে ? ওখানে তোমাদের সমুদ্রে যাওয়ার দরকার নেই। ওখানে সীলন(শ্রীলঙ্কা), বার্মা ইত্যাদি কি থাকবে ? না, কিছুই থাকবে না। এই করাচীও থাকবে না। তোমরা সকলে মিষ্টি জলের নদীরধারে বসবাস করো। ওখানে চাষবাস সবকিছুই হয়, সৃষ্টি তো অনেক বড়। ওখানে অতি অল্পসংখ্যক মানুষই থাকে, পরে আবার তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুনরায় সেখানে গিয়ে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করেছে। ধীরে-ধীরে তা গ্রাস করে নিয়েছে। নিজেদের রাজ্য স্থাপন করেছে। এখন সকলকে সবকিছু পরিত্যাগ করতে হবে। একমাত্র ভারতই আছে, যে কারোর রাজ্য ছিনিয়ে নেয়নি কারণ ভারত অহিংসক, তাই না ! ভারতই সমগ্র দুনিয়ার মালিক ছিল আর বাকি সব পরে এসেছে, এবং যারা টুকরো-টুকরো করে নিয়ে গেছে। তোমরা কাউকে গ্রাস করোনি, ইংরেজরা গ্রাস করেছে। তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের বাবা বিশ্বের মালিক করে দেন। তোমরা কি কোথাও গেছো, না যাওনি। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এ'সমস্ত কথা রয়েছে, বৃদ্ধারা(মাতারা) এতসব বুঝতে পারে না। বাবা বলেন, ভালই হয়েছে যে তোমরা কিছুই পড়োনি। এখানে

লেখা-পড়া করা সমস্ত বুদ্ধি নিষ্কাশিত করে দিতে হবে, কেবল একটি কথাই ধারণ করতে হবে -- মিষ্টি বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা বলতে তাই না! যে বাবা তুমি এলে আমরা তোমার হয়ে যাব, সমর্পিত হয়ে যাব। তোমাকেও আমাদের কাছে সমর্পণ করতে হবে। এ হলো আদান-প্রদান, তাই না! বিবাহের সময় স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে হাতে লবণ দেয়। বাবাকেও বলে যে আমরা পুরানো সবকিছু তোমায় দিয়ে দিই। মরতে তো হবেই, এ'সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। তুমি (এ'সবকিছু) পুনরায় আমাদের নতুন দুনিয়ায় দিও। বাবা আসেনই সকলকে নিয়ে যেতে। তিনি তো কাল, তাই না! সিন্ধুপ্রদেশে বলা হতো -- এ কেমন কাল যিনি সকলকে ভাগিয়ে নিয়ে যান। বাচ্চারা, তোমরা তো খুশী হও। বাবা আসেনই নিয়ে যেতে। আমরা খুশী-খুশী আমাদের ঘরে চলে যাবো। সহনও করতে হয়। ভাল-ভাল বড়-বড় ঘরের মাতারাও মার খায়। তোমরা সত্য-সত্যই উপার্জন করে থাকো। মানুষ কি জানে! যে তারা হলো কলিযুগীয় শূদ্র সম্প্রদায়, না তারা জানে না। তোমরা হলে সঙ্গমযুগীয়, পুরুষোত্তম হচ্ছে। তোমরা জানো যে, প্রথম স্থানাধিকারী পুরুষোত্তম হলেন এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাই না! পুনরায় ডিগ্রী হ্রাস পেতে থাকবে। উপর থেকে নীচে আসতে থাকবে। পুনরায় ধীরে-ধীরে অধঃপতনে যাবে। এ'সময় সকলেই অধঃপতিত হয়েছে। (কল্প) বৃক্ষ পুরানো হয়ে গেছে, কাণ্ডে পচন ধরেছে। এখন পুনরায় স্থাপনা হচ্ছে। ফাউন্ডেশন (ভিত) নির্মিত হচ্ছে, তাই না! কলম (চারাগাছ) কত ছোট হয়, পুনরায় তার থেকে কত বড় বৃক্ষের বৃদ্ধি হয়ে যায়। এও (কল্প)বৃক্ষ, সত্যযুগের বৃক্ষ অনেক ছোট হয়। এখন বৃক্ষ কত বড়। মনুষ্য-সৃষ্টির কত ভ্যারাইটি ফুল রয়েছে। একই বৃক্ষে কত ভ্যারাইটি রয়েছে। বিভিন্ন মানুষের অনেক ধর্মের (কল্প)বৃক্ষ। একের চেহারা অপরের সঙ্গে মেলে না। এ হলো পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা, তাই না! একইরকমের ভূমিকা পরস্পর অর্থাৎ একে অপরের ভূমিকা পালন করতে পারে না। একে বলা হয় পূর্ব-নির্ধারিত, নৈসর্গিক, অসীম জগতের ড্রামা, এখানেও অনেক কৃত্রিম বস্তু রয়েছে। যে বস্তু রিয়েল হয় তা সমাপ্ত অর্থাৎ ব্যবহৃতও হয়ে যায়। পুনরায় ৫ হাজার বছর পর তা বাস্তবায়িত হবে। কোন চিত্রাদি কি (রিয়েল চিত্রের) প্রতিমূর্তি সদৃশ নির্মিত হয়েছে, না হয়নি। ব্রহ্মার চেহারাও তোমরা পুনরায় ৫ হাজার বছর পরে দেখবে। ড্রামার এই রহস্যকে বোঝার জন্য অনেক বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। আর কিছু না বুঝলেও শুধুমাত্র একটি কথা বুদ্ধিতে রেখো -- শিববাবা অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। একথা আত্মা বলে -- বাবা, আমরা তোমাকেই স্মরণ করবো। এ তো সহজ, তাই না! হাতের দ্বারা কর্ম করতে থাকো আর বুদ্ধি দ্বারা স্মরণ করতে থাকো। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সহনশীলতার গুণ ধারণ করে মায়ার বিদ্বৎ থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে। অনেক বিপর্যয় আসবে, অত্যাচার হবে -- এমন সময়ে সহন করার জন্য বাবার স্মরণে নিমগ্ন থাকতে হবে, সত্যিকারের উপার্জন করতে হবে।

২) বুদ্ধির বিশালতার দ্বারা পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামাকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে, এই নৈসর্গিক ড্রামা পূর্ব-নির্ধারিত তাই এখানে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। বাবা যে সঠিক মত অর্থাৎ শ্রীমত দেন, সেই অনুসারেই চলতে হবে।

বরদান:- পিতা-সম বরদাতা হয়ে প্রত্যেকের হৃদয়ে আরাম প্রদানকারী মাস্টার দিলারাম (হৃদয়রাজা) ভব*

ব্যাখা :- যে পিতা-সম বরদানী-মূর্তি বাচ্চা, সে কখনও কারোর দুর্বলতা দেখবে না, সে সকলের প্রতি দয়া মনোভাবাপন্ন (রহমদিল) হয়। যেমন, বাবা কখনও কারোর দুর্বলতাকে হৃদয়ে রেখে দেন না, তেমনই বরদানী বাচ্চারাও কারোর দুর্বলতাকে হৃদয়ে ধারণ করে রাখে না। তারা প্রত্যেকের হৃদয়ে আরাম প্রদানকারী মাস্টার দিলারাম হয়। তাই সঙ্গী হোক বা প্রজা সকলেই তাদের গুণগান করে। সকলের অন্তর থেকে এই আশীর্বাদই নির্গত হয় যে, এনারা আমাদের সদা স্নেহী, সহযোগী।

স্লোগান:- সঙ্গমযুগের শ্রেষ্ঠ আত্মা সে-ই, যে বেফিকর বাদশাহ(নিশ্চিন্তপুরের রাজা)।*

১৫-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- সিংহের মতো শক্তিদারীরা কোন্ বিষয়কে সাহসের সঙ্গে বোঝাতে পারে?

*উত্তর:- অন্য ধর্মের মানুষদের এই কথা বোঝাতে হবে যে, তোমরা নিজেদের পরমাত্মা নয়, আত্মা মনে করো। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে, আর তোমরা মুক্তিধামে চলে যাবে। নিজেকে পরমাত্মা মনে করলে বিকর্ম বিনাশ হতে পারবে না। এই কথা সিংহবাহিনী শক্তিদারীরাই সাহসের সঙ্গে বোঝাতে পারবে। এই বোঝানোর অভ্যাসেরও প্রয়োজন।

গীত:- নেত্রহীনকে পথ দেখাও.....

ওম শান্তি। বাচ্চারা অনুভব করছে যে - এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় অনেক সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। ভক্তিমার্গে দ্বারে - দ্বারে ধাক্কা খেতে হয়। অনেক প্রকারের জপ - তপ - যজ্ঞ করে, শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে, যেই কারণেই ব্রহ্মার রাত বলা হয়। অর্ধেক কল্প হলো রাত, আর অর্ধেক কল্প হল দিন। ব্রহ্মা তো আর একা থাকবে না, তাই না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা যখন আছে, তাহলে তাঁর সন্তান কুমার - কুমারীরাও অবশ্যই থাকবে, কিন্তু মানুষ তা জানে না। বাবাই তাঁর বাচ্চাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দান করেছেন, যার দ্বারা তোমরা এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান পেয়েছো। তোমরা পূর্ব কল্পেও ব্রাহ্মণ ছিলে আর দেবতাও হয়েছিলে, যা তোমরা হয়েছিলে, তাই আবার হতে চলেছো। তোমরা হলে আদি - সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের। তোমরাই পূজ্য এবং পূজারী হও। ইংরাজীতে পূজ্যকে ওয়ার্শিপওয়ার্দি আর পূজারীকে ওয়ার্শিপার বলা হয়। ভারতই অর্ধেক কল্প পূজারী হয়। আত্মা স্বীকার করে যে, আমরাই পূজ্য ছিলাম আবার আমরাই পূজারী হয়েছি। পূজ্য থেকে পূজারী আবারও পূজ্য হয়। বাবা তো আর পূজ্য বা পূজারী হন না। তোমরা বলবে, আমরা পূজ্য - পবিত্র দেবী - দেবতা ছিলাম, আবার ৮৪ জন্ম পরে সম্পূর্ণ পতিত পূজারী হয়ে যাই। এখন ভারতবাসী, যারা আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের ছিলো তারা নিজের ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তোমাদের এই কথা সর্ব ধর্মের মানুষ বুঝবে না, যারা এই ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে চলে গেছে, তারাই আবার ফিরে আসবে। এমন অনেকেই তো অন্য ধর্মে চলে গেছে। বাবা বলেন যে, যারা শিব আর অন্য দেবতাদের পূজারী, তাদের পক্ষে সহজ। অন্য ধর্মের যারা তারা অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে কিন্তু যারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তাদেরকে এই জ্ঞান স্পর্শ করবে। তারা এসেই বোঝার চেষ্টা করবে। না হলে অন্যরা মানবে না। আর্ম সমাজ থেকেও অনেকেই এসেছে। শিখরাও অনেকেই এসেছে। যারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের, যারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তাদের নিজের ধর্মে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে। বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যেও আলাদা - আলাদা বিভাগ আছে। তারা আবার নম্বরের ক্রমানুসারে আসবে। শাখাপ্রশাখাও বের হতে থাকবে। তারা পবিত্র হওয়ার কারণে তাদের প্রভাব সুন্দর হয়। এখন দেবী - দেবতা ধর্মের ভিত্তি নেই, তা আবারও তৈরী করতে হয়। ভাই - বোন তো অবশ্যই হতে হবে। আমরা এক বাবার সন্তান সমস্ত আত্মারা ভাই - ভাই। তারপর শরীরে ভাই - বোন হই। এখন যখন নতুন সৃষ্টির স্থাপনা হচ্ছে, তাই প্রথমে দিকে থাকে ব্রাহ্মণ। নতুন সৃষ্টির স্থাপনাতে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো অবশ্যই প্রয়োজন। ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হবে। একে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞও বলা হয়, এতে অবশ্যই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানদের অবশ্যই প্রয়োজন। তিনি হলেন গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। ব্রাহ্মণরা হলেন প্রথম নম্বরের শিখাধারী। আদম বিবি, আদম - ইভকে তো মানাও হয়। এই সময় তোমরা পূজারী থেকে পূজ্য তৈরী হচ্ছে। তোমাদের সবথেকে সুন্দর স্মরণিকা হলো দিলওয়ারা মন্দির। নীচে তপস্যায় বসে আছে, ওপরে রাজস্ব, আর এখানে তোমরা চৈতন্য রূপে বসে আছো। এই মন্দিরও ধংস হয়ে যাবে, আবারও ভক্তিমার্গে তৈরী হবে।

তোমরা জানো যে, এখন আমরা রাজযোগ শিখছি, তারপর আমরা নতুন দুনিয়াতে যাবো। ওইসব হলো জড় মন্দির আর তোমরা চৈতন্যে বসে আছো। মুখ্য মন্দির সঠিক বানানো হয়েছে। না হলে স্বর্গকে কোথায় দেখাবে, তাই উপরে স্বর্গকে দেখানো হয়। এর উপর তোমরা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো, বলা, ভারতই স্বর্গ ছিলো, এখন এই ভারত আবার নরক হয়ে গেছে। এই ধর্মের যারা, তারা চট করে বুঝতে পারবে। হিন্দুদের মধ্যেও দেখবে, অনেক প্রকার ধর্মে গিয়ে পড়েছে। তোমাদের সেখান থেকে বের হতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো, আর কোনো কথা বলাই উচিত নয়। যার এমন অভ্যাস নেই, তার তো কথা বলাই উচিত নয়। না হলে তারা বি.কের নাম বদনাম করে দেবে। যদি অন্য ধর্মের কেউ হয়, তাহলে তাদের বোঝানো উচিত

যে, তোমরা যদি মুক্তিধামে যেতে চাও, তাহলে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। নিজেকে পরমাত্মা মনে করো না। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা জন্ম - জন্মান্তরের পাপ থেকে মুক্ত হবে আর মুক্তিধামে চলে যাবে। তোমাদের জন্য এই 'মনমনাভব' মন্ত্রই যথেষ্ট, কিন্তু এইভাবে বোঝানোর জন্যও সাহসের প্রয়োজন। সিংহবাহিনী শক্তিরাই এই সেবা করতে পারে। সন্ন্যাসীরা বাইরে গিয়ে বিলেতের মানুষদের নিয়ে আসে যে, চলো তোমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করি। এখন তারা তো আর বাবাকে জানে না। ব্রহ্মকে ভগবান মনে করে বলতেন, একে স্মরণ করো। ব্যস, এমন মন্ত্র দিয়ে দিতো যেন কোনো পাখিকে খাঁচায় বন্ধ করে দিতো। তাই এমন বোঝানোতেই সময় লাগে। বাবা বলেছেন যে -- প্রত্যেক চিত্রের উপর যেন লেখা থাকে - শিব ভগবান উবাচঃ।

তোমরা জানো যে, এই দুনিয়াতে বাবা (ধনী) ছাড়া সকলেই অনাথ। তারা ডাকতে থাকে -- তুমিই মাতা - পিতা..... আত্মা, এর অর্থ কি? এমনই বলতে থাকে - তোমার কৃপায় আমরা সুখ লাভ করবো। বাবা এখন তোমাদের স্বর্গ সুখের জন্য পড়াচ্ছেন, যারজন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। যা তোমরা করবে, তাই পাবে। এই সময় তো সকলেই পতিত। পবিত্র দুনিয়া তো একমাত্র স্বর্গই, এখানে কোনো সতোপ্রধানই থাকতে পারে না। সত্যযুগে যারা সতোপ্রধান ছিলো, তারাই তমোপ্রধান - পতিত হয়ে যায়। ক্রাইস্টের পিছনে যে অনেক ধর্মের মানুষ আসে, তারা তো প্রথম সতোপ্রধান থাকবে, তাই না। যখন লাথের আন্দাজে হয়ে যায়, তখন বাদশাহী নেওয়ার জন্য লঙ্কর তৈরী হয়ে যায়। তাদের যেমন সুখও কম, দুঃখও কম। তোমাদের মতো সুখ তো আর কেউই পেতে পারবে না। তোমরা এখন তৈরী হচ্ছে, সুখধামে আসার জন্য। বাকি সব ধর্মের মানুষরা তো আর স্বর্গে যাবেই না। ভারত যখন স্বর্গ ছিলো, তখন তার মতো পবিত্র খণ্ড আর কোথাও ছিলো না। বাবা যখন আসেন, তখনই ঈশ্বরীয় রাজ্য স্থাপন হয়। ওখানে লড়াই ইত্যাদির কোনো কথাই নেই। লড়াই - ঝগড়া তো অনেক পরে শুরু হয়। ভারতবাসী এতো লড়াই করেনি। নিজেদের মধ্যে আপস করে অল্প লড়াই করে আলাদা হয়ে গেছে। দ্বাপর যুগ থেকে একে অপরের সঙ্গে লড়াই - ঝগড়া শুরু হয়েছে। এই চিত্র ইত্যাদি বানানোতেও অনেক বুদ্ধির প্রয়োজন। এও লেখা উচিত যে, ভারত, যা একদিন স্বর্গ ছিলো, তা কিভাবে নরকে পরিণত হয়েছে, তোমরা এসে বোঝো। ভারত একদিন সদগতিতে ছিলো, এখন তা দুর্গতিতে আছে। এখন আবার সদগতি প্রাপ্ত করার জন্য বাবা জ্ঞান দান করছেন। মানুষের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকে না। এই জ্ঞান থাকে পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যে। বাবা আত্মাদের এই জ্ঞান দান করেন। বাকি তো সব মানুষই মানুষকে জ্ঞান দেয়। শাস্ত্রও মানুষই লিখেছে, মানুষই তা পড়েছে। এখানে তো তোমাদের আত্মাদের পিতা এসে পড়ান, আর আত্মারাই এই পাঠ গ্রহণ করে। আত্মাই তো পাঠ গ্রহণ করে, তাই না। ওই লেখাপড়া তো মানুষই করে। পরমাত্মার তো শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করার কোনো দরকার নেই। বাবা বলেন যে, এই শাস্ত্র ইত্যাদি থেকে কারোরই সদগতি হতে পারে না। আমাদের নিজে এসেই সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এখন তো দুনিয়াতে কোটি - কোটি মানুষ। সত্যযুগে যখন লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো, তখন সেখানে নয় লাখ মানুষ ছিলো। ওখানে অনেক ছোটো ঝাড় হবে। তাহলে চিন্তা করে দেখো, এতো সব আত্মা কোথায় গেলো? ব্রহ্মতে বা জলে তো আর লীন হয়ে যায় নি। তারা সব মুক্তিধামে থাকে। প্রত্যেক আত্মাই অবিনাশী। তাদের মধ্যে অবিনাশী পাট ভরা আছে, যা কখনোই মুছে যেতে পারে না। আত্মা বিনাশ হয়ে যেতে পারে না। আত্মা তো হলো বিন্দু। বাকি নির্বাণ ইত্যাদিতে কেউই যায় না, সবাইকে এই অভিনয় করতেই হবে। সকল আত্মারা যখন এসে যায়, তখন আমি এসে সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। শেষের দিকেই হলো বাবার পাট। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা তারপর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ। এও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে। তোমরা আর্য সমাজের দলকে বোঝাবে, তো তাদের মধ্যে যারা যারা এই দেবতা ধর্মের হবে, তাদের টাচ হবে। বরাবর এই কথা তো ঠিক যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী কিভাবে হতে পারেন? ভগবান তো বাবা, তাঁর থেকে অবিনাশী আশীর্বাদ পাওয়া যায়। কোনো আর্য সমাজীও তো তোমাদের কাছে আসে, তাই না। তাদেরই চারাগাছ বলা হয়। তোমরা সবাইকে বোঝাতে থাকো, তারপর যারা তোমাদের কুলের হবে তারা এখানে এসে যাবে। ভগবান বাবাই তোমাদের পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেন। ভগবান উবাচঃ - আমাদের (মামেকম্) স্মরণ করো। আমিই পতিত - পাবন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, আর তোমরা মুক্তিধামে এসে যাবে। এই খবর হলো সর্ব ধর্মের জন্য। তোমরা বলো যে, বাবা বলেন - দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে এক আমাদেরই স্মরণ করো, তাহলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। আমি গুজরাটি, আমি অমুক, এখন এইসব ত্যাগ করো। নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো। এই হলো যোগ অগ্নি। খুব সাবধানে এই পদক্ষেপ নিতে হবে। সবাই তো বুঝবে না। বাবা বলেন যে - আমিই পতিত পাবন। তোমরা সকলেই হলে পতিত, নির্বাণধামে পবিত্র হওয়া ছাড়া কেউই যেতে পারে না। এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকেও বুঝতে হবে। সম্পূর্ণ বুঝতে পারলেই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। অল্প ভক্তি করলে অল্প জ্ঞান বুঝতে পারবে। অনেক ভক্তি করলে সম্পূর্ণ জ্ঞান বুঝতে পারবে। বাবা যা বোঝান তা ধারণ করতে হবে। বাণপ্রস্টীদের জন্য এ আরো সহজ। তারা গৃহস্থ জীবন থেকে পৃথক হয়ে যায়। বাণপ্রস্ট অবস্থা ৬০ বছরের পরে হয়। গুরুও তখনই করে। আজকাল তো

ছোটো অবস্থাতেও গুরু করিয়ে দেয় । না হলে প্রথমে বাবা তারপর টিচার তারপর ৬০ বছরের পরে গুরু করা হয় । বাবাই তো হলেন একমাত্র সদগতিদাতা, এই যে অনেক গুরুরা আছেন, তারা তো সদগতিদাতা ননই । এ তো সব অর্থ উপার্জনের যুক্তি, সংগুরু হলেন একজনই, যিনি সকলের সদগতি করান । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলি । এ সবই হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী । সিঁড়ি দিয়ে নামতেই হয় । জ্ঞান, ভক্তি, ভক্তির পরে হলো বৈরাগ্য । জ্ঞান যখন প্রাপ্ত হয় তখনই ভক্তির প্রতি বৈরাগ্য আসে । এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি তোমাদের বৈরাগ্য হয় । বাকি এই দুনিয়াকে ত্যাগ করে তোমরা কোথায় যাবে ? তোমরা জানো যে, এই দুনিয়াই শেষ হয়ে যাবে, তাই এখন অসীম জগতের এই দুনিয়ার প্রতি সন্ধ্যাস করতে হবে । পবিত্র হওয়া ব্যতীত ঘরে ফিরে যেতে পারবে না । আর এই পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রার প্রয়োজন । ভারতে রক্তের নদীর পরে আবারও দুধের নদী বইবে । বিষ্ণুকেও ক্ষীর সাগরে দেখানো হয় । বোঝানো হয় -- এই লড়াইয়ের দ্বারা মুক্তি এবং জীবনমুক্তির গেট খুলে যায় । বাচ্চারা, তোমরা যতো এগোতে থাকবে ততই আওয়াজ বের হতে থাকবে । এখন লড়াই লাগলো বলে । একটি আগুনের ফুলকি থেকে দেখো কি হয়েছিলো । বুঝতে পারে যে, লড়াই তো অবশ্যই লাগবে । এই লড়াই চলতেই থাকবে । একে অপরের সাহায্যকারী হয়ে যায় । তোমাদেরও নতুন দুনিয়ার প্রয়োজন তাই পুরানো দুনিয়ার অবশ্যই বিনাশ হওয়া চাই । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই পুরানো দুনিয়া এখন শেষ হয়ে যাবে, তাই এই দুনিয়ার প্রতি সন্ধ্যাস করতে হবে । দুনিয়া ত্যাগ করে কোথাও যেতে হবে না, কিন্তু একে বুদ্ধির দ্বারা ভুলতে হবে ।

২) নির্বাণধামে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে । এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে সম্পূর্ণ বুঝে নতুন দুনিয়াতে উচ্চ পদ লাভ করতে হবে ।

বরদান:- আলস্যের নিদ্রাকে ত্যাগ করে নিদ্রাজিৎ, চক্রবর্তী ভব*

সাক্ষাৎকার মূর্তি হয়ে ভক্তদের সাক্ষাৎকার করানোর জন্য বা চক্রবর্তী হওয়ার জন্য নিদ্রাজিৎ হও । যখন বিনাশকালের কথা ভুলে যায় তখনই আলস্যের নিদ্রা আসে । ভক্তদের ডাক শোনো, দুঃখী আত্মাদের দুঃখের ডাক শোনো, তুষার্ত আত্মাদের প্রার্থনার আওয়াজ শোনো, তাহলে কখনোই অমনোযোগের নিদ্রা আসবে না । তাই এখন সদা জাগ্রত জ্যোতি হয়ে আলস্যের নিদ্রাকে ত্যাগ করো, আর সাক্ষাৎকার মূর্তি হও ।

শ্লোগান:- তন - মন - ধন, মন - বাণী - কর্ম যে কোনো প্রকারে বাবার কর্তব্যে সহযোগী হও, তাহলে সহজযোগী হয়ে যাবে ।*

১৬-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- উঁচুপদ প্রাপ্তকারী বাচ্চাদের মুখ্য লক্ষণ কী হবে?

উত্তর:- ১) তারা সর্বদা শ্রীমতে চলতে থাকবে। ২) কখনো অবাধ্য হবে না। ৩) নিজেই নিজেকে রাজতিলক দেওয়ার জন্য পড়াশোনা করে দ্রুত অগ্রসর হবে। ৪) নিজের কখনও ক্ষতি করবে না। ৫) সকলের প্রতি দয়াবান আর কল্যাণকারী হবে। তাদের সার্ভিসের প্রতি অনেক আগ্রহ থাকবে। ৬) কখনও কোনও ঘৃণ্য কাজ করবেনা। লড়াই-ঝগড়া করবে না।

গীত:- তুমি রাত হারালে ঘুমিয়ে আর দিন হারালে খেয়ে, হীরে তুল্য এই মানব জন্ম কড়ি তুল্য হয়ে যায়...

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাচ্চারা আত্মিক বাবার সামনে বসে আছে। এখন এই ভাষাকে তো বাচ্চারা তোমরাই বুঝতে পারো, অন্য নতুন কেউ বুঝতে পারবে না। “হে আত্মিক বাচ্চা”- এইরকম কখনো কেউ বলতে পারবে না। বলতে আসবেও না। তোমরা জানো যে আমরা এখন আত্মিক বাবার সামনে বসে আছি। যে বাবাকে, যথার্থ রীতিতে কেউ জানেই না। যদিও নিজেদেরকে ভাই-ভাই মনে করে, আমরা সকলে হলাম আত্মা। বাবা হলেন এক, কিন্তু যথার্থ রীতিতে কেউই জানে না। যতক্ষণ না সম্মুখে এসে না বোঝে, ততক্ষণ বুঝবেই বা কি করে? তোমরাও যখন সম্মুখে আসো তখন বুঝতে পারো। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। তোমাদের পদবীও হল ব্রহ্মাবংশী ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। শিবের তো, সবাই হল আত্মা। তোমাদেরকে শিবকুমার বা শিবকুমারী বলা যাবে না। এই শব্দটি বলা ভুল হয়ে যায়। কুমারও আছে, আবার কুমারীও আছে। শিবের কাছে সবাই হল আত্মা। কুমার-কুমারী তখন বলা যাবে, যখন মানুষের বাচ্চা হবে। শিবের বাচ্চা তো নিরাকারী আত্মাই হবে। মূল বতনে সবাই আত্মা রূপেই থাকে, যাদেরকে শালিগ্রাম বলা যায়। এখানে (স্থূল সাকার বতনে) যখন আসে, তখনই কুমার কুমারী হয় লৌকিক শরীরে। বাস্তবে তোমরা হলে কুমার, শিব বাবার বাচ্চা। কুমারী আর কুমার তখন হয়, যখন শরীরে আসে। তোমরা হলে বিকে এইজন্য ভাই বোন বলে থাকো। এখন এই সময় তোমাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে। তোমরা জানো যে, বাবা আমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে নিয়ে যাবেন। আত্মা যত বাবাকে স্মরণ করবে, ততই পবিত্র হয়ে যাবে। আত্মারা ব্রহ্মা মুখের দ্বারা এই জ্ঞান পড়ছে। চিত্রতেও বাবার জ্ঞান পরিষ্কার ভাবে দেখানো হয়েছে। শিব বাবাই আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। না কৃষ্ণ পড়াতে পারে, আর না কৃষ্ণের দ্বারা বাবা পড়াবেন। কৃষ্ণ তো হল বৈকুণ্ঠের প্রিন্স। এটাও বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝাতে হবে। কৃষ্ণ তো স্বর্গে নিজের মা-বাবার সন্তান হবেন। স্বর্গবাসী বাবার সন্তান হবেন, তাই তিনি হবেন বৈকুণ্ঠের প্রিন্স। তাকেও কেউ জানেনা। কৃষ্ণ জয়ন্তীতে নিজের নিজের ঘরে কৃষ্ণের জন্য দোলনায় (ঝুলা) বানায় বা মন্দিরেতেও ঝুলা বানায়। মাতা-রা সেখানে গিয়ে গোলকের মধ্যে টাকা-পয়সা দান করে, পূজা করে। *আজকাল ক্রাইস্টকেও কৃষ্ণের মতো বানাতে থাকে। মুকুট আদি পরিয়ে মায়ের কোলে দিয়ে দেয়। যে রকম কৃষ্ণকে দেখানো হয়। এখন কৃষ্ণ আর ক্রাইস্টের রাশি তো হল এক। তারা শুধু কপি করতে থাকে। না হলে তো কৃষ্ণের জন্ম আর ক্রাইস্টের জন্মের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ক্রাইস্টের জন্ম কোনও ছোট বাচ্চা রূপে হয় না। ক্রাইস্টের আত্মা তো কারোর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে। বিশ্বের দ্বারা জন্ম হয় না। আগে ক্রাইস্টকে কখনো ছোট বাচ্চার রূপে দেখানো হত না। ক্রসের ওপর দেখানো হত। এইসব তো এখন দেখাচ্ছে। বাচ্চারা জানে যে, ধর্ম স্থাপককে কখনও এইরকমভাবে কেউ আঘাত করতে পারে না। তাহলে কাকে আঘাত করেছে ? যার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, তার দুঃখ প্রাপ্ত হয়েছে। সতোপ্রধান আত্মার দুঃখ কিভাবে প্রাপ্ত হবে ? তিনি কি এমন কর্ম করেছেন যার জন্য এত দুঃখ ভোগ করবেন ? আত্মাই সতোপ্রধান অবস্থাতে আসে, সকলের হিসেব-নিকেশ সমাপ্ত হয়ে যায়*। এই সময় বাবা সবাইকে পবিত্র বানাচ্ছেন। সেখান থেকে সতোপ্রধান আত্মা এসে দুঃখ ভোগ করতে পারে না। আত্মাই ভোগ করে তাই না। আত্মা শরীরে থাকে, তাই দুঃখ হয়। আমার কষ্ট হচ্ছে - এই কথাটি কে বলে? এই শরীরের মধ্যে কেউ থাকে। তারা তো আবার বলে দেয় যে, পরমাত্মা অন্তরে আছে, তো পরমাত্মা কি এইরকম বলবেন যে - আমার দুঃখ হচ্ছে। সকলের মধ্যে পরমাত্মা বিরাজমান থাকলে তো পরমাত্মা কিভাবে দুঃখ ভোগ করবেন? এসব কথা আত্মাই বলে থাকে। হে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের দুঃখ হরণ করো, আত্মা পারোলৌকিক বাবাকেই আহ্বান করে।

এখন তোমরা জেনে গেছ যে, বাবা এসে গেছেন, দুঃখ হরণ করার যুক্তি বলে দিচ্ছেন। আত্মা শরীরের সাথেই এভারহেল্ডী (চিরসুস্থ), ওয়েল্ডী (সম্পত্তিবান) হয়। মূল বতনে তো হেল্ডী ওয়েল্ডী বলা হয় না। সেখানে কি কোনও সৃষ্টি আছে নাকি!

সেখানে তো আছেই শান্তি। আত্মারা শান্তি স্বধর্মে স্থিত থাকে। এখন বাবা এসেছেন সকলের দুঃখ হরণ করে সুখ দিতে। তাই বাচ্চাদেরকেও বলা হয় যে - তোমরা আমার হয়েছ, তাই কাউকে দুঃখ দিও না। এটা হল যুদ্ধের ময়দান, কিন্তু গুপ্ত। আর সেটা হল প্রত্যক্ষ। এখানে যে গায়ন আছে যে, যুদ্ধের ময়দানে যার বীরগতি প্রাপ্ত হবে সে স্বর্গে যাবে। তারও অর্থ তোমাদেরকে বোঝাতে হবে। এই লড়াইয়ের মহত্ব দেখো কত বেশী! বাচ্চারা জানে যে, সেই লড়াইতে মারা গেলে কেউ স্বর্গে যেতে পারবে না। কিন্তু গীতাতে ভগবানুবাচ আছে, তাকে তো সবাই মানবে, তাইনা! ভগবান কাকে বলেছেন, সেই যোদ্ধাদের বলেছেন নাকি তোমাদের বলেছেন? উভয়কেই বলেছেন। তাদেরকেও বোঝাতে হবে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। এই সেবাও করতে হবে। এখন তোমরা স্বর্গে যদি যেতে চাও, তাহলে পুরুষার্থ করো, যুদ্ধক্ষেত্রে তো সকল ধর্মের আত্মারা থাকে, শিখ ধর্মাবলম্বীরা আছে, তারা তো শিখ ধর্মই যাবে। স্বর্গেতে তখনই আসতে পারবে, যখন তোমাদের ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে এসে জ্ঞান প্রাপ্ত করবে। যেরকম এই বাবার কাছে যদি কেউ আসতো, তো বাবা বোঝাতে যে, তোমরা যুদ্ধ করতে করতে শিব বাবাকে স্মরণে করবে, তাহলে স্বর্গে আসতে পারবে। কিন্তু এমন নয় যে স্বর্গের রাজা হতে পারবে। না, তাদেরকে বেশি কিছু বোঝানোও যায় না। তাদেরকে অল্প একটুই জ্ঞান বোঝানো যায়। যুদ্ধের সময় নিজের ইষ্ট দেবতাকে অবশ্যই স্মরণ করতে থাকে। শিখ হলে তো গুরু গোবিন্দের জয় বলবে। এরকম কেউ নেই যে নিজেকে আত্মা মনে করে পরমাত্মাকে স্মরণ করবে। তবে হ্যাঁ, যে বাবার পরিচয় নেবে সে স্বর্গে অবশ্যই আসবে। সকলের বাবা হলেন এক - পতিতপাবন। তিনি পতিত আত্মাদেরকে বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের পাপ নাশ হয়ে যাবে আর আমি যে সুখধামের স্থাপনা করছি সেখানে তোমরা আসতে পারবে। যুদ্ধের সময়ও শিব বাবাকে স্মরণ করলে স্বর্গে আসতে পারবে। ওই লৌকিক যুদ্ধের ময়দানের কথা অন্য, আর এখানে বাবা অন্য যুদ্ধের ময়দানের কথা বলেছেন। বাবা বলছেন যে, জ্ঞানের বিনাশ হয় না। সবাই তো হল শিব বাবার বাচ্চা। এখন শিব বাবা বলছেন যে, আমাকে স্মরণ করলে, তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে মুক্তিধামে। তারপর তো যে জ্ঞান শেখানো হয় সেটা পড়লেই তোমরা স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত করবে। কত সহজ, তাই না! স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা সেকেন্ডে প্রাপ্ত হয়ে যায়। আমি আত্মা বাবাকে স্মরণ করছি। যুদ্ধের ময়দানে তো খুশী-খুশীতে যেতে হবে। কর্ম তো করতেই হবে। দেশকে বাঁচানোর জন্য সবকিছু করতে হয়। সেখানে তো হলই এক ধর্ম। মতভেদের কোনও কথাই নেই। এখানে তো অনেক মতভেদ আছে। জল নিয়ে, জায়গা নিয়ে ঝগড়া। জল বন্ধ করে দেয়, তখন পাথর দিয়ে মারামারি শুরু হয়ে যায়। এক পরস্পরকে আনাজ না দিলে তো ঝগড়া হয়ে যায়।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা নিজেদের স্বরাজ্য স্থাপন করছি। পড়াশোনার দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত করছি। নতুন দুনিয়া অবশ্যই স্থাপন হবে, এই নেশা থাকলে তো অনেক খুশি আসবে। কোনও বিষয় নিয়ে লড়াই ঝগড়া আদির কোনও কথাই নেই। থাকতেও হবে খুব সাধারণ ভাবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা স্বশুর বাড়িতে যাচ্ছ, এইজন্য এখন বনবাসে থাকো। সমস্ত আত্মারাই যাবে, শরীর তো সেখানে যেতে পারে না। শরীরের অভিমানও ছেড়ে দিতে হবে। আমি হলাম আত্মা, ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। যারা ভারতবাসী আছো, বলো - ভারত একসময় স্বর্গ ছিল, এখন তো হল কলিযুগ। কলিযুগে আছে অনেক ধর্ম। সত্যযুগে একটাই ধর্ম ছিলো। ভারত পুনরায় স্বর্গ হবে। তারা বুঝতে পারে যে, ভগবান এসে গেছেন। কিছুদিন পরে তারা ভবিষ্যবাণীও করতে থাকবে। বায়ুমণ্ডল দেখবে, তাই না! তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। তিনি তো হলেন সকলের বাবা, তাই না! তাঁর উপর সকলেরই অধিকার আছে। বাবা বলছেন যে আমি এসেছি আর সবাইকে এটাই বলছি যে - এক আমাকেই স্মরণ করো তো তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এখন তো সাধারণ মানুষ মনে করে যে যেকোনো সময় যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। কালও শুরু হয়ে যেতে পারে। যুদ্ধ ভয়ংকর রূপ নিতে বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু বাচ্চারা তোমরা বুঝতে পারছ যে, এখনও আমাদের রাজধানী স্থাপন হয়নি, তাই বিনাশ কিভাবে হতে পারে। চারিদিকে বাবার পরিচয় দেওয়াও এখনও বাকি আছে। পতিত-পাবন বাবা বলছেন - আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এই খবর সকলের কানে পৌঁছে যাওয়া চাই। যদিও যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, বস্তুও পড়তে থাকে তবুও তোমাদের এই বিষয়ে নিশ্চয় আছে যে, আমাদের রাজধানী অবশ্যই স্থাপন হবে। ততক্ষণ বিনাশ হতে পারে না। বিশ্বতে শান্তি বলা হয়ে থাকে, তাই না! বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তো সমগ্র বিশ্বই শেষ হয়ে যাবে।

এটা হল বিশ্ববিদ্যালয়, সমগ্র বিশ্বকে তোমরা জ্ঞান প্রদান করো। এক বাবাই এসে সমগ্র বিশ্বকে পরিবর্তন করেন। তারা তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। তোমরা জানো যে এর আয়ু হল সম্পূর্ণ ৫ হাজার বছর। বলা হয় যে ক্রাইস্টের থেকে তিন হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিল। ইসলামী, বৌদ্ধি আদি সকলের হিসেব নিকেশ বের হয়। তাদের পূর্বে দ্বিতীয় আর কারো নাম ছিল না। তোমরা নির্ভুল ভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তারিখের হিসেবে সব কিছু প্রকাশিত করতে পারো। তাই তোমাদেরকে অনেক নেশায় থাকতে হবে। ঝগড়া আদির তো কোনও কথাই নেই। তারাই ঝগড়া করে যারা অনাথ হয়।

তোমরা এখন যে পুরুষার্থ করবে, ২১ জন্মের জন্য সেটা প্রালব্ধ হয়ে যাবে। লড়াই ঝগড়া আদি করলে উঁচু পদও প্রাপ্ত হবে না। শাস্তিও খেতে হবে। কোনও কথা থাকলে বা কোনও কিছুই প্রয়োজন হলে বাবার কাছে আসো, সরকারও বলে যে, নিজের হাতে আইন তুলে নিও না। কেউ বলে যে আমার বিদেশী বুট চাই। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, এখন তো বনবাসে আছো। সেখানে তোমরা অনেক কিছু প্রাপ্ত করবে। বাবা তো সত্য কথাই বোঝাবেন তাই না! নাকি এই কথা সত্য নয়? এখানে তোমরা এইসবের আশা কেন রাখছো? এখানে তো খুব সাধারণ হয়ে থাকতে হবে। না হলে তো দেহ অভিমান এসে যাবে, এখানে নিজের ইচ্ছানুসারে চलो না, বাবা যেটা বলেন, শরীর অসুস্থ হলে ডাক্তার আদিকেও ডাকেন, ওষুধ আদি দিয়ে সকলেরই দেখাশোনা তো হয়। তবুও প্রত্যেক কথাতে বাবা বসে আছেন। শ্রীমৎ তো শ্রীমতই আছে, তাইনা! নিশ্চয়ের মধ্যেই বিজয় আছে। তারা তো সবকিছুই বুঝতে পারে, তাই না! বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চললেই কল্যান হবে। নিজেরও কল্যান করতে হবে। কউকে মূল্যবান বানাতে পারছো না, তারমানে নিজের তো এক পয়সাও মূল্য থাকলো না। মূল্যবান হওয়ার যোগ্যতাই নেই। এখানে মূল্য না থাকলে তো সেখানেও মূল্য থাকবে না। সেবানারী বাচ্চাদের সেবা করার অনেক শখ থাকে। চক্র লাগাতে থাকে। সেবা না করলে তো তাদেরকে দয়াবান, কল্যাণকারী, কিছুই বলা যাবে না। বাবাকে স্মরণ না করলে তো ঘৃণ্য কাজ করতে থাকবে। পদও অনেক নিম্নমানের প্রাপ্ত হবে। এইরকম নয় যে, আমাদের তো শিব বাবার সাথে যোগ আছে। এরা তো হলই বিকে। শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারাই জ্ঞান শোনাতে পারেন। তাই শুধু শিব বাবাকে স্মরণ করলে তো মুরলী কিভাবে শুনবে, তাহলে রেজাল্ট কি হবে? না পড়লে তো কি পদ পাবে। এটাও জানো যে সকলের ভাগ্য উঁচু হবে না। সেখানে তো নম্বরের ক্রমানুসারে পদ প্রাপ্ত হবে। পবিত্র তো সবাইকে হতেই হবে। আত্মা পবিত্র না হলে শান্তিধাম যেতে পারবে না।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা সবাইকে এই জ্ঞান শোনাতে থাকো, কেউ যদি এখন নাও শোনে, পরে কিন্তু অবশ্যই শুনবে। এখন যতই বিঘ্ন, তুফান জোর কদমে আসুক না কেন তোমরা ভয় পেয়ো না, কেননা নতুন ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে, তাই না! তোমরা গুপ্ত রূপে রাজধানী স্থাপন করছো। বাবা সেবানারী বাচ্চাদের দেখে খুশি হচ্ছেন। তোমাদেরকে নিজেদেরকেই রাজ-তিলক দিতে হবে। শ্রীমতে চলতে হবে। এখানে বাবার অবাধ্য হয়ে চলতে পারবে না। অকারণে নিজের ক্ষতি করো না। বাবা বলছেন যে, বাচ্চারা! সেবানারী আর কল্যাণকারী হও। স্টুডেন্টদেরকে টিচার বলছেন যে - পড়াশোনা করে এগিয়ে চলো। ২১ জন্মের জন্য তোমাদের স্বর্গের স্কলার্শিপ প্রাপ্ত হয়। রাজধানীতে যাওয়া, এটাই হল সবথেকে বড় স্কলার্শিপ। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সঙ্গম যুগে তোমাদেরকে খুব সাধারণ হয়ে থাকতে হবে। কেননা এখন হল বনবাসে থাকার সময়। এখানে কোনও আশা রেখো না। কখনো নিজের হাতে আইন তুলে নিও না। লড়াই ঝগড়া আদি করো না।

২) বিনাশের পূর্বে নতুন রাজধানী স্থাপন করার জন্য সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে যে বাবা বলছেন - আমাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে।

বরদান:- বাবার দ্বারা সফলতার তিলক প্রাপ্ত করে সর্বদা আন্তোকারী হৃদয় সিংহাসনাসিন ভব*

ব্যখ্যা :- ভাগ্যবিধাতা বাবা প্রতিদিন অমৃতবেলায় নিজের আন্তোকারী বাচ্চাদেরকে সফলতা তিলক লাগিয়ে দেন। আন্তোকারী ব্রাহ্মণ বাচ্চারা কখনো পরিশ্রম বা কঠিন শব্দ মুখ দিয়ে তো কি, সংকল্পেও নিয়ে আসে না। তারা সহজ যোগী হয়ে যায় এইজন্য কখনো হৃদয় বিদীর্ণ হও না কিন্তু সর্বদা হৃদয় সিংহাসনধারী হও, দয়াবান হও, অহং ভাব আর সংশয় ভাবকে সমাপ্ত করো।

স্লোগান:- বিশ্ব পরিবর্তনের ডেট নিয়ে চিন্তা না করে, নিজের পরিবর্তনের সময়কে নির্ধারিত করো।*

১৭-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা বাবার সঙ্গে কোন্ একটি গুপ্ত কাজ করছো?

উত্তর:- আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম এবং দিব্য রাজধানীর স্থাপনা - তোমরা বাবার সঙ্গে গুপ্ত রূপে এই কাজ করছো। বাবা হলেন বাগানের মালিক, তিনি এসে কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগান বানাচ্ছেন। এই বাগানে কোনোরকম ভয়াবহ দুঃখদায়ী জিনিস থাকে না।

*গীত:- অবশেষে সেই দিন এলো আজ

ওম্ শান্তি। আত্মিক পিতা আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। যদিও বোঝাবেন শরীর দ্বারা। আত্মা শরীর ছাড়া কোনো কাজ করতে পারে না। আত্মিক পিতাকেও পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে শরীর গ্রহণ করতে হয়। এই যুগটি হল সঙ্গমযুগ, একে পুরুষোত্তম যুগও বলা হবে কারণ এই সঙ্গমযুগের পরে সত্যযুগ আসে। সত্য যুগ কেও পুরুষোত্তমযুগ বলা হবে। বাবা এসে স্থাপনা করেন পুরুষোত্তম যুগের। সঙ্গম যুগে আসেন অতএব ওই যুগটিও হলো পুরুষোত্তম যুগ। এখানেই বাচ্চাদেরকে পুরুষোত্তম বানানো হয়। তখন তোমরা পুরুষোত্তম নতুন দুনিয়ায় থাকো। পুরুষোত্তম অর্থাৎ উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ হলেন রাধে-কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণ। এই জ্ঞানও তোমাদের আছে। অন্য ধর্মের মানুষও স্বীকার করবে এরা হলেন স্বর্গের মালিক। ভারতের খুব মহিমা। কিন্তু ভারতবাসী নিজেরা জানে না। বলাও হয় - অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে কিন্তু স্বর্গ যে কি জিনিস, তা বুঝতে পারে না। নিজেরাই বলে স্বর্গে গেছে, তার মানে নরকে ছিলো। স্বর্গ তখন হবে যখন বাবা স্থাপন করবেন। স্বর্গ তো নতুন দুনিয়াকেই বলা হয়। দুইটি জিনিস আছে - স্বর্গ ও নরক। মানুষ তো স্বর্গের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। তোমরা বাচ্চারা জানো গতকাল স্বর্গ ছিলো, এদের রাজত্ব ছিলো পুনরায় বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো।

বাবা বলেন - মিষ্টি প্রিয় বাচ্চারা, তোমাদের আত্মা হল পতিত, তাই নরকে আছে। বলাও হয় এখন কলিযুগের ৪০ হাজার বছর বাকি আছে, তাহলে তো কলিযুগবাসী বলা হবে, তাইনা। এ হল পুরানো দুনিয়া। মানুষ ঘোর অন্ধকারে আছে। শেষে যখন আগুন লাগবে তখন সব শেষ হয়ে যাবে। তোমাদের প্রীত বুদ্ধি হলো নম্বুর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। যত প্রীত বুদ্ধি হবে ততই উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে। সকালে উঠে খুব ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। চোখে জলও আসবে ভালোবাসার, কারণ বহু বছর পরে বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে। বাবা এসে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদান করেন। আমরা ভব সাগরে ডুবে দুঃখী হয়েছি। এখন হল ঘোর নরক। এখন বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ চক্রের রহস্য বলেছেন। মূলবতন কি - সে কথাও এসে বলেছেন। প্রথমে তোমরা জানতে না, একেই বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। স্বর্গকে বলা হয় গার্ডেন অফ আল্লাহ, ফুলের বাগিচা। বাবাকে বাগানের মালিকও বলা হয়। তোমাদের ফুল থেকে কাঁটায় কে পরিণত করে? রাবণ। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো ভারত ফুলের বাগিচা ছিলো, এখন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। জঙ্গলে জন্তু জানোয়ার, বিছে ইত্যাদি থাকে। সত্যযুগে কোনো ভয়ঙ্কর জন্তু ইত্যাদি হয় না। শাস্ত্রে তো অনেক রকমের কথা লেখা আছে। কৃষ্ণকে সর্প দংশন করার কাহিনী আছে। কৃষ্ণকে পরে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। বাবা বুঝিয়েছেন ভক্তি একেবারেই আলাদা জিনিস, জ্ঞান সাগর হলেন একমাত্র বাবা। এমন নয় যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর হলেন জ্ঞানের সাগর। না, পতিত-পাবন একমাত্র জ্ঞান সাগরকে ই বলা হবে। জ্ঞানের দ্বারা ই মানুষের সদগতি হয়। সদগতির স্থান হলো দুটি - মুক্তিধাম এবং জীবনমুক্তিধাম। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, কিন্তু গুপ্ত রূপে। বাবা এসে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন, তাই সব আত্মারা নিজ নিজ মনুষ্য দেহরূপী পোশাক ধারণ করে আসে। বাবার নিজস্ব পোশাক তো নেই, তাই তাঁকে নিরাকার গড ফাদার বলা হয়। বাকি রা সবাই হলো সাকারী অর্থাৎ দেহধারী। তাঁকে বলা হয় ইনকরপরিয়াল গড ফাদার, ইনকরপরিয়াল আত্মাদের। তোমরা আত্মারাও সেখানে থাকো। বাবাও সেখানেই থাকেন। কিন্তু গুপ্ত রূপে। বাবা স্বয়ং এসে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। মূল বতনে কোনো দুঃখ নেই। বাবা বলেন একটি কথায় তোমাদের কল্যাণ নিহিত আছে - বাবাকে স্মরণ করো, "মন্বনাভব"। শুধু বাবার সন্তান হয়েছে, বাচ্চাদের অবিনাশী উত্তরাধিকারের জ্ঞান তো আছেই। অলঙ্কে স্মরণ করলে উত্তরাধিকার তো নিশ্চয়ই আছে - সত্যযুগী নতুন দুনিয়ার। এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে। অমরপুরীতে যেতেই হবে। তোমরা হলে পার্বতী, অমরনাথ তোমাদের অমরকথা শোনাচ্ছেন। কত মানুষ তীর্থে যায়, অমরনাথেও অনেকে যায়। সেখানে কিছুই নেই। সবই মিথ্যা। এক রত্তি

সত্য নেই। গায়নও আছে মিথ্যা কায়া মিথ্যা মায়া এরও অর্থ থাকা উচিত। এখানে শুধু মিথ্যা আছে। এই কথাটিও জ্ঞানের কথা। এমন তো নয় গ্লাসকে গ্লাস বলা মিথ্যা। যদিও বাবার বিষয়ে যা কিছু বলে সেসব মিথ্যে বলে। সত্য বলেন কেবল মাত্র বাবা। এখন তোমরা জানো বাবা এসে প্রকৃত সত্য-নারায়ণের কাহিনী শোনাচ্ছেন। হীরে মুক্তোও তো মিথ্যা হয় তাইনা। আজকাল মিথ্যার প্রদর্শন অনেক। মিথ্যার জাঁক জমক এমন থাকে যে সত্যের চেয়ে ভালো। এই মিথ্যা পাথর গুলি আগে ছিল না। পরে বিদেশ থেকে এসেছে। আসল নকল পাথর এমন মিশিয়ে দেয় যে বোঝা মুশকিল হয়ে যায়। তারপরে এমন জিনিসও আছে যা দিয়ে পরীক্ষা করা যায়। মুক্তোও সব নকল বেরিয়েছে কিছু বুঝতে পারবে না। বাচ্চারা এখন তোমাদের কোনো সংশয় থাকে না। সংশয় যাদের থাকে তারা তো এখানে আসে না। প্রদর্শনীতে অনেকে আসে। বাবা বলেন এখন বড় বড় দোকান খোলো, এই তোমাদের একমাত্র সত্যের দোকান। তোমরা প্রকৃত সত্য দোকান খোলো। বড় বড় সল্ল্যাসীদের বড় বড় দোকান থাকে, যেখানে বড় লোকেরা যায়। তোমরাও বড় বড় সেন্টার খোলো। ভক্তিমার্গের জিনিস হল একেবারেই আলাদা। এমন বলবেনা যে ভক্তি শুরু থেকে হয়ে আসছে। না। জ্ঞানের দ্বারা হয় সদগতি অর্থাৎ দিন। সেখানে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বিশ্বের মালিক ছিলে। মানুষ এই কথা জানে না যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন। সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী, অন্য কোনো ধর্ম থাকে না। বাচ্চারা গানও শুনেছে। তোমরা বুঝেছো শেষে আজ সপ্তমের সেই দিন এসেছে, যখন আমরা অসীম জগতের পিতার সঙ্গে দেখা করি। অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করি। সত্যযুগে তো এমন বলা হবে না - শেষে সেই দিন এলো আজ। তারা ভাবে - অনেক আনাজ থাকবে, আরও কত কিছু হবে। তারা ভাবে স্বর্গের স্থাপনা আমরা করছি। ভাবে স্টুডেন্টদের নতুন জেনারেশন, তারা খুব সাহায্য করবে তাই গভর্নমেন্ট অনেক পরিশ্রম করে তাদের উপরে। তারপরে তারা-ই আবার পাথর ইত্যাদি মারে। শোরগোল করার সময়ে স্টুডেন্ট রাই আগে থাকে। তারা খুব বুদ্ধিমান হয়। নতুন ব্লাড বলা হয়। এখন নতুন ব্লাড হওয়ার কথা নেই। ওই হল ব্লাড কানেকশন, এখন তোমাদের হলো রুহানী বা আত্মিক কানেকশন। এমন বলা হয় যে বাবা আমি আপনার দুই মাসের সন্তান। অনেক বাচ্চারা রুহানী জন্মদিন পালন করে। ঈশ্বরীয় জন্মদিনটি পালন করা উচিত। ওই দৈহিক জন্মদিন পালন বন্ধ করে দেওয়া উচিত। ব্রাহ্মণদেরই খাওয়াবো। পালন করা উচিত তাইনা। ওই হলো আসুরিক জন্ম, এই হলো ঈশ্বরীয় জন্ম। রাত-দিনের তফাৎ আছে, কিন্তু নিশ্চয় থাকলে বুঝবে। এমন নয়, ঈশ্বরীয় জন্মদিন পালন করে আসুরিক জন্মে চলে যাবে। এমনও হয়। ঈশ্বরীয় জন্ম পালন করতে করতে পালিয়েও যায় অনেকে। আজকাল তো বিবাহ বার্ষিকীও পালন করে, বিবাহ ইত্যাদিকে শুভ কার্য ভাবে। নরকে যাওয়ার দিনটিও পালন করে। ওয়ান্ডার ! তাইনা। বাবা বসে এই সব কথা বোঝান। এখন তোমাদের তো ঈশ্বরীয় জন্মদিন ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই পালন করতে হবে। আমরা শিববাবার সন্তান, আমরা জন্মদিন পালন করলে শিববাবাকেই স্মরণ করবো। যে বাচ্চারা নিশ্চয়বুদ্ধি হয় তাদের জন্মদিন পালন করা উচিত। তারা যেন আসুরিক জন্মকে ভুলে যায়। বাবা এই পরামর্শও দেন। যদি পাকা নিশ্চয়বুদ্ধি হয় তাহলে। আমরা তো বাবার আপন হয়েছি, দ্বিতীয় কেউ নয়, তাহলেই অন্তিম কালে যেমন মতি যেমন তেমনই গতি হয়ে যাবে। বাবার স্মরণে থেকে দেহ ত্যাগ করলে দ্বিতীয় জন্মটিও এইরকম হবে। তা নাহলে শেষ সময়ে যে নারীকে স্মরণ করে এই কথাও গ্রন্থ সাহেবে লেখা আছে। এখানে যদিও বলা হয় শেষ সময়ে যেন গঙ্গার ঘাট থাকে। এইসবই হলো ভক্তিমার্গের কথা। তোমাদেরকে বাবা বলেন দেহ ত্যাগ হলেও স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে থাকবে। বুদ্ধিতে বাবা এবং চক্র যেন স্মরণে থাকে। তাও যখন পুরুষার্থ করতে থাকবে তখন অন্তকালে স্মরণ থাকবে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো এবং বাবাকে স্মরণ করো কারণ বাচ্চারা তোমাদের ফিরে যেতে হবে অশরীরী হয়ে। এখানে পার্ট প্লে করতে করতে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছে। এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে। এই সময় আত্মা হলো অপবিত্র, তাহলে শরীর পবিত্র পাবে কীভাবে ? বাবা অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন, জহরী কিনা। খাদ গহনায় নয়, সোনায় দেওয়া হয়। ২৪ ক্যারেট থেকে ২২ ক্যারেট করতে হলে রূপো মেশাতে হবে। এখন তো সোনা ই নেই। সবার কাছে নিতে হচ্ছে। আজকাল টাকা গুলি কিরকম তৈরি করে দেখো। কাগজও নেই। বাচ্চারা বুঝেছে কল্প-কল্প এমন হয়ে এসেছে। পুরোপুরি পরীক্ষা করা হয়। লকার ইত্যাদি খোলা হয়। যেমনভাবে কারো চেকিং করা হয় ঠিক তেমনভাবে। গায়নও আছে - কারো ধন সম্পদ ধুলায় চাপা থাকবে.... আগুনও লাগবে ভীষণ ভাবে। তোমরা বাচ্চারা জানো এই সব হবে তাই ব্যাগ-ব্যাগেজ তৈরি করছো তোমরা ভবিষ্যতের জন্য। আর কেউ এই সব কথা জানে না, তোমরা ই তো অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো ২১ জন্মের জন্য। তোমাদের টাকা পয়সা দিয়েই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করা হচ্ছে, যেখানে তোমরা গিয়ে বাস করবে।

তোমরা বাচ্চারা নিজের পুরুষার্থ দ্বারা নিজেরাই রাজতিলক প্রাপ্ত করো। দীনের নাথ বাবা স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছেন কিন্তু সেই পদ প্রাপ্ত হবে তো নিজের পড়াশোনা দ্বারা। কৃপা বা আশীর্বাদ দ্বারা নয়। টিচারের ধর্ম হল পড়ানো। টিচাররা গভর্নমেন্টের কাছে বেতন নেয়। তাই নিশ্চয়ই পড়াবে। এমন বিশাল পুরস্কার প্রাপ্ত কর। পদমপতি হও। কৃষ্ণের চরণে পদ্ম দেখানো হয়। তোমরা এখানে এসেছো ভবিষ্যতে পদ্মপতি হতে। তোমরা খুব সুখী, ধনী, অমর হও। কালের উপরে জয়

লাভ কর। এই কথাগুলি মানুষ বুঝতে পারে না। তোমাদের আয়ু পূর্ণ হয়েছে, তোমরা অমর হয়ে যাও। তারা যদিও পাণ্ডবদের চিত্র বিশালকায় বানিয়েছে। তারা ভাবে পাণ্ডবরা এতই লম্বা ছিল। এখন পাণ্ডব হলে তোমরা। কতখানি তফাৎ রয়েছে রাত-দিনের। মানুষ তো বেশি লম্বা হয় না। ৬ ফুটের হয়। ভক্তিমার্গে সর্ব প্রথমে শিববাবার ভক্তি করা হয়। তাঁকে তো বিশাল দেখানো হয় না। প্রথমে শিববাবার অব্যভিচারী ভক্তি করা হতো। তারপরে দেবতাদের মূর্তি ইত্যাদি তৈরি হয়েছে। তাদের যদিও বিশাল চিত্র বানিয়েছে। তারপরে পাণ্ডবদের বিশালকায় চিত্র বানিয়েছে। এইসব কিছু পূজার জন্য বানানো হয়। লক্ষ্মীর পূজা বারো মাসে একবার হয়। জগৎঅম্বার পূজা রোজ করা হয়। এই কথাও বাবা বুঝিয়েছেন তোমাদের ডবল পূজা হয়। আমার তো শুধু আত্মা রূপে অর্থাৎ শিবলিঙ্গ রূপে পূজা হয়। তোমাদের শালিগ্রাম রূপেও পূজা হয় আবার দেবতা রূপেও পূজা হয়। যখন রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা হয় তখন অনেক শালিগ্রাম তৈরি করে, তাহলে কে বড়? তাই বাবা বাচ্চাদের নমস্কার করেন। কতখানি উঁচু পদ প্রাপ্ত করান।

বাবা খুবই গুহ্য কথা বলেন, তাই বাচ্চাদের অনেক খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। আমাদের ভগবান পড়ান ভগবান-ভগবতী তৈরি করার জন্য। অনেক ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। বাবার স্মরণে থাকলে ভালো স্বপ্ন দেখবে। সাক্ষাৎকারও হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের ঈশ্বরীয় আত্মিক জন্মদিন পালন করতে হবে, আত্মিক কানেকশন রাখতে হবে, ব্লাড কানেকশন নয়। আসুরিক দৈহিক জন্মদিন পালন ক্যানসেল করতে হবে, যেন স্মরণে না আসে।

২) নিজের ব্যাগ ব্যাগেজ ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করে রাখতে হবে। নিজের টাকা পয়সা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবায় সফল করতে হবে। নিজের পুরুষার্থ দ্বারা নিজেকেই রাজতিলক প্রদান করতে হবে।

বরদান:- স্মৃতির সুইচ অন করে সেকেন্ডে অশরীরী স্থিতির অনুভবকারী প্রীত বুদ্ধি ভব*
ব্যাখা: যেখানে প্রভু প্রীতি আছে সেখানে অশরীরী হওয়া এক সেকেন্ডের খেলার মতন। যেমন সুইচ অন করলেই অন্ধকার মিটে যায়। তেমনি প্রীত বুদ্ধি হয়ে স্মৃতির সুইচ অন করো, তাহলে দেহ এবং দেহের দুনিয়ার স্মৃতির সুইচ অফ হয়ে যাবে। এ হল সেকেন্ডের খেলা। মুখে বাবা বলতেও সময় লাগে কিন্তু স্মরণ করতে সময় লাগে না। এই বাবা শব্দটি হল পুরানো দুনিয়াকে ভুলবার আত্মিক বোমা।

স্লোগান:- দেহ অনুভূতি রূপী মাটির ভার থেকে উর্ধ্ব থাকো, তাহলে ডবল লাইট ফরিস্তা হয়ে যাবে।*

১৮-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- বাবা কোন্ বাচ্চাদেরকে বাধ্য (আদেশ পালনকারী) সন্তান বলেন?

উত্তর:- বাবার মুখ্য আদেশ হলো - বাচ্চারা, অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করো। যারা এই মুখ্য আদেশ পালন করে, ভোর-ভোর স্নান করে ফ্রেশ হয়ে ঐ শ্রেষ্ঠ সময়ে বাবাকে স্মরণ করে, তাদেরকেই বাবা সুপুত্র অথবা বাধ্য সন্তান বলেন। ওরাই ওখানে গিয়ে রাজা হবে। কুপুত্ররা তো ঝাড়ু দেবে।

ওম্ শান্তি। এই কথাটার অর্থ তো বাচ্চাদেরকে বুঝিয়েছি। 'ওম্' মানে 'আমি আত্মা'। সকলেই বলে যে জীবাত্মা তো অবশ্যই আছে। সকল আত্মার পিতা তো একজনই। শারীরিক পিতা আলাদা আলাদা হয়। *এটাও বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে লৌকিক পিতার কাছ থেকে সীমিত উত্তরাধিকার পাওয়া যায় আর অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে সীমাহীন উত্তরাধিকার পাওয়া যায়।* আজকাল মানুষ চায় যে বিশ্বে শান্তি আসুক। ছবি দেখিয়ে বোঝাতে হলে, শান্তি স্থাপনের জন্য কলিযুগের অস্তিম এবং সত্যযুগের আদিকালের মধ্যবর্তী সঙ্গমযুগে নিয়ে যেতে হবে। এটা হলো সত্যযুগের নতুন দুনিয়া, ওখানে একটাই ধর্ম থাকে তাই পবিত্রতা, সুখ, শান্তি বজায় থাকে। ওই দুনিয়াকে হেভেন বলা হয়। এই কথাগুলো সকলেই মানবে। নতুন দুনিয়ায় কেবলই সুখ থাকে, কোনো দুঃখ থাকে না। এগুলো কাউকে খুব সহজেই বোঝানো যায়। এই জগতেই শান্তি কিংবা অশান্তির বিষয় রয়েছে। ওটা তো নির্বাণধাম, ওখানে শান্তি কিংবা অশান্তির কোনো প্রশ্নই আসে না। বাচ্চারা, তোমরা যখন বক্তৃতা দাও, তখন প্রথমেই বিশ্ব-শান্তির প্রসঙ্গ তুলতে হবে। মানুষ শান্তি স্থাপনের জন্য অনেক চেষ্টা করে এবং তাদেরকে পুরস্কারও দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে এর জন্য এত জায়গায় দৌড়ানোর প্রয়োজন নেই। বাবা বলছেন, কেবল নিজের স্ব-ধর্ম বজায় রাখলেই শান্তি স্থাপন হয়ে যাবে। তোমরা হলে বাবার বাচ্চা, যিনি সদা শান্ত। তাঁর কাছ থেকেই শান্তির উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। কিন্তু এটাকে কখনোই মোক্ষ বলা যাবে না। স্বয়ং ভগবানও মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারেন না। তাঁকেও অবশ্যই তাঁর ভূমিকা পালন করতে হয়। তিনি বলছেন, আমি প্রত্যেক কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। সুতরাং, স্বয়ং ভগবানের ক্ষেত্রেও যেখানে মোক্ষ হয় না, সেখানে বাচ্চারা কিভাবে মোক্ষলাভ করবে? সারাদিন ধরে এই কথাগুলো নিয়েই বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন। তোমাদেরও অনেককে বোঝানোর অভ্যাস আছে। শিববাবা যখন বোঝান, তখন তোমরা ব্রাহ্মণরাই বোঝো। তোমাদেরকেই এই বিষয়গুলো নিয়ে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। সেবাস্থানে তো তোমরা বাচ্চারা রইয়েছে। তোমাদেরকে তো অনেকজনকে বোঝাতে হয়। দিনরাত সেবা করতে হবে। মিউজিয়ামে সারাদিন মানুষ আসতেই থাকে। রাত্রি ১০টা - ১১টা পর্যন্তও মানুষ আসে। কোথাও কোথাও ভোর ৪ টে থেকে সেবা শুরু করে দেয়। এখানে তো ঘরেই আছ, যখন খুশি স্মরণের জন্য বসতে পারো। কিন্তু সেন্টারে বাইরে থেকে এবং অনেক দূর থেকে মানুষ আসে। তাই তাদের জন্য বিশেষ সময় রাখতে হয়। এখানে তো বাচ্চারা যেকোনো সময় উঠতে পারে। কিন্তু তাই বলে এমন কোনো সময় রাখা উচিত নয় যে বাচ্চারা ওঠার পরেও তুলতে থাকে। তাই ভোরবেলার সময়টা নির্ধারণ করা হয়েছে। যাতে স্নান সেরে ফ্রেশ হয়ে আসতে পারে। কিন্তু এরপরেও যদি সঠিক সময়ে না আসে, তাহলে তাকে বাধ্য (আদেশ পালনকারী) বলা যাবে না। লৌকিক বাবারও সুপুত্র এবং কুপুত্র থাকে। অসীম জগতের পিতারও এইরকম সন্তান রয়েছে। সুপুত্ররা ওখানে গিয়ে রাজা হবে আর কুপুত্ররা গিয়ে ঝাড়ু দেবে। এখানেই সব বুঝতে পারা যায়। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী নিয়েও বোঝানো হয়েছে। কৃষ্ণের জন্মের সময়ে তো এই দুনিয়ায় স্বর্গ থাকে। একটাই রাজত্ব থাকে। বিশ্বে শান্তি থাকে। স্বর্গে খুব কম মানুষ থাকবে। ওটা হলো নতুন দুনিয়া। ওখানে কোনো অশান্তি হওয়া সম্ভব নয়। যখন এক ধর্ম থাকে, তখনই শান্তি বজায় থাকে। বাবা এসেই এই ধর্ম স্থাপন করেন। পরে যখন অন্যান্য ধর্ম স্থাপন হয়, তখন অশান্তি আরম্ভ হয়। ওখানে সবাই ১৬ কলা সম্পূর্ণ, তাই শান্তি বজায় থাকে। চাঁদ যখন সম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, তখন কত সুন্দর লাগে। তখন পূর্ণিমা বা ফুল মুন বলা হয়। ত্রেতাযুগে ৩/৪ অংশ হয়ে যায় অর্থাৎ আংশিক হয়ে যায়। দুই কলা কমে যায়। সম্পূর্ণ শান্তি তো সত্যযুগেই থাকে। দুনিয়া ২৫ শতাংশ পুরাতন হয়ে গেলে কিছু না কিছু ঝামেলা তো অবশ্যই হবে। দুই কলা কমে গেলে সৌন্দর্যও কমে যায়। স্বর্গে সম্পূর্ণ শান্তি থাকে আর নরকে সম্পূর্ণ অশান্তি হয়ে যায়। এখন মানুষ চাইছে সমগ্র বিশ্বে শান্তি আসুক। আগে কিন্তু এইরকম কথা শোনা যেত না যে বিশ্বে শান্তি আসুক। এখন এইরকম কথা শোনা যায় কারন এখন সত্যিসত্যিই বিশ্বে শান্তি স্থাপন হচ্ছে। আত্মা চায় যে বিশ্বে শান্তি আসুক। কিন্তু দেহের অভিমান থাকার জন্য মানুষ কেবল মুখেই বলে যে বিশ্বে শান্তি আসুক। এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। বাবা এসেই এইসব বোঝাচ্ছেন। বাবাকেই সবাই স্মরণ করে। তাঁর নাম হেভেনলি গড ফাদার। কিন্তু তিনি কখন

কোন রূপে এসে স্বর্গ স্থাপন করবেন, সেটা কেউই জানে না। কেউই জানে যে তিনি কিভাবে স্বর্গ স্থাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তো রচনা করা সম্ভব নয়। তাঁকে দেবতা বলা হয়। মানুষ দেবতাদেরকে প্রণাম করে। তাদের মধ্যে দিব্যগুণ থাকার জন্য তাদেরকে দেবতা বলা হয়। যেমন খুব গুণী কোনো মানুষকে দেবতুল্য বলা হয়। যারা সারাক্ষণ ঝগড়াঝাটি করে, তাদেরকে অসুর বলা হয়। বাচ্চারা জানে যে আমরা অসীম জগতের পিতার সামনে বসে আছি। তাই বাচ্চাদের আচরণ খুব সুন্দর হতে হবে। জ্ঞান পাওয়ার আগেও বাবা দেখেছেন যে ৬-৭ টা পরিবার একসঙ্গে ক্ষীরের মতো মিলেমিশে থাকে। কোথাও আবার ঘরে কেবল দুজন থাকলেও লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। তোমরা হলে ঈশ্বরের সন্তান। তাই আরো কতো মিলেমিশে ক্ষীরের মতো থাকা উচিত। একেবারে ক্ষীরের মতো সত্যযুগেই হবে, কিন্তু এখানে তোমরা ঐরকম হওয়ার শিক্ষা পাচ্ছ। তাই খুব ভালোবেসে থাকা উচিত। বাবা বলছেন, আন্তরিক ভাবে নিরীক্ষণ করে দেখ যে কোনো বিকর্ম করিনি তো ? কাউকে দুঃখ দিইনি তো ? কিন্তু কেউই এইভাবে বসে বসে নিজেকে নিরীক্ষণ করে না। কথাগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে। *তোমরা বাচ্চারা হলে সমগ্র বিশ্বে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত। তোমরা যদি নিজের বাড়িতেই অশান্তি করতে থাকো, তবে শান্তি স্থাপন কিভাবে করবে ?* লৌকিক পিতার সন্তান যদি খুব স্বালাতন করে, তাহলে বলা হয় - এইরকম বাচ্চা থাকার থেকে না থাকাই ভালো। যদি কখনো খারাপ অভ্যাস তৈরী হয়ে যায়, তাহলে সেটা ধীরে ধীরে আরো কড়া হয়ে যায়। তখন এই বোধটাই আর থাকে না যে আমরা হলাম অসীম জগতের পিতার সন্তান, আমাদেরকে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে হবে। তোমরা শিববাবার সন্তান। যদি শান্ত থাকতে না পারো, তাহলে শিববাবার কাছে এসো। তিনি হলেন হীরা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে শান্ত থাকার উপায় বলে দেবেন। অনেকেই আছে যাদের আচরণ মোটেই দেবতা ঘরানার নয়। তোমরা এখন ফুলের দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ। এই দুনিয়াটা খুব নোংরা, একদম বেশ্যালয়। এই দুনিয়ার প্রতি ঘেল্লা আসা উচিত। নতুন দুনিয়া স্থাপন হলেই বিশ্বে শান্তি আসবে। সঙ্গমযুগে শান্তি হওয়া সম্ভব নয়। এখানে সবাই শান্ত হওয়ার পুরুষার্থ করছে। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ না করলে শান্তি পেতে হবে। আমার সঙ্গে তো ধর্মরাজও রয়েছেন। যখন হিসাবপত্র মেটানোর সময় আসবে, তখন অনেক মার খেতে হবে। কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। শরীর খারাপ হওয়াটাও তো কর্মফল। বাবার ওপরে আর কেউ নেই। তিনি বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, তোমরা ফুলের মতো হয়ে গেলে খুব উঁচু পদ পাবে। নাহলে কোনো লাভ নেই। যে ভগবানকে, বাবাকে অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করলে, তাঁর কাছ থেকে যদি উত্তরাধিকারই না নিলে, তাহলে তাঁর সন্তান হয়ে কি করলে ? কিন্তু ড্রামা অনুসারে তো এরকমও হবে। বোঝানোর অনেক রকম উপায় রয়েছে। সত্যযুগেই সমগ্র বিশ্বে শান্তি ছিল, যেখানে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিল। এখন সব জায়গাতেই অশান্তি। তাই লড়াই তো অবশ্যই হবে। তারপর সত্যযুগে পুনরায় কৃষ্ণ আসবে। বলা হয়, কলিযুগে দেবতাদের ছায়াও পড়ে না। তোমরা বাচ্চারাই এখন এইসব কথা শুনছ। তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এগুলোকে ধারণ করতে হবে। এর জন্য সারাজীবন লেগে যায়। বলা হয় - সারাজীবন ধরে বোঝালাম, কিন্তু তাও বুঝল না।

অসীম জগতের পিতা বলছেন - আগে এই মূখ্য বিষয়টা বোঝাও যে জ্ঞান আলাদা আর ভক্তি আলাদা। অর্ধেক কল্প হলো দিন আর অর্ধেক কল্প হলো রাত্রি। শাস্ত্রে তো কল্পের আয়ুকেই ভুল লিখে দিয়েছে। তাই অর্ধেক করা সম্ভব হয়নি। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কোনো শাস্ত্র না পড়ে থাকে, তাহলে খুবই ভালো। শাস্ত্র জানা থাকলে সে সংশয় প্রকাশ করবে, অনেক প্রশ্ন করবে। বাস্তবে বাণপ্রস্থ অবস্থায় এলেই মানুষ ভগবানকে স্মরণ করে। কারোর মতামত অনুসরণ করে। তারপর গুরু যেভাবে শেখাবে সেইরকম করে। ভক্তি করা শেখানো হয়। এমন কোনো গুরু নেই যে ভক্তি করা শেখাবে না। ওদের মধ্যে ভক্তির শক্তি থাকার জন্যই ওদের এতো অনুগামী হয়। অনুগামীদের ভক্ত বা পূজারী বলা হয়। এই দুনিয়ায় সকলেই পূজারী। ওখানে কেউই পূজারী হবে না। ভগবান নিজে কখনোই পূজারী হন না। এইরকম অনেক পয়েন্ট বোঝানো হয়। বাচ্চারা, ধীরে ধীরে তোমাদের মধ্যেও বোঝানোর শক্তি আসবে। তোমরা এখন সবাইকে বলছ যে শ্রীকৃষ্ণ আসছেন। সত্যযুগে তো শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই থাকবে। নাহলে বিশ্বের ইতিহাস ভূগোলের পুনরাবৃত্তি কিভাবে হবে ? কেবল শ্রীকৃষ্ণই তো নয়, ওখানে রাজা রানী যেরকম হবে, প্রজারাও সেইরকম হবে। এটাও বোঝার বিষয়। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ যে আমরা হলাম বাবার বাচ্চা। বাবা এখন উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। সকলেই তো স্বর্গে আসবে না। ত্রেতাযুগেও সকলে আসবে না। ধীরে ধীরে বৃষ্ণের বিস্তার হবে। এটা হলো মনুষ্য সৃষ্টির বৃষ্ণ। ওখানে আছে আত্মাদের বৃষ্ণ। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন, শংকরের দ্বারা বিনাশ এবং তারপর পালনের কর্তব্য তো এখানেই হয়। বুঝে শুনে শব্দের প্রয়োগ করতে হবে। কিভাবে এই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হয় সেটা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রয়েছে এবং তার জন্য বাচ্চাদের নেশাও আছে। কিভাবে রচনা হয়। এখন তো খুব ছোট নতুন রচনা। এটা অনেকটা ডিগবাজি খেলার মতো। প্রথমে সবাই শূদ্র থাকে, তারপর বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। ব্রাহ্মণ হলো টিকি। ডিগবাজি খাওয়ার সময়ে পা এবং টিকির এক জায়গায় চলে আসে। আগে তো ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন। ব্রাহ্মণদের যুগ খুবই ছোট যুগ। তারপর আসে দেবতার। বর্ণের বিষয়ে বোঝানো আছে

বলে এই ছবিটাও খুব কাজে লাগে। এই ছবিটা দিয়ে খুব সহজেই বোঝানো যায়। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রূপ। বোঝানোর সময়ে কত আনন্দ হয়। যখন ব্রাহ্মণরা থাকে, তখন এখানে অন্যান্য সকল ধর্ম থাকে। শূদ্রদের থেকেই ব্রাহ্মণদের চারা রোপন করা হয়। মানুষ তো বৃক্ষের চারা লাগায়। বাবা সমগ্র বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্য চারা রোপন করেন। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। আমাদেরকে ক্ষীরের মতো মিলেমিশে থাকতে হবে। কাউকে দুঃখ দেওয়া যাবে না।

২) আন্তরিক ভাবে নিরীক্ষণ করতে হবে যে আমার দ্বারা কোনো বিকর্ম হচ্ছে না তো ! অশান্ত হওয়ার কিংবা অশান্তি সৃষ্টি করার অভ্যাস নেই তো ?

বরদান:- “কেবল বাবা, আর কেউ নয়” - এই স্মৃতির দ্বারা বন্ধনমুক্ত, যোগযুক্ত ভব*

এখন ঘরে যাওয়ার সময়, তাই বন্ধনমুক্ত এবং যোগযুক্ত হও। বন্ধনমুক্ত মানে লুজ ড্রেস, টাইট নয়। অর্ডার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়ে যাওয়া। এইরকম বন্ধনমুক্ত, যোগযুক্ত অবস্থার বরদান পাওয়ার জন্য সর্বদা এই প্রতিগুণটা স্মরণে রাখতে হবে যে - “কেবল বাবা, আর কেউ নয়”। কারণ ঘরে যাওয়ার জন্য কিংবা সত্যযুগের রাজধানীতে আসার জন্য এই শরীরটাকে তো ত্যাগ করতে হবে। তাই চেক করো যে এইরকম এভার রেডি হয়েছি নাকি এখনো কিছু দড়ি বাঁধা আছে ? এই পুরাতন বস্ত্রটা টাইট নয়তো ?

স্লোগান:- ব্যর্থ সংকল্প রূপী অতিরিক্ত ভোজন না করলে মোটা হওয়ার রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।*

১৯-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:- তোমরা অর্থাৎ বার্তাবাহক বা ঈশ্বরীয় দূতের বাচ্চাদের, কোন্ একটি ব্যাপার ছাড়া আর কোনো ব্যাপারেই আরগু (তর্ক) করতে নেই?*
- *উত্তর:- তোমরা অর্থাৎ ম্যাসেঞ্জারের বাচ্চারা সকলকে এই ম্যাসেজ দাও যে, নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো, তবে এই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। এই চিন্তাই রাখো, বাকি অন্যান্য ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ার মধ্যে কোনো লাভ নেই। তোমাদের শুধু বাবার পরিচয় সকলকে দিতে হবে, যাতে তারা আস্থিক হয়ে ওঠে। রচয়িতা বাবাকে যখন বুঝে যাবে তখন রচনাকে বুঝতে পারা সহজ হয়ে যাবে।*
- *গীত:- আমাদের তীর্থ হলো অনুপম.....*

ওম্ শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা জানে যে, আমরা হলাম সত্য তীর্থবাসী। সত্যিকারের পাণ্ডা আর আমরা অর্থাৎ ওঁনার বাচ্চারাও সত্য তীর্থে চলেছি। এটা হলো মিথ্যা দেশ অথবা পতিত দেশ। এখন সত্যভূমি বা পবিত্রভূমিতে চলেছি। মানুষ তীর্থ যাত্রায় যেমন যায়, কোনো-কোনো বিশেষ যাত্রা করানো হয় যেখানে যে কেউ যেতে পারে। এটাও হলো যাত্রা, এখানে তখনই যাওয়া যায় যখন কিনা সত্য পাণ্ডা নিজে আসেন। তিনি আসেন প্রতি কল্পের সঙ্গমে। এতে না ঠান্ডা না গরমের কোনো ব্যাপার আছে। না ধাক্কা খাওয়ার কোনো ব্যাপার আছে। এটা তো হলো স্মরণের যাত্রা। সেই যাত্রাতে সন্ন্যাসীরাও যায়। সত্যি-সত্যি যাত্রা তারাই করতে পারে, যারা পবিত্র থাকে। তোমাদের মধ্যে সকলেই যাত্রার মধ্যে আছে। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। সত্যি-সত্যি ব্রহ্মকুমার-কুমারীরা কারা? যারা কখনোই বিকারের বশীভূত হয় না। পুরুষার্থী তো অবশ্যই হলো। যদি মনেও সংকল্প আসে, মুখ্য হলোই বিকারের কথা। কেউ জিজ্ঞাসা করলো সত্যিকারের ব্রাহ্মণ কতজন আছে আপনার কাছে? বলা, এটা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। এই কথাতে আপনার কি আর পেট ভরবে। যাত্রী হন। যাত্রা করতে পারার মতো কতো আছে, এটা জিজ্ঞাসা করার মধ্যে কোনো লাভ নেই। ব্রাহ্মণ তো কেউ সত্যিকারেরও আছে, তো মিথ্যেও আছে। আজ সত্যিকারের আছে, কাল মিথ্যা হয়ে যাবে। বিকারে গেলে তো ব্রাহ্মণ দাঁড়ালো না। আবার শূদ্রেরও শূদ্র হয়ে গেল। আজ প্রতিজ্ঞা করে কাল বিকারের বশে নীচে নেমে গিয়ে অসুর হয়ে ওঠে। এখন এই কথা কতোক্ষণ বসে বোঝাবো। এতে পেট তো ভরবে না, বা মুখ মিষ্টি হবে না। এখানে আমরা বাবাকে স্মরণ করি আর বাবার রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানি। এছাড়া আর কোনো ব্যাপারেই কিছু নেই। বলা, এখানে বাবার স্মরণ শেখানো হয় আর পবিত্রতা হলো মুখ্য। যারা আজ পবিত্র হয়ে আবার অপবিত্র হয়ে যায়, তো তারা আর ব্রাহ্মণই থাকে না। সেই হিসাব কতোক্ষণ ধরে বসে শোনাবো। এরকম তো অনেকে নীচে নামতে থাকে মায়ার ঝড়ের দাপটে, সেইজন্য ব্রাহ্মণের মালা তৈরী হতে পারে না। আমরা তো ঈশ্বরীয় দূতের বাচ্চারা ঈশ্বরীয় সংবাদ শোনাই, ম্যাসেঞ্জারের বাচ্চা-ম্যাসেজ দিই। নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো, তবে এই যোগ অগ্নির দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। এই চিন্তাই রাখো। এছাড়া প্রশ্ন তো প্রচুর মানুষ জিজ্ঞাসা করবে। একটা ব্যাপার ছাড়া আর অন্য কোনো ব্যাপারে গেলে লাভই নেই। এখানে তো এটাই জানার আছে যে, নাস্তিক থেকে আস্থিক, নির্ধন থেকে ধনি কীভাবে হলো, যে ধনীর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে- এটা জিজ্ঞাসা করো। বাকি তো সবাই হলো পুরুষার্থী। বিকারের ব্যাপারেই অনেকে ফেল করে। অনেক দিন পরে স্ত্রীকে দেখলে..... তো সে কথা আর জিজ্ঞাসা করার না। কারোর মদের নেশা অভ্যাস হয়ে যায়, তীর্থে গেলে মদ অথবা বিড়ির অভ্যাস যাদের আছে তারা ওসব ছাড়া থাকতে পারে না। লুকিয়েও পান করে। কিই বা আর করতে পারে! অনেকে আছে যারা সত্যি বলে না। লুকিয়ে রাখে।

বাবা বাচ্চাদের যুক্তি বলতে থাকেন যে, কীভাবে যুক্তির সাথে উত্তর দেওয়া উচিত। একমাত্র বাবার পরিচয়ই দেওয়া উচিত, যাতে মানুষ আস্থিক হয়ে ওঠে। প্রথমে যতক্ষণ পর্যন্ত না বাবাকে জানা গেছে ততক্ষণ কোনো প্রশ্ন করাই হলো ফালতু। এই রকম অনেকে আসে, কিছুই বোঝে না। শুধু শুনতে থাকে, লাভ কিছুই নেই। বাবাকে লেখে হাজার দুই হাজার এসেছে, এদের মধ্যে দুই-একজন বোঝার জন্য আসতে থাকে। অমুক-অমুক বড় মানুষ আসতে থাকে, আমরা বুঝতে পেরে যাই, তাদের যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়ার ছিলো সেটা প্রাপ্ত হয়নি। সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হলে বুঝবে এরা তো ঠিক বলে, আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তিনি অধ্যয়ণ করান। বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে আমাদের স্মরণ করো। এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হয়ে ওঠো। যে পবিত্র থাকে না সে ব্রাহ্মণ নয়, শূদ্র। এটা হলো লড়াই এর

ময়দান। বৃষ্ণ বৃদ্ধি পেতে থাকে আর ঝড়ের ঝাপটাও লাগবে। অনেক পাতা ঝড়েও যাবে। কে বসে গুণবে যে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ কে আছে? সত্য সে-ই যে কখনো শূদ্র হয় না। সামান্যতমও দৃষ্টি যায় না অপরের প্রতি। অস্তিমকালে কর্মাজীত অবস্থা হয়। লক্ষ্য অনেক উঁচু। মনেও যেন না আসে, সেই অবস্থা অস্তিমকালে হবে। এই সময় একজনেরও ঐরকম অবস্থা নেই। এই সময় সবাই হলো পুরুষার্থী। নীচে- উপরে হতে থাকে। চোখের ব্যাপারই হলো মুখ্য। আমরা হলো আত্মা, এই শরীর দ্বারা ভূমিকা পালন করি - এই অভ্যাস দৃঢ় হওয়া উচিত। রাবণ রাজ্য যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ যুদ্ধ চলতে থাকবে। শেষে কর্মাজীত অবস্থা হবে। তোমাদের ক্রমশ ফিলিং(অনুভূতি) আসবে, বুঝতে পারবে ক্রমশ। এখন তো বৃষ্ণ অনেক ছোটো, ঝড়ের দাপটে থাকে, পাতা ঝড়তে থাকে। যারা কাঁচা তারা ঝড়ে পড়ে যায়। প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো- আমার অবস্থা কতো পর্যন্ত? এছাড়া যে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, ওসব ব্যাপারে বেশী যেওই না। বলো, আমরা বাবার শ্রীমত অনুযায়ী চলছি। সেই অসীম জগতের পিতা এসে অসীম জগতের সুখ প্রদান করেন অথবা নূতন দুনিয়া স্থাপন করেন। সেখানে সুখই থাকে। যেখানে মানুষ বসবাস করে সেটাকেই দুনিয়া বলা হয়। নিরাকারী ওয়ার্ল্ডে আত্মারা থাকে, তাই না! এটা কারোরই বুদ্ধিতে নেই যে, আত্মা কীভাবে বিন্দু হলো। এটাও প্রথমে নূতন কাউকে বোঝাতে নেই। প্রথমেই তো বোঝাতে হবে- অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। ভারত পবিত্র ছিলো, এখন পতিত হয়েছে। কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ আসতে হবে। দ্বিতীয় কেউ বুঝতে পারে না, বি.কে.রা ব্যাজীত। এটা হলো নূতন রচনা। বাবা পড়াচ্ছেন- এই বোধটা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। কোনো ডিফিকাল্টি ব্যাপার নয়, কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয়, বিকর্ম করিয়ে দেয়। অর্ধ- কল্প ধরে বিকর্ম করার অভ্যাস হয়ে গেছে। সেই সব আসুরিক অভ্যাস ছেড়ে দিতে হবে। বাবা নিজে বলেন- সবাই হলো পুরুষার্থী। কর্মাজীত অবস্থা পাওয়ার জন্য অনেক সময় লাগে। ব্রাহ্মণ কখনো বিকারের বশীভূত হয় না। যুদ্ধের ময়দানে চলতে চলতে পরাজিত হয়ে যায়। এই প্রশ্নতে কোনো লাভ নেই। প্রথমে নিজের প্রকৃত বাবাকে স্মরণ করো। আমাদেরকে শিববাবা পূর্ব- কল্পের ন্যায় আদেশ দিয়েছেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো। এটা হলো সেই লড়াই। বাবা হলেন এক, কৃষ্ণকে বাবা বলা হবে না। কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। রঙ থেকে রাইট করতে সক্ষম হলেন বাবা, তাই তো ওনাকে ট্রুথ (সত্য) বলা হয়! এই সময় তোমরা বাচ্চারাই সমগ্র সৃষ্টির রহস্যকে জানতে পারো। সত্যযুগে হলো ডিটি(দৈবী) ডিনায়েস্টি(রাজত্ব)। রাবণ রাজ্যে হলো আবার আসুরিক ডিনায়েস্টি। সঙ্গমযুগ ক্রীয়ার করে দেখাতে হবে, এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। ওই দিকে দেবতারা, এই দিকে অসুর। এছাড়া তাদের লড়াই হয়নি। লড়াই হলো তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের - বিকারের সাথে, একে লড়াই বলবে না। সবচেয়ে বড় হলো কাম বিকার, এটা হলো মহাশত্রু। এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে পারলেই তোমরা জগতজীত হবে। এই বিশ্বের উপরই অবলারা মার খায়। অনেক প্রকারের বিঘ্ন পড়ে। মূল কথা হলো পবিত্রতার। পুরুষার্থ করতে করতে, ঝড়ের দাপটে আসতে আসতে তোমাদের বিজয় প্রাপ্ত হবে। মায়া ক্লান্ত হয়ে যাবে। যারা কুস্তির পালায়ান হয়, তারা দ্রুত সন্মুখীন হতে পারে। তাদের ধাক্কাই হলো ভালো ভাবে লড়াই করে বিজয়ী হওয়া। পালায়ানদের খুব নাম হয়। পুরস্কার পায়। তোমাদের তো এটা হলো গুপ্ত ব্যাপার। তোমরা জানো যে আমরা, এই আত্মারা পবিত্র ছিলাম। এখন অপবিত্র হয়েছি আবার পবিত্র হতে হবে। এই ম্যাসেজ সকলকে দিতে হবে আর যে কেউ প্রশ্ন করলে, তোমাদের এই ব্যাপারে যেতেই নেই। তোমাদের হলোই আত্মিক ব্যবসা। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের মধ্যে বাবা গুণান ভরে ছিলেন, প্রালব্ধ পরে পেয়েছি, গুণান শেষ হয়ে গেছে। এখন আবার বাবা গুণান ভরে দিচ্ছেন। তাছাড়া নেশাতে থাকো, বলো বাবার ম্যাসেজ দিচ্ছি যে, *বাবাকে স্মরণ করো তবে কল্যাণ হবে।* তোমাদের ব্যবসাই হলো আত্মিক (রুহানী)। সর্বপ্রথম কথা হলো বাবাকে জানো। একমাত্র বাবা হলেন গুণানের সাগর। তিনি কি আর কোনো বই শোনান! বাইরের দুনিয়ায় যারা ডক্টর অফ ফিলসফি ইত্যাদি হন, তারা বই পড়ান। ভগবান তো হলেন নলেজফুল। ওঁনার সৃষ্টির আদি-মধ্য - অন্তের নলেজ আছে। তিনি কিছু পড়েছেন কি? তিনি তো সব বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি জানেন। বাবা বলেন, আমার পার্ট হলো তোমাদের নলেজ বোঝানোর। গুণান আর ভক্তির কন্ট্রাস্ট আর কেউ বলতে পারবে না। এটা হলো গুণানের অধ্যয়ণ। ভক্তিকে গুণান বলা যাবে না। সকলের সঙ্গতিদাতা হলেন একমাত্র বাবা। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি অবশ্যই রিপোর্ট হবে। পুরানো দুনিয়ার পরে আবার নূতন দুনিয়া অবশ্যই আসে। বাচ্চার, তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের পুনরায় অধ্যয়ণ করান। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো, সমস্ত জোর এরই উপর। বাবা জানেন যে, অনেক ভালো-ভালো নামী-দামি বাচ্চার এই স্মরণের যাত্রাতে খুবই দুর্বল আর যারা নামী-দামি নয়, বন্ধনে থাকা, গরীব, তারা স্মরণের যাত্রাতে অনেক বেশী থাকেন। প্রত্যেকে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে- আমি বাবাকে কতো সময় স্মরণ করি? বাবা বলেন - বাচ্চার, তোমরা যতটা সম্ভব আমাকে স্মরণ করো। ভিতরে-ভিতরে খুব উৎফুল্ল থাকো। ভগবান পড়ান, তাই কতো খুশী হওয়া উচিত। বাবা বলেন, তোমরা পবিত্র আত্মা ছিলে আবার শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করতে-করতে পতিত হয়েছে। এখন আবার পবিত্র হতে হবে। আবার সেই দৈবী ভূমিকা পালন করতে হবে। তোমরা তো হলে দৈবী ধর্মের! তোমরাই ৭৪ জন্মের চক্রে আবর্তিত হয়েছে। সব সূর্যবংশীরাও কি আর ৮৪ জন্ম নেয়! পরে আসতে থাকে যে! নইলে তো হঠাৎ করে সকলে এসে যাবে। সকালে উঠে বুদ্ধি দ্বারা কোনো কাজ করলে বুঝতে

পারবে। বাচ্চাদেরই বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। শিববাবা তো বলেন না। তিনি তো বলেন ড্রামা অনুসারে যা কিছু শোনাই, সেটাই মনে করো যে পূর্ব-কল্পের ন্যায় বুদ্ধিযেছি, ওটাই বুদ্ধিযেছিলাম। মন্বন তোমরা করো। তোমাদেরই বোঝাতে হবে, জ্ঞান দিতে হবে। এই ব্রহ্মাও মন্বন করে। বি.কে.দেব মন্বন করতে হয়, শিববাবার নয়। মূল কথা হলো কারোর সাথে বেশী কথা বলতে নেই। আরও শাস্ত্রবাদী নিজেদের মধ্যে অনেক করে, তোমাদের আরও (তর্ক) করতে নেই। তোমাদের শুধু ঈশ্বরীয় সংবাদ দিতে হবে। প্রথমে শুধুমাত্র মুখ্য একটা ব্যাপারের উপর বোঝাও আর তার উপরে তাদেরকে দিয়ে লেখাও। সর্বপ্রথম এই খেয়াল রাখো যে, এটা কে পড়াচ্ছেন, সেটাই লেখো। এই কথা তোমরা শেষ পর্যন্ত নিয়ে চলো, সেইজন্য সংশয় হতেই থাকে। বুদ্ধি দূঢ় বিশ্বাস সম্পন্ন না হওয়ার জন্য বুঝতে পারে না। শুধু বলে দেয়- ঠিক কথা। সর্বপ্রথম মুখ্য কথাই হলো এটা - রচয়িতা বাবাকে বোঝো তারপর রচনার রহস্য বোঝো। মুখ্য কথা গীতার ভগবান কে ? তোমাদের বিজয়ও হয় এতে। সর্বপ্রথম কোন্ ধর্ম স্থাপন হয়েছিলো ? পুরানো দুনিয়াকে নূতন দুনিয়া কে তৈরী করে ? একমাত্র বাবা আত্মাদের নূতন জ্ঞান শোনান, যার দ্বারা নূতন দুনিয়া স্থাপন হয়। তোমাদের বাবা আর রচনার পরিচয় প্রাপ্ত হয়। একদম প্রথমে তো অক্ষের উপর সুপরিপক্ক করে তোলা, তবে তো বাদশাহী থাকবেই। বাবার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবাকে জানতে পারা মাত্রই উত্তরাধিকারের অধিকারী হলে। বাচ্চা জন্ম নেয়, মা - বাবাকে দেখে আর ব্যাস্ সুপরিপক্ক হয়ে যায়। মা-বাবা ব্যতীত আর কারোর কাছে যায়ও না, কারণ মায়ের থেকে দুধ পাওয়া যায়। তাও আবার জ্ঞানের দুধ প্রাপ্ত হয়। মাতা-পিতা যে ! এটা হলো খুবই সূক্ষ্ম ব্যাপার, শীঘ্রই কেউ বুঝতে পারবে না। আচ্ছা!

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হতে হবে, কখনো শূদ্র বা পতিত হওয়ার খেয়াল মনেও যেন না আসে, সামান্যতম দৃষ্টিও যেন না যায় কারোর প্রতি। এই রকম অবস্থা তৈরী করতে হবে।

২) বাবা যা পড়াচ্ছেন, সেই বোধ বুদ্ধিতে রাখতে হবে। বিকর্ম করার যে আসুরিক অভ্যাস হয়ে গেছে, সেটা ত্যাগ করতে হবে। পুরুষার্থ করতে-করতে সম্পূর্ণ পবিত্রতার উচ্চ লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করতে হবে।

বরদান:- প্রবৃত্তিতে থেকেও 'পর - বৃত্তি'তে থাকা নিরন্তর যোগী ভব*
নিরন্তর যোগী হওয়ার সহজ সাধন হলো - প্রবৃত্তিতে থেকেও 'পর - বৃত্তি'তে থাকা। পর - বৃত্তি অর্থাৎ আত্মীয়িক রূপ। যে আত্মীয়িক রূপে স্থির থাকে, সে সর্বদা পৃথক (ন্যায়রা) আর বাবার প্রিয় (প্যারা) হয়ে যায়। যা কিছুই করুক, এটা অনুভব হবে যেন কাজ করছি না, খেলা করছি। তাই প্রবৃত্তিতে থেকে আত্মীয়িক রূপে থাকলে সব কিছু খেলার মতো সহজ অনুভব হবে। বন্ধন মনে হবে না। শুধু স্নেহ আর সহযোগের সাথে শক্তির অ্যাডিশন করো, তবে হাইজাম্প দিতে পেরে যাবে।

স্লোগান:- বুদ্ধির সূক্ষ্মতা বা আত্মার হাল্কা ভাবই হল ব্রাহ্মণ জীবনের পার্সোনালিটি।*

২১-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:-** নিজেদের রেজিস্টার সঠিক রাখবার জন্য বাবা তোমাদের কোন্ পথ বলে দিয়েছেন?*
- *উত্তর:-** প্রেমের পথই বলে দেন। তিনি শ্রীমত দেন -- বাছা, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রেম-পূর্বক যোগসূত্র স্থাপন করে চলো। কাউকে দুঃখ দিও না। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনও কোনো উল্টোপাল্টা কার্য অর্থাৎ বিকর্ম করো না। সদা এটাই যাচাই করো যে, আমার মধ্যে কোন আসুরীয়-গুণ নেই তো? আমি মূড়ী (মেজাজী) নই তো? কোনো কথায় ক্রোধান্বিত হয়ে যাই না তো?*
- *গীত:-** এই সময় চলে যাচ্ছে.....*

ওম শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা গান শুনেছে। দিন দিন নিজেদের ঘর বা লক্ষ্য (মঞ্জিল) নিকটে আসতে থাকে। এখন শ্রীমত যাকিছু বলে, তাতে গাফিলতি কোরো না। বাবার ডায়রেকশন পেয়েছো যে, সকলকে বার্তা(ম্যাসেজ) পৌঁছাও। বাচ্চারা জানে যে, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটিদের কাছে এই ম্যাসেজ পৌঁছে দিতে হবে। আবার কেউ কোনো সময়ে চলেও আসবে। যখন অনেক হয়ে যাবে তখন অনেককে ম্যাসেজ পৌঁছে দিতে হবে। বাবার ম্যাসেজ সকলেই পাবে। ম্যাসেজ অতি সহজ। শুধু বলো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো আর কোন কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা মন-বাণী-কর্মে কোন খারাপ কর্ম কোরো না। প্রথমে মন্মা অর্থাৎ মনে আসে পরে বাণীতে আসে। তোমাদের এখন সঠিক-বেঠিক বোঝার মতন বুদ্ধি চাই, এ হলো পূণ্য-কর্ম, এটা করা উচিত। মনে সঙ্কল্প আসে যে ক্রোধ করি, এখন বুদ্ধি পেয়েছো তো -- যদি ক্রোধ করবে তাহলে পাপ হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করলে পূণ্যাত্মা হয়ে যাবে। এমনও নয় যে, আত্মা করে ফেলেছি পুনরায় আর করবো না। এভাবে বার-বার বলতে-বলতে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। মানুষ এরকম কর্ম করে মনে করে, এ পাপ নয়। বিকারকে পাপ মনে করে না। এখন বাবা বলেছেন -- এ হলো সর্বাপেক্ষা বড় পাপ, এর উপর বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে আর সকলকে বাবার ম্যাসেজ দিতে হবে যে, বাবা বলেছেন -- আমায় স্মরণ করো, মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যখন কেউ মৃত্যুকালে উপনীত হয় তখন তাকে বলা হয় -- গডফাদারকে স্মরণ করো। রিমেম্বার গডফাদার। তারা মনে করে যে, এ গডফাদারের কাছে চলে যাবে। কিন্তু সেই গডফাদারের কাছে তো কেউ যেতে পারে না। বাচ্চারা, তাই এখন তোমাদের অবিনাশী পিতার অবিনাশী স্মরণ চাই। যখন তমোপ্রধান দুঃখী হয়ে পড়ে তখনই তো পরস্পরকে বলে যে, গডফাদারকে স্মরণ করো, সকল আত্মারাই পরস্পরকে বলে, বলে তো আত্মাই, তাই না! এমন নয় যে পরমাত্মা বলেন। আত্মাই আত্মাকে বলে -- বাবাকে স্মরণ করো। এ এক সাধারণ নিয়ম। মৃত্যুকালে ঈশ্বরকে স্মরণ করে, ঈশ্বরের ভয় থাকে। তারা মনে করে যে, ভাল বা খারাপ কর্মের ফল ঈশ্বরই দেন। খারাপ কর্ম করলে ঈশ্বর ধর্মরাজের দ্বারা অতিব শাস্তি প্রদান করবেন তাই ভয় থাকে। কর্মভোগ তো অবশ্যই করতে হবে, তাই না! বাচ্চারা, তোমরা এখন কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গतिकে বোঝো। তোমরা জানো যে, এই কর্ম অকর্ম। স্মরণে থেকে যে কর্ম করা হয় তা সঠিকভাবে করা হয়। রাবণ-রাজ্যে মানুষ খারাপ কর্মই করে। রাম-রাজ্যে কখনো খারাপ কর্ম হয়েই না। এখন শ্রীমত তো পেতে থাকো। কোথাও ডাকা হলে, এটা কি করা উচিত বা করা উচিত নয় -- প্রতিটি কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকো। মনে করো কেউ যদি পুলিশের চাকরি করে, তাদেরকেও বলা হয় -- প্রথমে তোমরা প্রেম-পূর্বক বোঝাও। যদি সত্যকথা না বলে তখন মারো। ভালবেসে বোঝালে হাতে(বশে) আসতে পারে কিন্তু সেই প্রেমেও যদি যোগবল ভরা থাকে তবে সেই প্রেমের শক্তিতে কোনকিছু বোঝালে তা বুঝবে যে, এ তো যেন ঈশ্বর বোঝাচ্ছেন। তোমরা তো যোগী, ঈশ্বরের সন্তান, তাই না! তোমাদের মধ্যেও ঈশ্বরীয় শক্তি রয়েছে। ঈশ্বর প্রেমের সাগর, ওঁনার মধ্যে শক্তি নিহিত রয়েছে, তাই না! তিনি সকলকে উত্তরাধিকার দেন। তোমরা জানো যে, স্বর্গে প্রেম অতিমাত্রায় রয়েছে। এখন তোমরা প্রেমের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করছো। গ্রহণ করতে-করতে, নশ্বরের ক্রমানুসারে পুরুষার্থ করতে-করতে প্রিয় হয়ে যাবে।

বাবা বলেন -- কাউকে দুঃখ দিও না, তা নাহলে দুঃখী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। বাবা প্রেমের পথ বলে দেন। মন্মা অর্থাৎ মনে এলে তা চেহারাতেও প্রতিফলিত হয়। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কার্যসম্পন্ন করে ফেললে তখন রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে। দেবতাদের আচার-আচরণের গায়ন করা হয়, তাই না! সৈজন্য বাবা বলেন -- দেব-পুরোহিতদের বোঝাও। তারা মহিমা-কীর্তন করে যে, আপনি সর্বগুণসম্পন্ন, এখননি কলা সম্পূর্ণ আর নিজেদের চাল-চলনের কথাও শোনায়। তখন তাদের বোঝাও যে, তোমরাও এরকম ছিলে, এ নেই পুনরায় অবশ্যই হবে। তোমাদের এরকম দেবতা হতে হবে তাই

নিজেদের চাল-চলন এরকম (দেবতাদের মতন) রাখা তবেই তোমরা এমন হয়ে যাবে। নিজেকে যাচাই করতে হবে -- আমরা কি সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়েছি ? আমাদের মধ্যে কোনো আসুরীয়-গুণ নেই তো ? কোনো কথায় ক্রোধান্বিত হয়ে যাই না তো, মেজাজী হয়ে পড়ি না তো ? অনেকবার তোমরা পুরুষার্থ করেছে। বাবা বলেন, তোমাদের এরকম হতে হবে। রচনাকারও হাজির। তিনি বলেন, প্রতি কল্পে তোমাদের এমনভাবে রচনা করি। কল্প-পূর্বে যারা এই জ্ঞান গ্রহণ করেছিল তারা অবশ্যই এসে নেবে। তাদের পুরুষার্থও করানো হয় আবার তারা দুঃশ্চিন্তামুক্তও থাকে। ড্রামা এভাবেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। কেউ বলে -- ড্রামায় যদি নির্ধারিত করা থাকে তাহলে অবশ্যই করবে। চার্ট ভাল হলে ড্রামা করাবে। বোঝা যায় যে -- এদের ভাগ্যে নেই। শুরু-শুরুতেও এমনই একজন বিগড়ে গিয়েছিল, ভাগ্যে ছিল না -- বলেছিল ড্রামায় নির্ধারিত থাকলে ড্রামা আমাকে দিয়ে পুরুষার্থ করিয়ে নেবে। ব্যস, ছেড়ে দেয়। এরকম তোমরাও অনেক পাও। তোমাদের এইম অবজেক্ট এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ব্যাজও তোমাদের কাছে রয়েছে, যেমন নিজেদের পোতামেল দেখা তেমনই ব্যাজও দেখা, নিজেদের চাল-চলনও দেখা। কখনো দৃষ্টি যেন খারাপ (ক্রিমিনাল) না হয়। মুখ থেকে যেন কোন খারাপ কথা নির্গত না হয়। মন্দ-কথা বলার মানুষই যখন থাকবে না তখন কান শুনবে কেমন করে ? সত্যযুগে সকলে দৈবী-গুণসম্পন্ন হয়। খারাপের কোনো কথাই নেই। এঁনারাও বাবার মাধ্যমেই প্রালঙ্ক(ফল) প্রাপ্ত করেছেন। একথা সকলকে বলো যে বাবাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এরমধ্যে লোকসানের কোন কথা নেই। আত্মাই সংস্কার নিয়ে যায়। সন্ন্যাসী হলে তখন আবার সন্ন্যাস ধর্মে চলে আসবে। তাদের বৃক্ষ বৃদ্ধি পেতেই থাকে, তাই না। এ'সময় তোমরা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। মানুষই দেবতায় পরিনত হয়। সকলেই কি একসঙ্গে আসবে! না তা আসবে না। আসবে তো নশ্বরের ক্রমানুসারেই। ড্রামায় কোনো অভিনেতা সময় না হলে স্টেজে চলে আসবে কি, না আসবে না। ভিতরে বসে থাকবে। যখন সময় হয় তখন বাইরে স্টেজে আসে (নিজ) ভূমিকা পালনের জন্য। ওটা হলো পার্থিব জগতের নাটক, এ হলো অসীম জগতের। বুদ্ধিতে থাকে যে আমাদের অর্থাৎ অভিনেতাদের নিজেদের সময়ানুসারে এসে নিজ-নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে। এ হলো অসীম জগতের বৃহত্তম (কল্প) বৃক্ষ। নশ্বরের ক্রমানুসারে আসে-যায়। সর্বপ্রথমে একটিই ধর্ম ছিল, সব ধর্মই তো সর্বপ্রথমে আসতে পারে না।

প্রথমে তো দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরাই আসবে (নিজেদের) ভূমিকা পালন করতে, তাও আবার নশ্বরের ক্রমানুসারে। (কল্প) বৃক্ষের রহস্যকেও বুঝতে হবে। বাবা-ই এসে সমগ্র কল্প-বৃক্ষের জ্ঞান শোনান। এর তুলনা আবার নিরাকারী বৃক্ষের সঙ্গে করা হয়। একমাত্র বাবা-ই বলেন -- আমি মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষের বীজরূপ। বীজের মধ্যে বৃক্ষ সমাহিত নেই কিন্তু বৃক্ষের জ্ঞান সমাহিত রয়েছে। প্রত্যেকের নিজ-নিজ ভূমিকা রয়েছে, চৈতন্য বৃক্ষ, তাই না! নশ্বরের ক্রমানুসারে বৃক্ষের থেকে পত্রও নির্গত হবে। এই বৃক্ষকে কেউ-ই বুঝতে পারে না, এর বীজ উপরে থাকার জন্য একে উল্টো-বৃক্ষও বলা হয়। রচয়িতা বাবা থাকেন উপরে। তোমরা জানো যে, আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, যেখানে আত্মারা নিবাস করে। এখন আমাদের পবিত্র হয়ে ফিরে যেতে হবে। তোমাদের যোগবলের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব পবিত্র হয়ে যায়। তোমাদের জন্যও তো পবিত্র সৃষ্টি অর্থাৎ দুনিয়া চাই, তাই না! তোমরা পবিত্র হয়ে যাও তখন দুনিয়াকেও পবিত্র করতে হয়। সবকিছুই পবিত্র হয়ে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আত্মায় মন-বুদ্ধি রয়েছে, তাই না! সে চৈতন্য। আত্মাই জ্ঞানকে ধারণ করতে পারে। তাই মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সমগ্র এই রহস্য থাকা উচিত যে -- কিভাবে আমরা পুনর্জন্ম নিই। তোমাদের ৮৪-র চক্র যখন সম্পূর্ণ হয় তখন সকলেরই সম্পূর্ণ হয়। সকলেই পবিত্র হয়ে যায়। এ অনাদি পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা। এক সেকেন্ডও থামে না। প্রতি সেকেন্ডে যাকিছু ঘটে, তা পর-কল্পে পুনরাবৃত্ত হবে। প্রত্যেক অবিনাশী আত্মায় অবিনাশী পার্ট ভরা রয়েছে। ওই(লৌকিক) অভিনেতার ২-৪ ঘন্টা অভিনয় করে। এখানে তো আত্মা ন্যাচারালী পার্ট পায়, তাহলে বাচ্চাদের কত খুশী থাকা উচিত। এই সঙ্গমেরই অতীন্দ্রিয় সুখের গায়ন রয়েছে। বাবা আসেন, ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী হয়ে যায়। খুশীর কথা, তাই না! যারা সঠিকভাবে বোঝে এবং বোঝায় তারা সেবায় মগ্ন হয়ে থাকে। কোন বাচ্চা যদি নিজেই ক্রোধী হয় তবে অন্যদের মধ্যেও তা প্রবেশ করে। তালি দুহাতে বাজে। ওখানে এরকম হয় না। বাচ্চারা, এখন তোমরা শিক্ষা পাও -- কেউ ক্রোধ করলে তখন তার উপর পুষ্পবর্ষণ করো। ভালবেসে বোঝাও। এও(ক্রোধ) এক ভূত যা অত্যন্ত লোকসান করে দেবে। কখনো ক্রোধ করা উচিত নয়। যিনি শিক্ষাদান করেন তার মধ্যে তো ক্রোধ আসা একদমই উচিত নয়। নশ্বরের ক্রমানুসারে পুরুষার্থ করতে থাকে। কারোর পুরুষার্থ তীব্র হয়, কারোর শীতল। যারা শীতল পুরুষার্থী তারা অবশ্যই নিজেদের বদনাম করে ফেলে। যাদের মধ্যে ক্রোধ থাকে তারা যেখানেই যায়, সেখান থেকে তাদের দূর করে দেয়। কোনো চাল-চলন খারাপ তারা থাকতে পারে না। পরীক্ষা যখন সমাপ্ত হবে তখন সকলে জানতে পারবে। কে-কে কি হয়, সকলেরই সাক্ষাৎকার হবে। যে যেমন কর্ম করে তার তেমনই মহিমা-কীর্তন হয়ে থাকে।

বাচ্চারা, তোমরা ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনেছো। তোমরা সকলে অন্তর্যামী। আত্মা অন্তর থেকে জানে যে -- এই

সৃষ্টি-চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। সমগ্র সৃষ্টির মানুষের চাল-চলনের, সর্ব ধর্মের জ্ঞান তোমাদের রয়েছে। ওঁনাকে বলা হয় -- অন্তর্যামী। আত্মা সব জেনে গেছে। এমনও নয় যে, ঈশ্বর প্রতি ঘটে বসবাস করে অর্থাৎ প্রত্যেক আত্মার মধ্যেই বর্তমান, তবে আর ওঁনাকে জানার কি প্রয়োজন ? তিনি তো এখনও বলেন, যে যেমন পুরুষার্থ করবে সে তেমনই ফল প্রাপ্ত করবে, তাহলে আমাকে জানার প্রয়োজন কি ? যে যেমন করবে সে সাজাও স্বয়ংই তেমন ভোগ করবে। এমন চাল-চলন হলে অধঃগতি প্রাপ্ত করবে। পদপ্রাপ্তিও অত্যন্ত কম হয়ে যাবে। লৌকিক স্কুলে অনুত্তীর্ণ হলে তখন পরের বছর (একই ক্লাসে) আবার পড়তে হয়। এই পঠন-পাঠন করা হয় কল্প-কল্পান্তরের জন্য। এখন না পড়লে আর কল্প-কল্পান্তর পড়বে না। ঈশ্বরীয় লটারী পুরোপুরি নেওয়া উচিত, তাই না! বাচ্চারা, একথা তোমরা বুঝতে পারো। যখন ভারত সুখধাম হবে তখন সকলে শান্তিধামে থাকবে। বাচ্চাদের খুশী হওয়া উচিত -- এখন আমাদের সুখের দিন আসছে। দীপাবলীর দিন নিকটে এলে তখন বলা হয়, তাই না! যে, এখনও এতদিন বাকি রয়েছে, তখন নতুন পোশাক পড়বে। তোমরাও বলো যে -- স্বর্গ আগত, আমরা এখন নিজেদের শৃঙ্গার করি তবেই স্বর্গে উত্তম সুখ প্রাপ্ত করবো। ধনবানের তো ধন-সম্পদের নেশা থাকে। মানুষ সম্পূর্ণ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছে, পুনরায় হঠাৎ জানতে পারবে যে -- এরা তো সত্য বলতো। সত্যতাকে তখনই বুঝবে যখন সত্যের সঙ্গে (সৎসঙ্গ) হবে। তোমরা এখন সত্যের সঙ্গে রয়েছে। তোমরা সত্য হও সত্য-পিতার দ্বারা। ওরা সকলে অসৎ হয় অসত্যের দ্বারা। এখন কন্ট্রাস্টও ছাপানো হচ্ছে যে, ভগবান কি বলেন আর মানুষ কি বলে। ম্যাগাজিনেও প্রকাশ করতে পারো। পরিশেষে বিজয় তোমাদেরই হবে, যারা কল্প-পূর্বে পদ প্রাপ্ত করেছিল তারাই পাবে। এ অবশ্যস্বাবী। ওখানে অকালে মৃত্যু হয় না। আয়ুও দীর্ঘ হয়। যখন পবিত্রতা ছিল তখন আয়ুও দীর্ঘ ছিল। যখন পিতা-পরমাত্মা হলেন পতিত-পাবন তখন অবশ্যই তিনিই পবিত্র করেছেন। এখানে কৃষ্ণের কথা সঠিক নয়। পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে আবার কৃষ্ণ কোথা থেকে আসবে ? সেই একই চিত্রসম্পন্ন (ফিচার্স) মানুষ পুনরায় আসতে পারে না। ৮৪ জন্ম, ৮৪ ফিচার্স, ৮৪ অ্যাক্টিভিটি -- এ পূর্ব-নির্ধারিত খেলা। এরমধ্যে কোনো পার্থক্য থাকতে পারে না। ড্রামা কেমন বিস্ময়করভাবে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। আত্মা ছোট বিন্দু, তাতে অনাদি পাট ভরা রয়েছে -- একে স্বাভাবিক (ন্যাচারাল) বলা হয়। মানুষ শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথমে তো এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ করো। তিনিই পতিত-পাবন, তিনিই সঙ্গতিদাতা। সত্যযুগে দুঃখের কোন কথাই নেই। কলিযুগে কত দুঃখ। কিন্তু একথা বোঝে নব্বরের ক্রমানুসারে। বাবা রহস্য বোঝান। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে শিববাবা এসেছেন, আমাদের পড়িয়ে পুনরায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। সঙ্গে যারা রয়েছে, তাদের থেকে বন্ধনে আবদ্ধ যারা, তারা অধিক স্মরণ করে। তারা উচ্চপদ লাভ করতে পারবে। এও তো বুঝবার মতন বিষয়, তাই না! বাবার স্মরণে অত্যন্ত ব্যাকুল (অস্থির) হয়ে যায়। বাবা বলেন -- বাচ্চা, স্মরণের যাত্রায় থাকো, দৈবী-গুণও ধারণ করো তবেই বন্ধনমুক্ত হয়ে যাবে। পাপের কলস সমাপ্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের আচার-আচরণ দেবতাদের মতন করতে হবে। মুখে কোনও খারাপ কথা বলা উচিত নয়। এ'নয়ন যেন কখনও কুদৃষ্টিসম্পন্ন (ক্রিমিনাল) না হয়।

২) ক্রোধের ভূত অত্যন্ত ক্ষতি করে। তালি দু'হাতে বাজে, তাই কেউ ক্রোধ করলে সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে হবে, তাদের প্রেম-পূর্বক বোঝাতে হবে।

বরদানঃ:- অব্যক্ত স্বরূপের সাধনার দ্বারা শক্তিশালী বায়ুমন্ডল রচনাকারী অব্যক্ত ফরিস্তা ভব*

*ব্যাখ্যা :- বায়ুমন্ডলকে শক্তিশালী করার সাধন হলো নিজের অব্যক্ত-স্বরূপের সাধনা। বার-বার এরপ্রতি সতর্কতা যেন বজায় থাকে কারণ যে বিষয়ে সাধনা করা হয় সে'বিষয়ে ধ্যান (মনোযোগ) থাকে। তাই অব্যক্ত-স্বরূপের সাধনা অর্থাৎ বার-বার সতর্কতার তপস্যা চাই সে'জন্য অব্যক্ত ফরিস্তা ভব-র বরদানকে স্মৃতিতে রেখে শক্তিশালী বায়ুমন্ডল নির্মাণের তপস্যা করো তাহলে তোমার সম্মুখে যে-ই আসবে সে ব্যক্ত এবং ব্যর্থ কথা থেকে দূরে চলে যাবে।

স্লোগানঃ:- সর্বশক্তিমান বাবাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য একাগ্রতার শক্তিকে বৃদ্ধি করো।*

২২-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- বুদ্ধিমান বাচ্চারা সময়কে দেখে কোন্ পুরুষার্থ করবে?

উত্তর:- অন্তিম সময়, যখন শরীর ত্যাগ হবে, তখন এক বাবাই যেন স্মরণে থাকে, আর কিছুই যেন স্মরণে না আসে। বুদ্ধিমান বাচ্চারা এমন পুরুষার্থ এখন থেকেই করতে থাকবে, কেননা কর্মাতীত হয়েই যেতে হবে। তারজন্য এই পুরানো খোলস থেকে আসক্তি দূর করতে থাকো, ব্যস্, আমরা বাবার কাছে ফিরে যাবছি।

গীত:- না তিনি আমাদের থেকে পৃথক হবেন না আমরা হব.....

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদের বসে বুঝিয়ে বলেন, বাচ্চারা অসীম জগতের বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে। বাবা আমরা আপনার হয়েছি, অন্তিম সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ না আমরা শান্তিধামে পৌঁছাবো, আপনাকে স্মরণ করলে, আমাদের মাথার উপর যে জন্ম - জন্মান্তরের পাপ জমা হয়ে আছে, তা জ্বলে শেষ হয়ে যাবে। একেই যোগ অগ্নি বলা হয়, আর অন্য কোনো উপায় নেই। পতিত পাবন, বা শ্রী - শ্রী ১০৮ জগৎগুরু এককেই বলা হয়। তিনিই জগতের বাবা, জগতের শিক্ষক এবং জগতের গুরু। এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান এক বাবাই দান করেন। এ হলো পতিত দুনিয়া, এখানে একজনও পবিত্র থাকা অসম্ভব। পতিত পাবন বাবাই সকলের সদগতি করেন। তোমরা তাঁর সন্তান হয়েছো। তোমরা এখন শিখছো, এই জগৎকে কিভাবে পবিত্র বানাবে? শিবের সামনে অবশ্যই ত্রিমূর্তির প্রয়োজন। এও লেখা চাই যে, "দৈবী সার্বভৌমত্ব তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার"। তাও এখন কল্পের এই সঙ্গম যুগে। পরিস্কার করে না লিখলে মানুষ কিছুই বুঝতে পারবে না। আর দ্বিতীয় হলো, যেখানে বি.কে নাম লেখা হয়, সেখানে প্রজাপিতা শব্দও জরুরী, কেননা ব্রহ্মা নামও অনেকেরই আছে। তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় লিখতে হবে। তোমরা জানো যে পাথরের মতো এই বিশ্বকে পবিত্র, পরশ পাথর তুল্য একমাত্র বাবাই বানাবেন। এইসময় একজনও পবিত্র নেই। সবাই একে অপরের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে, গালি দিতে থাকে। বাবাকেও বলে দেয় - কচ্ছপ, মৎস অবতার। অবতার কাকে বলা হয়, এও তারা বোঝে না। অবতার তো একজনেরই হয়। তিনিই অলৌকিক রীতিতে শরীরে প্রবেশ করে বিশ্বকে পবিত্র করেন। অন্য আত্মারা তো তাদের নিজের নিজের শরীর ধারণ করে, এনার তো নিজের কোনো শরীর নেই, কিন্তু জ্ঞানের সাগর তিনি তাহলে কিভাবে জ্ঞান দেবেন? শরীর তো প্রয়োজন, তাই না। এই কথা তোমরা ছাড়া আর কেউই জানে না। গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকা - এই হলো বাহাদুরীর কাজ। মহাবীর অর্থাৎ যে বীরত্ব দেখায়। এও বীরত্ব, যে কাজ সন্ন্যাসীরাও করতে পারেন না, তা তোমরা করতে পারো। বাবা শ্রীমত দেন যে - তোমরা এমন গৃহস্থ জীবনে থেকে যদি কমল ফুলের মতো পবিত্র হও, তাহলে উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। তা নাহলে এই বিশ্বের বাদশাহী কিভাবে পাবে। এ হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য পড়া। এ হলো পাঠশালা। অনেকেই এখানে পড়ে, তাই লেখো "ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়"। এ তো সম্পূর্ণ সঠিক অক্ষর। ভারতবাসী জানে যে, আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম, এ হলো কালকের কথা। এখনো পর্যন্ত রাধা - কৃষ্ণ এবং লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির তৈরী হচ্ছে। কেউ কেউ তো আবার পতিত মানুষদেরও মন্দির তৈরী করে। দ্বাপর থেকে শুরু করে সকলই পতিত মনুষ্য। কোথায় শিব আর অন্য দেবী - দেবতাদের মন্দির বানানো, আর কোথায় এই পতিত মনুষ্যদের মন্দির। এরা তো দেবতা ননই না। বাবা তাই বুঝিয়ে বলেন, এই বিষয়ের উপর সঠিক রীতিতে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। বাবা তো বোঝাতেই থাকেন, দিন - প্রতিদিন লেখাও পরিবর্তন হতে থাকে, এমন নয় যে বলবে, প্রথমে কেন এমন বানানো হয় নি। এমন বলবে না যে, প্রথমে কেন মনমনাভবের অর্থ এভাবে বোঝানো হয় নি। আরে, প্রথমে এভাবে স্মরণে থাকতেই পারতে না। খুব অল্প বাচ্চাই আছে যারা সমস্ত কথা সঠিক ভাবে পালন করে। ভাগ্যে যদি উঁচু পদ না থাকে তাহলে টিচার আর কি করবে? এমন নয় যে, আশীর্বাদ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করাবে। নিজেকে দেখতে হবে যে, আমরা কেমন সেবা করছি। বিচার সাগরও মন্বন চলা উচিত। গীতার ভগবান কে, এই চিত্র খুবই মুখ্য। ভগবান হলেন নিরাকার, তিনি ব্রহ্মার শরীর ব্যতীত তো শোনাতে পারেন না। তিনি এই সঙ্গম যুগেই ব্রহ্মার শরীরে আসেন। তা নাহলে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শঙ্কর কিসের জন্য আছেন। বায়োগ্রাফি তো চাই, তাই না। কেউই এঁদের জানে না। ব্রহ্মার জন্য বলে দেয়, ১০০ ভুজার ব্রহ্মার কাছে যাও, ১ হাজার ভুজার কাছে যাও। এর সম্বন্ধেও একটি কাহিনী বানানো হয়েছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো এতো অনেক বাচ্চা আছে। এখানে তারা পবিত্র হাতেই আসে। তারা জন্ম - জন্মান্তর ধরে অপবিত্র হয়ে এসেছে। এখন সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। তোমরা শ্রীমৎ পাও - "মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো"। কেউ কেউ তো এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারে না যে, আমরা কিভাবে স্মরণ করবো। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়।

বাবার হয়ে যদি বিকর্মজিৎ না হও, পাপ যদি না কাটে, স্মরণের যাত্রায় যদি না থাকতে পারো তাহলে কি পদ প্রাপ্ত করবে ? যদিও সমর্পণ করলে, কিন্তু তাতে কি লাভ ? যতক্ষণ না পুণ্য আত্মা হয়ে, অন্যদেরও তেমন বানাতে পারছো, ততক্ষণ উচ্চ পদ লাভ করতে পারবে না । যতো কম আমাকে স্মরণ করবে, ততই কম পদ পাবে । তাহলে কিভাবে ডবল মুকুটধারী হবে, তখন পুরুষার্থের ক্রমানুসারে দেরিতে আসবে । এমন নয় যে, আমরা সবকিছুই সমর্পণ করে দিয়েছি, তাই ডবল মুকুটধারী হবো । তা নয় । প্রথমে দাস - দাসী হতে হতে পরের দিকে অল্প কিছু পাবে । অনেকেরই এমন অহংকার থাকে যে, আমরা তো সমর্পিত । আরে, স্মরণ ছাড়া কি হতে পারবে ? দাস - দাসী হওয়ার থেকে তো বিত্তবান প্রজা হওয়া ভালো । দাস - দাসীরা তো আর কৃষ্ণের সঙ্গে দোলায় দুলতেই পারবে না । এ অনেক বোঝার মতো কথা, এতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে । অল্প কিছুতেই খুশী হয়ে যেও না । আমরাও রাজা হবো । এমন তো অনেক রাজা হবে । বাবা বলেন, প্রথমে মুখ্য হলো এই স্মরণের যাত্রা । যারা খুব ভালোভাবে স্মরণে থাকে, তাদের খুশী বজায় থাকে । বাবা বোঝান যে, আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করে । সত্যযুগে আত্মা খুশীর সঙ্গে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে এখানে তো মানুষ কাঁদতে লেগে যায়, সত্যযুগের কথাই মানুষ ভুলে গেছে । ওখানে তো মানুষ এমনভাবে শরীর ত্যাগ করে যেমন সর্পের উদাহরণ দেওয়া যায় । এই পুরানো শরীর এখন তোমাদের ত্যাগ করতে হবে । তোমরা জানো যে, আমরা আত্মা, আমাদের এই পুরানো শরীর ত্যাগ করতেই হবে । বুদ্ধিমান যে বাচ্চারা বাবার স্মরণে থাকে, তারা তো বলে, বাবার স্মরণেই এই শরীর ত্যাগ করবো, তারপর গিয়ে বাবার সঙ্গে মিলিত হবো । কোনো মানুষই জানে না যে, আমরা কিভাবে মিলিত হতে পারি । বাচ্চারা, তোমরা এখন রাস্তা পেয়েছো । তোমরা তো বেঁচে থেকেও মরে গেছো, কিন্তু যতক্ষণ না আত্মা পবিত্র হচ্ছে, তোমরা এখন তারজন্য পুরুষার্থ করছো । পবিত্র হয়েই তারপর এই শরীর ত্যাগ করে যেতে হবে । মনে করে কখনো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে গেলে তখনই এই শরীর ত্যাগ হবে কিন্তু কর্মাতীত অবস্থা হয়ে গেলে নিজে থেকেই এই শরীর ত্যাগ হয়ে যাবে । ব্যস্, আমরা বাবার কাছে গিয়ে থাকবো । এই পুরানো শরীরের প্রতি এখন যেন ঘৃণা আসে । সাপের তো তার পুরানো খোলসের প্রতি ঘৃণা আসবে, তাই না । তোমাদের নতুন শরীর এখন তৈরী হচ্ছে, কিন্তু তা যখন তোমাদের কর্মাতীত অবস্থা হবে । পরের দিকে তোমাদের এই অবস্থা হবে । ব্যস্, এখন আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছি । লড়াইয়ের জন্যও সম্পূর্ণ তৈরী হবে । বিনাশের সবকিছুই তোমাদের কর্মাতীত হওয়ার উপরই নির্ভর করে । অন্তিম সময়ে সবাই তাদের নশ্বর অনুসারে কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করবে । এতে কতো লাভ । তোমরা বিশ্বের মালিক হবে, তাই তোমাদের কতখানি বাবাকে স্মরণ করা চাই । তোমরা দেখবে যে, এমনও কেউ কেউ হবে যারা উঠতে - বসতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে । মৃত্যু তো সামনেই উপস্থিত । খবরের কাগজে এমন দেখানো হয় যে, এখনই যেন লড়াই বেঁধে যাবে । বড লড়াই হলে তো বোম্ব পড়বে । তখন কোনো দেবী হবে না । বুদ্ধিমান বাচ্চারা এইসব বুঝতে পারে কিন্তু যারা নির্বোধ, তারা কিছুই বুঝতে পারে না । তাদের সামান্যতম ধারণাও হয় না । তারা যদিও হ্যাঁ - হ্যাঁ বলতে থাকে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না । তারা স্মরণে থাকেই না । যারা দেহ বোধে থাকে, এই দুনিয়ার কথা যাদের স্মরণে থাকে, তারা কি আর বুঝতে পারবে । বাবা এখন বলেন, তোমরা দেহী অভিমানী হও । দেহকে তোমাদের ভুলে যেতে হবে । পরের দিকে তোমরা অনেক চেষ্টা করবে কিন্তু এখন বুঝতেই পারো না । পরে অনেক অনুতাপ করবে । বাবা তোমাদের সাক্ষাৎকারও করাবেন যে, তোমরা এই - এই পাপ করছো । এখন সাজা ভোগ করো । পদও দেখো । শুরুতেও এমন সাক্ষাৎকার করতে আবার পরের দিকেও এমন সাক্ষাৎকার করবে ।

বাবা বলেন যে, নিজেদের সম্মান কখনো হারিয়ে ফেলো না । মন দিয়ে এই পাড়ার পুরুষার্থ করো । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো । আমিই হলাম পতিত পাবন । দুনিয়াতে আর কোনো পতিত পাবন নেই । শিব ভগবান উবাচঃ, যেহেতু সদগতিদাতা পতিত পাবন একজনই । সবাই তাঁকেই স্মরণ করে, কিন্তু যখন নিজেকে আত্মা বিন্দু মনে করবে, তখনই বাবা স্মরণে আসবে । তোমরা জানো যে, আমাদের আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট লিপিবদ্ধ আছে, তা কখনোই বিনাশ হবার নয় । একথা বোঝা কোনো মাসির ঘরে যাওয়ার মতো সহজ নয়, বারবার ভুলে যায়, তাই কাউকেই বোঝাতে পারে না । দেহ বোধ সম্পূর্ণভাবে সবাইকে মেরে ফেলেছে । এ এখন মৃত্যুলোক হয়ে গেছে । এখানে সবাই অকালে মরতে থাকে । জানোয়ার - পশু ইত্যাদিরাও যেমন মারা যায়, তেমনই মানুষও মারা যায়, কিছুই তফাৎ হয় না । লক্ষ্মী - নারায়ণ তো আমরা লোকের মালিক, তাই না । ওখানে অকালে মৃত্যু হয় না । ওখানে কোনো দুঃখই থাকে না । এখানে তো দুঃখ পায় তারপর আত্মহত্যাও করে । নিজেরাই অকাল মৃত্যু নিয়ে আসে, এই লক্ষ্য অনেক উঁচু । কখনোই যেন বিকারী দৃষ্টি না হয়, এতেই অনেক পরিশ্রম এতো উঁচু পদ প্রাপ্ত করা কোনো মাসির বাড়ী যাওয়া নয় । বাহাদুর হওয়া চাই । না হলে অল্প কিছুতেই ভয় পেয়ে যায় । কোনো দুষ্ট লোক যদি ভিতরে প্রবেশ করে, কোনোকিছুতে হাত দেয়, তাহলে ডাঙা মেরে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত । কখনো ভীতু হবেই না । শিব শক্তি পাণ্ডব সেনার মহিমা আছে, তাই না, যারা স্বর্গের দ্বার খোলে । তোমাদের নাম যখন উজ্জ্বল, তখন বাহাদুরীও চাই । তোমরা যখন সর্বশক্তিমান

বাবার স্মরণে থাকবে, তখনই তোমাদের মধ্যে সেই শক্তি প্রবেশ করবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এই যোগ অগ্নিতেই বিকর্ম বিনাশ হবে, তখন বিকর্মজিৎ রাজা হয়ে যাবে। এই স্মরণেরই হলো পরিশ্রম, যা করবে, তাই পাবে। অন্যদেরও সাবধান করতে হবে। এই স্মরণের যাত্রায়ই তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে। পড়াকে যাত্রা বলা হয় না। সে হলো শরীরের যাত্রা আর এ হলো আত্মিক বা আধ্যাত্মিক যাত্রা, তোমরা সরাসরি শান্তিধামে নিজের ঘরে চলে যাবে। বাবাও সেই ঘরেই থাকেন। আমাকে স্মরণ করতে করতে তোমরা সেই ঘরে পৌঁছে যাবে। এখানে সবাইকে অভিনয় করতে হবে। এই অবিনাশী নাটক তো চলতেই থাকে। বাবা বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন, এক তো বাবার স্মরণে থাকো, আর পবিত্র হও, তোমরা দৈবী গুণ ধারণ করো আর যতো সেবা করবে তত উঁচু পদ পাবে। তোমাদের অবশ্যই কল্যাণকারী হতে হবে। আত্মা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সदा যেন স্মরণে থাকে যে, সর্বশক্তিমান বাবা আমার সঙ্গে আছেন, এই স্মৃতিতেই শক্তি প্রবেশ করবে, বিকর্ম ভস্ম হবে। শিবশক্তি পাণ্ডব সেনা যখন নাম, তখন বাহাদুরী তো দেখাতেই হবে, ভীতু হবে না।

২) জীবন্মুত হয়েও যেন এই অহংকার না আসে যে, আমি তো সমর্পিত। সমর্পিত হয়ে পুণ্য আত্মা হয়ে অন্যদেরও তেমনই বানাতে হবে, এতেই লাভ।

বরদান:- নিজের শুভ ভাবনা দ্বারা নির্বল আত্মাদের মধ্যে বল ভরে সदा শক্তি স্বরূপ ভব*
সেবাধারী বাচ্চাদের বিশেষ সেবা হলো - স্বয়ং শক্তি স্বরূপ থাকা, আর সকলকে শক্তি স্বরূপ বানানো, অর্থাৎ নির্বল আত্মাদের শক্তিতে পূর্ণ করা। এরজন্য সदा শুভ ভাবনা আর শ্রেষ্ঠ কামনা স্বরূপ হও। শুভ ভাবনার অর্থ এই নয় যে, কারোর প্রতি ভাবনা রাখতে রাখতে তার সম্বন্ধে ভাবুক হয়ে যাও। এই ভুকোরো না। শুভ ভাবনাও যেন অসীম জগতের হয়। একের প্রতি বিশেষ ভাবনাও ক্ষতিকারক, তাই অসীম বৃত্তিতে স্থিত হয়ে নির্বল আত্মাদের নিজের প্রাপ্ত শক্তির আধারে শক্তি স্বরূপ বানাও।

স্লোগান:- অলংকার হলো ব্রাহ্মণ জীবনের শৃঙ্গার, তাই দেহ অহংকারী নয়, অলংকারী হও।*

২৩-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

***প্রশ্ন:-** বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরকে কোন্ বিষয়ে অভিনন্দন জানাও ? সাধারণ মানুষ কখন অভিনন্দন জানায় ?*

***উত্তর:-** সাধারণ মানুষ তখন অভিনন্দন জানায়, যখন কেউ জন্ম নেয় বা কেউ বিজয়ী হয় অথবা বিবাহ করে কিম্বা কোনও বড় দিন হলে। কিন্তু সেটা কোনো সত্যিকারের শুভেচ্ছা জানানো হয় না। বাচ্চারা, তোমরা একে অপরকে বাবার বাচ্চা হওয়ার জন্য অভিনন্দন দিতে থাকো। তোমরা বল যে, আমরা কতই না সৌভাগ্যশালী, কারণ আমরা সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে সুখধামে যাচ্ছি। এইজন্য তোমাদের হৃদয়ে অনেক খুশি হতে থাকে।*

ওম্ শান্তি। অসীম জগতের বাবা বসে অসীম জগতের বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, অসীম জগতের বাবা কে ? এটা তো জানো যে সকলের বাবা হলেন এক, যাকে পরমপিতা বলা হয়ে থাকে। লৌকিক বাবাকে পরম পিতা বলা যায় না। পরমপিতা তো হল এক, তাঁকে সমস্ত বাচ্চারা ভুলে গেছে, এইজন্য পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি হলেন দুঃখ হর্তা সুখকর্তা, বাচ্চারা তোমরা তাঁকে জানো যে, বাবা আমাদের দুঃখ কিভাবে হরণ করছেন, পুনরায় আমরা সুখ-শান্তিতে চলে যাবো। সবাই তো সুখধামে যেতে পারবে না। কিছু আত্মা সুখধামে, কিছু আত্মা শান্তিধামে চলে যাবে। কেউ কেউ সত্যযুগে নিজের পাট অভিনয় করবে, কেউ ত্রেতাতে, কেউ দ্বাপরে। তোমরা সত্যযুগে থাকবে, বাকিরা সবাই থাকবে মুক্তিধামে। সেই স্থানকে 'ঈশ্বরের ঘর' বলা হয়ে থাকে। মুসলমানরা যখন নামাজ পড়ে, তখন তারা সবাই মিলে খোদার কাছে প্রার্থনা করে। কিসের জন্য ? স্বর্গে যাওয়ার জন্য নাকি আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য। আল্লাহর ঘরকে স্বর্গ বলা যাবে না। সেখানে (আল্লাহর ঘরে) তো আত্মারা শান্তিতে থাকে। শরীর থাকে না। এটাও তোমরা জানো যে, আল্লাহর কাছে শরীরের সাথে নয়, শুধুমাত্র আমরা আত্মারাই যাব। এখন শুধু আল্লাহকে স্মরণ করলে তো কেউ পবিত্র হয়ে যাবে না। কারণ আল্লাহকে তো তারা সঠিক রূপে জানেই না। এখন এই মানুষকে কিভাবে বোঝানো যাবে যে, বাবা সুখ-শান্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। বিশ্বে শান্তি কিভাবে হবে, বিশ্বে শান্তি কবে ছিল -- এটা তাদেরকে কিভাবে বোঝাবে ? যারা সেবাধারী বাচ্চা হবে, নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে তাদের মনে এই চিন্তন চলতে থাকবে। তোমাদের ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদেরই বাবা নিজের পরিচয় দিয়েছেন, সমগ্র দুনিয়ার মানুষমাত্রের পার্টেরও পরিচয় দিয়েছেন। এখন আমরা সাধারণ মানুষদেরকে বাবার আর রচনার পরিচয় কিভাবে দেব ? বাবা সবাইকে বলছেন যে - নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো তাহলে খোদার ঘরে চলে যাবে। গোল্ডেন এজ বা স্বর্গে তো সবাই যেতে পারবে না। সেখানে তো হলই এক ধর্ম। বাকি সব শান্তিধামে থাকে, এতে কারোর দুঃখী হওয়ার কথাই নেই। সাধারণ মানুষ শান্তি প্রার্থনা করে, সেটা পাওয়াই যায় আল্লাহ অথবা গডফাদারের ঘরে। সমস্ত আত্মারা শান্তিধাম থেকে এখানে আসে, সেখানে পুনরায় তখনই ফিরে যেতে পারবে, যখন নাটক সম্পূর্ণ হবে। বাবা আসেনই পতিত দুনিয়া থেকে সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা এখন শান্তিধামে যাচ্ছি, পুনরায় সুখধামে আসবো। এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। পুরুষোত্তম অর্থাৎ উত্তমের থেকেও উত্তম পুরুষ। যতক্ষণ না আত্মা পবিত্র হয়, ততক্ষণ উত্তম পুরুষ হতে পারবে না। এখন বাবা তোমাদেরকে বলছেন যে - আমাকে স্মরণ করো আর সৃষ্টিচক্রকে জানো আর সাথে সাথে দৈবগুণও ধারণ করো। এই সময় প্রত্যেক মানুষের চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। নতুন দুনিয়াতে তো প্রত্যেকের চরিত্র একদম ফার্স্ট ক্লাস হয়ে থাকে। ভারতবাসীরাই শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান হয়। সেই শ্রেষ্ঠ চরিত্রবানের সামনে তুলনামূলক ভাবে কম শ্রেষ্ঠ চরিত্রবানের মাথা নত করে। তাঁদের চরিত্রের বর্ণনা করতে থাকে। এই সমস্ত কথা বাচ্চারা তোমরাই বুঝতে পারো। এখন অন্যদেরকেও কিভাবে বোঝাবে ? কি এমন সহজ যুক্তি রচনা করবে ? এটাই হল আত্মাদের তৃতীয় নেত্র উন্মোচন করা। বাবার আত্মার মধ্যে জ্ঞান আছে। সাধারণ মানুষ বলে যে আমার মধ্যেও জ্ঞান আছে। এটা হলো দেহ-অভিমান, এতেই তো আত্ম-অভিমानी হতে হবে। সন্ন্যাসীদের কাছে শাস্ত্রের জ্ঞান থাকে। বাবার জ্ঞান তখনই পাওয়া যায় যখন বাবা এসে শোনাবেন। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। তারা তো কৃষ্ণকে ভগবান মনে করে নেয়। ভগবানকে তো জানেই না। ঋষি মূনি আদি বলে যে, আমরা জানি না। মনে করে যে, মানুষ ভগবান হতে পারে না। নিরাকার ভগবানই হলেন রচয়িতা। কিন্তু তিনি কীভাবে রচনা করেন, তাঁর নাম, রূপ, দেশ, কাল কি ? তারা বলে দেয় যে - ভগবানের নাম রূপ নেই। তাদের

এতটাও বোধ নেই যে, নাম-রূপ ছাড়া কোনও বস্তু হতেই পারে না, অসম্ভব। যদি বলে যে নুড়ি-পাথর, কচ্ছপ-মৎস্য সকলের মধ্যে ভগবান আছেন, তাহলেও তো তাঁর নাম রূপ হয়ে যায়। কখন এটা, কখনও সেটা বলতে থাকে। দিন-রাত বাচ্চাদের মধ্যে এই চিন্তাই যেন চলতে থাকে যে - সাধারণ মানুষকে আমরা কিভাবে বোঝাব ? এটাই হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। সাধারণ মানুষ দেবতাদেরকে নমস্কার করে। মানুষ মানুষকে নমস্কার করে না, মানুষকে ভগবান অথবা দেবতাদেরকেই নমস্কার করতে হয়। মুসলমানরাও প্রার্থনা করে, আল্লাহকে স্মরণ করে। তোমরা জানো যে, তারা তো আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে পারবে না। মুখ্য কথা হল - আল্লাহর কাছে কিভাবে পৌঁছাবে ? পুনরায় আল্লাহ কিভাবে নতুন সৃষ্টি রচনা করেন। এই সমস্ত কথা কিভাবে বোঝাবে, এর জন্য বাচ্চাদেরকে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে, বাবাকে তো বিচার সাগর মন্থন করতে হয় না। বাবা বাচ্চাদেরকে বিচার সাগর মন্থন করার যুক্তি শিখিয়ে দেন। এই সময় সবাই আয়রন এজড তমোপ্রধান হয়ে গেছে। অবশ্যই কোনও একসময় গোল্ডেন এজড ছিল। গোল্ডেন-এজকে পিওর (পবিত্র) বলা যায়। পিওরিটি আর ইমপিওরিটি। সোনাতে খাদ পরে যায়, তাই না। আত্মাও প্রথমে পিওর সতোপ্রধান ছিল, পুনরায় তার মধ্যে খাদ পরতে থাকে। যখন তমোপ্রধান হয়ে যায়, তখন বাবাকে আসতে হয়। বাবা-ই এসে সতোপ্রধান সুখধাম বানান। সুখধামে কেবল ভারতবাসীরাই হয়ে থাকে। বাকিরা সবাই শান্তিধামে থাকে। শান্তিধামে সবাই পিওর থাকে, পুনরায় এখানে এসে আস্তে আস্তে ইমপিওর হয়ে যায়। প্রত্যেক মানুষকে সতো, রজো, তমো অবশ্যই হতে হয়। এখন তাদেরকে কিভাবে বলবে যে, তোমরা সবাই আল্লাহর ঘরে পৌঁছাতে পারবে। দেহের সকল সম্বন্ধকে ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করো। ভগবানুবাচ তো আছেই। আমাকে স্মরণ করলে এই যে ৫ ভূত আছে, সেগুলো বেরিয়ে যাবে। বাচ্চারা তোমাদেরকে দিনরাত এই চিন্তাই করতে হবে। বাবারও চিন্তা হয় তবেই তো খেয়াল আসে যে - যাই, গিয়ে সবাইকে সুখী বানাই। সাথে সাথে বাচ্চাদেরকেও সাহায্যকারী হতে হবে। একা বাবা কি করতে পারবেন! তাই এই বিচার সাগর মন্থন করো। কি এমন উপায় বের করবে যাতে মানুষ ঝট করেই বুঝে যাবে যে এটাই হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। এই সময়েই মানুষ পুরুষোত্তম হতে পারে। প্রথমে শ্রেষ্ঠ হয় তারপর আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে থাকে। প্রথম থেকেই তো নিম্নাভিমুখী হবে না, তাই না! আসার সাথে সাথেই তমোপ্রধান হয়ে যাবে না। প্রত্যেকটা জিনিসই প্রথমে সতোপ্রধান তারপর সতো, তারপর রজো এবং শেষে তমোগুণী হয়ে যায়। বাচ্চারা এতো প্রদর্শনী ইত্যাদি করে, তবুও মানুষ যদি কিছুই বুঝতে না পারে তো আর কি উপায় আছে যেটা করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন উপায় তো বের করতে হবে, তাই না! তার জন্য সময়ও প্রাপ্ত হয়ে থাকে। একবারেই তো কেউ সম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে না। চন্দ্রমা ধীরে ধীরে নিজের সম্পূর্ণতাকে প্রাপ্ত করে। আমরাও তমোপ্রধান হয়ে গেছি, পুনরায় সতোপ্রধান হওয়ার জন্য সময় তো লাগবেই, তাই না ! সেটা তো হল জড় আর এটা হল চৈতন্য। তাই আমরা কিভাবে বোঝাবো ? মুসলমানদের মৌলবীকে কীভাবে বোঝাবে যে, তোমরা এই নামাজ কেন পড়, কার স্মরণে থেকে পড় ? এই বিষয়ে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। বড় বড় দিনে প্রেসিডেন্ট আদিও মসজিদে যায়। প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয় । সমস্ত মসজিদ গুলির একটি বড় মসজিদ থাকে - সেখানে যায় ঈদ মোবারক জানাতে। এখন মোবারক তো এটাই যে - যখন আমরা সবাই দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে সুখধামে যাব, তখন বলা যাবে ‘মোবারক হো’ অর্থাৎ অভিনন্দন। আমরা খুশির খবর শোনাচ্ছি। কেউ বিজয় প্রাপ্ত করলে তাকেও অভিনন্দন জানানো হয়। কেউ বিবাহ করতে গেলেও তাকে অভিনন্দন জানানো হয়। সর্বদা সুখে থাকো। এখন তোমাদেরকে তো বাবা বুঝিয়েছেন যে, আমরা এক-পরস্পরকে অভিনন্দন কিভাবে জানাবো। এই সময় আমরা অসীম জগতের বাবার থেকে মুক্তি জীবন্মুক্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। তোমাদেরও তো অভিনন্দন প্রাপ্ত হতে পারে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, তোমাদেরকে অভিনন্দন জানাই। তোমরা ২১ জন্মের জন্য পদমপতি হচ্ছে। এখন সমস্ত মানুষ কিভাবে বাবার থেকে এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে, যার জন্য সবাইকে অভিনন্দন দেবে! তোমরাও এখনই জানতে পেরেছ কিন্তু তোমাদেরকে সাধারণ মানুষ অভিনন্দন জানাবে না, কারণ তোমাদেরকে তো তারা জানেই না। অভিনন্দন জানালে তো অবশ্যই অভিনন্দন প্রাপ্ত করারও যোগ্য হতে হবে। তোমরা তো হলে গুপ্ত, তাই না! এক-পরস্পরকে অভিনন্দন দিতে থাকো। অভিনন্দন জানাই, আমরা অসীম জগতের বাবার হয়েছি। তোমরা হলে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, কেউ লটারি পেলে বা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে তো বলা হয় যে - অভিনন্দন। বাচ্চারা পরীক্ষায় পাশ করলে তখনও তাকে অভিনন্দন জানায়। তোমাদেরকে তো মনে মনেই অনেক খুশি হয়, নিজেকে অভিনন্দন জানাও যে আমি বাবাকে পেয়েছি, যাঁর থেকে আমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে - তোমাদের আত্মাদেরই দুর্গতি হয়েছিলো, তোমরাই এখন সন্নতি প্রাপ্ত করছো। সবাই তো একই অভিনন্দন প্রাপ্ত করো। অন্তিম সময়ে সবাই জানতে পারবে, যে আত্মা উঁচুর থেকেও উঁচু হবে, তাকে নিচের সবাই অভিনন্দন জানাবে। তোমরাই সূর্যবংশী কুলের মহারাজা মহারানী হয়ে থাকো। নিচু কুলের আত্মারা তাদেরকেই অভিনন্দন জানাবে, যারা বিজয় মালার দানা হবে। যে পাস হবে, সেই অভিনন্দন প্রাপ্ত করবে, তারই পূজা হয়ে থাকে।

আল্লাহকেও অভিনন্দন জানানো হচ্ছে, যে উঁচু পদ প্রাপ্ত করে। পুনরায় ভক্তি মার্গে তাদেরই পূজা হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ এটা জানেই না যে পূজা কেন করে থাকে। তাই বাচ্চাদের এটাই চিন্তা থাকে যে, কিভাবে তাদেরকে বোঝাব ? আমরা পবিত্র হয়েছি, অন্যদেরকেও কীভাবে পবিত্র বানাবো ? দুনিয়াতে অনেক বড়, তাই না! কি করা গেলে ঘরে ঘরে এই সংবাদ পৌঁছে যাবে ? ওপর থেকে পর্চা (প্রচার পত্র) ছড়িয়ে দিলে সবাই তো পাবে না। এই পর্চা তো প্রত্যেকের হাতে হাতে হওয়া চাই, কেননা তাদের তো একদমই জানা নেই যে, কিভাবে বাবার কাছে পৌঁছাবে ? *মানুষ বলে দেয় যে - সব রাস্তাই গিয়ে পরমাত্মার সাথে মিলছে। কিন্তু বাবা বলেন যে - এই ভক্তি, দান-পূণ্য তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে করে এসেছে, কিন্তু রাস্তা কোথায় পেয়েছ ? বলে দেয় যে, এইসব অনাদি চলে আসছে, কিন্তু কবে থেকে শুরু হয়েছে ? অনাদির অর্থও বুঝতে পারে না। তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে বুঝতে পারে*। জ্ঞানের প্রালঙ্ক ২১ জন্ম, সেটা হল সুখ, তারপর হল দুঃখ। বাচ্চারা, তোমাদেরকে হিসাব বোঝানো হয় - কে বেশি ভক্তি করেছে! এই সমস্ত ছোট ছোট কথা তো প্রত্যেককে বোঝানো সম্ভব নয়। কি করা যায়, কোনও সংবাদপত্রে দেওয়া হবে কি ? সময় তো লাগবে। সবাই তো এত তাড়াতাড়ি বাবার পরিচয় প্রাপ্ত করতে পারবে না। সবাই যদি পুরুষার্থ করতে লেগে যায়, তাহলে তো স্বর্গে এসে যাবে। এটাও হতে পারে না। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো স্বর্গের জন্য। এখন আমাদের যে ধর্মাত্মারা আছে, তাদের কিভাবে বের করবো ? কিভাবে জানতে পারবো যে কে কে ট্রান্সফার হয়েছে ? হিন্দু ধর্মের আত্মারা আসলে দেবী দেবতা ধর্মের ছিল, এটাও কেউ জানে না। পাক্ষা হিন্দু যে হবে, সে-ই নিজেকে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের বলে মানবে। এই সময় তো সবাই পতিত হয়ে গেছে। তারা বলে যে - হে পতিতপাবন এসো। নিরাকারকেই স্মরণ করে যে আমাকে এসে পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে চলো। ঐনারা (লক্ষ্মী-নারায়ণ) এত বড় রাজ্য কিভাবে প্রাপ্ত করেছেন ? ভারতে তো এই সময় কোনও রাজাই নেই, যার উপর বিজয় লাভ করে রাজ্য প্রাপ্ত করে। তারা তো কোনও লড়াই করে রাজত্ব পায় না। মানুষ থেকে দেবতা কিভাবে বানানো হয়, কেউই তা জানেনা। তোমরা এখন বাবার থেকে জানতে পেরেছো। অন্যদেরকে কিভাবে বলবে, যার দ্বারা তারা মুক্তি জীবন মুক্তি প্রাপ্ত করবে। পুরুষার্থ করানোর জন্য কাউকে চাই, তাই না! যে নিজেকে জেনে আল্লাহকে স্মরণ করবে। বলো তোমরা ঈদের মোবারক কাকে বলে থাকো ! তোমরা এখন আল্লাহর কাছে যাচ্ছ, এ বিষয়ে পাক্ষা নিশ্চয় আছে ? যার জন্য তোমরা এত খুশিতে থাকো ! এসব তো অনেক বছর ধরে তোমরা করে আসছ। কখনো খোদার কাছে যেতে চাও নাকি চাও না? মর্মান্বিত হয়ে পড়বে। বরাবর আমরা যা কিছু পড়ে এসেছি, কি করার জন্য ? উঁচুর থেকেও উঁচু হলেনই এক আল্লাহ। বলো - আল্লাহর বাচ্চা তুমিও হলে আত্মা। আত্মা চায় যে - আমরা আল্লাহর কাছে যাবো। আত্মা যে প্রথমে পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে। এখন একে স্বর্গ তো বলা যায় না। সমস্ত আত্মারাই পতিত হয়ে গেছে। পবিত্র কিভাবে হবে যে আল্লাহর ঘরে যাবে ? সেখানে বিকারী আত্মা তো হয়ই না। নির্বিকারী হতে হবে। আত্মা হঠাৎ করে সতোপ্রধান হতে পারে না। এই সবকিছু বিচার সাগর মন্থন করা হয়ে থাকে। বাবার বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকে, তবেই তো বোঝাচ্ছেন, তাই না! যুক্তি বের করতে হবে, কাকে কিভাবে বোঝাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যেরকম বাবার খেয়াল আসে যে, আমি গিয়ে বাচ্চাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করবো, সুখি বানাবো, এইরকম বাবার সাহায্যকারী হতে হবে, ঘরে ঘরে বাবার পরিচয় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে যুক্তি রচনা করতে হবে।

২) সকলের অভিনন্দন প্রাপ্ত করার জন্যে বিজয়মালার দানা হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। পূজ্য হতে হবে।

বরদান:- নম্রতা আর কর্তৃত্বের ব্যালেন্স দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করে বিশেষ সেবাধারী ভব*

ব্যাক্থা :- যেখানে ব্যালেন্স থাকে, সেখানে বিস্ময়কর কিছু দেখা যায়। যখন তোমরা নম্রতা আর সত্যতার কর্তৃত্বের ব্যালেন্স দ্বারা কাউকে যদি বাবার পরিচয় দাও তবে বিস্ময়কর কিছু করে দেখাবে। এই রূপের দ্বারাই বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। তোমাদের বাণী স্পষ্ট হবে, তার মধ্যে স্নেহও থাকবে, নম্রতা আর মধুরতাও থাকবে, তাহলে মহানতা আর সত্যতাও তখন প্রত্যক্ষতা হবে। বলার সময় মাঝে মাঝে অনুভব করাতে থাকো, যার দ্বারা ভালোবাসায় (লগনে) মগ্নমূর্তি অনুভব হবে। এইরকম স্বরূপের দ্বারা যারা সেবা করে, তারাই হল বিশেষ সেবাধারী।

স্লোগান:- সময়ের অনুসারে কোনও সাধন না থাকলেও সাধনাতে যেন বিভ্র না পরে।*

২৪-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- কোন্ পরিশ্রমটি করলে তোমরা বাচ্চারা পদ্মপতি হয়ে যাও ?

উত্তর:- সবচেয়ে কঠিন পরিশ্রম হলো ক্রিমিনাল দৃষ্টিকে সিভিল দৃষ্টিতে পরিণত করা। দৃষ্টি ধোঁকা দেয়। দৃষ্টিকে সিভিল বানানোর জন্য বাবা যুক্তি বলে দিয়েছেন যে, বাচ্চারা, আত্মিক দৃষ্টি দিয়ে দেখো। দেহকে দেখো না। আমি আত্মা, এই অভ্যাস পাকা করো, এই পরিশ্রমের দ্বারা তোমরা জন্ম-জন্মান্তরের জন্য পদ্মপতি হয়ে যাবে।

গীত:- ধৈর্য ধর হে মানব ধৈর্য ধর, তোর সুখে ভরা দিন আসবেই আসবে...

ওম্ শান্তি। এই কথাটি কে বললেন ? শিববাবা, ব্রহ্মাবাবার দেহ দ্বারা বললেন। কোনও আত্মা শরীর ব্যতীত কথা বলতে পারেনা। বাবাও শরীরে প্রবেশ করে আত্মাদেরকে বোঝান - বাচ্চারা এখন তোমাদের দৈহিক কানেকশন নেই। এ হলো আত্মিক (রহানী) কানেকশন। আত্মা জ্ঞান প্রাপ্ত করে - পরমপিতা পরমাত্মার কাছে। দেহধারী যারা আছে, সবাই পড়ছে। বাবার নিজস্ব দেহ তো নেই। তাই কিছু সময়ের জন্য এই দেহের আধার নিয়েছেন। এখন বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো। অসীম জগতের পিতা আত্মাদের অর্থাৎ আমাদের বোঝাচ্ছেন। উনি ছাড়া এমন করে কেউ বোঝাতে পারে না। আত্মা, আত্মাকে কীভাবে বোঝাবে। আত্মাদের বোঝানোর জন্য পরমাত্মা চাই। তাঁকে কেউ জানে না। ত্রিমূর্তির চিত্র থেকে শিবকে লুপ্ত করে দিয়েছে। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা কে করাবেন। ব্রহ্মা তো নতুন দুনিয়ার রচয়িতা নন। অসীম জগতের পিতা হলেন রচয়িতা তিনি হলেন সকলের একমাত্র শিববাবা। ব্রহ্মা তো কেবলমাত্র বর্তমানে তোমাদের পিতা পরে থাকবেন না। সেখানে তো লৌকিক পিতা থাকেন। কলিযুগে থাকে লৌকিক পিতা ও পারলৌকিক পিতা। এখন সঙ্গমে হয় লৌকিক, অলৌকিক এবং পারলৌকিক তিনজন পিতা। বাবা বলেন, সুখধামে কেউ আমাকে স্মরণ করে না। বিশ্বের মালিক বাবা করেছেন তাহলে চিৎকার করব কেন (কারণ সুখের দিন তো আসতে চলেছে)। সেখানে তো অন্য খন্ড থাকে না। শুধু সূর্যবংশীরা-ই থাকে। চন্দ্রবংশীরাও পরে আসে। এখন বাবা বলেন ধৈর্য ধরো, খুব কম সময় বাকি আছে। ভালো ভাবে পুরুষার্থ করো। দিব্য গুণ ধারণ না করলে পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এই হলো বিশাল লটারী। ব্যারিস্টার, সার্জেন ইত্যাদি হওয়াও তো একপ্রকার লটারী, তাইনা। তারা অনেক অর্থ উপার্জন করে। অনেকের উপরে হুকুম চালায়। যারা ভালো ভাবে পড়ে ও পড়ায়, তারা উঁচু পদমর্যাদা পাবে। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবাকেও ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যায়। মায়া ভুলিয়ে দেয়। জ্ঞান ভুলিয়ে দেয় না। বাবা বলেও থাকেন, নিজের উন্নতি চাই তো চার্ট রাখো - সারা দিন কোনও পাপ কর্ম হয় নি তো ? তা নাহলে শত গুণ পাপ জমা হয়ে যাবে। যজ্ঞের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য যারা রয়েছেন, তাদের পরামর্শ নিয়ে কর্ম করো। বলাও হয় যা থাওয়াবেন, যেখানে বসাবেন....। অতএব অন্য সব আশা ত্যাগ করতে হবে। তা নাহলে পাপ বৃদ্ধি হতে থাকবে। আত্মা পবিত্র হবে কীভাবে। যজ্ঞে কোনও পাপ কর্ম করবে না। এখানে তোমরা পুণ্য আত্মায় পরিণত হচ্ছে। চুরি ইত্যাদি করা পাপ। মায়ার প্রবেশ রয়েছে। না যোগ করতে পারবে, না জ্ঞানের ধারণা হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত - আমরা যদি অন্ধের লাঠি নই তাহলে আমরা কি ! অন্ধই বলা হবে তাইনা। এই সময়ের উদ্দেশ্যেই গায়ন আছে - ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান (দ্রৌপদী বলেছিল, অন্ধের সন্তান অন্ধ)। তারা হলো রাবণের রাজ্যে। তোমরা হলে সঙ্গমে। রামরাজ্যে গিয়ে আবার সুখ প্রাপ্ত করবে। পরমপিতা পরমাত্মা কীভাবে সুখ দেন, কারো বুদ্ধিতে আসবে না। যতই ভালো করে বোঝাও তবুও বুদ্ধিতে বসে না। নিজেকে যখন আত্মা নিশ্চয় করবে তখন পরমাত্মার জ্ঞানও বুঝতে পারবে। আত্মা যেমন পুরুষার্থ করে, তেমন স্বরূপ প্রাপ্ত করে। গায়ন আছে অন্তিম কালে যে স্ত্রীকে স্মরণ করে....★ *বাবা বলেন, যে আমাকে স্মরণ করবে সে আমাকেই প্রাপ্ত করবে। নয়তো অনেক অনেক দন্ড ভোগ করে আসবে। সত্যযুগে নয়, ত্রেতা যুগের শেষের দিকে আসবে*। সত্যযুগ-ত্রেতাকে বলা হয় ব্রহ্মার দিন। একজন ব্রহ্মা তো নয়, ব্রহ্মার তো অনেক সন্তান আছে, তাইনা। ব্রাহ্মণদের দিন পরে ব্রাহ্মণদের রাত হবে। এখন বাবা এসেছেন রাতকে দিন করতে। ব্রাহ্মণরাই দিনে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। বাবা অনেক বোঝান, দিব্য ধর্মের স্থাপনা তো অবশ্যই হবে। কলিযুগের বিনাশও নিশ্চয়ই হবে। যাদের মনে একটুও সংশয় থাকবে তারা পালিয়ে যাবে। প্রথমে নিশ্চয় তারপরে সংশয় হয়ে যায়। এখানে মরে আবার পুরানো দুনিয়ায় গিয়ে জন্ম নেয়। বিনাশ হয়ে যায়। বাবার শ্রীমৎ অনুসারে তো চলতে হয়, তাইনা। বাচ্চাদেরকে পয়েন্ট তো খুব ভালো ভালো দেন।

সবচেয়ে প্রথমে বোঝাও - তুমি আত্মা, দেহ নও। তা নাহলে লটারী উধাও হয়ে যাবে। যদিও স্বর্গে রাজা ও প্রজা সবাই সুখী থাকে তবুও পুরুষার্থ তো উচ্চ পদমর্যাদা প্রাপ্তির জন্য করতে হবে, তাইনা। এমন তো নয়, সুখধামে তো যাবো। না, উচ্চ পদের অধিকারীও হতে হবে, রাজা হওয়ার জন্য এসেছো। এমন বুদ্ধিমানও চাই। বাবার সার্ভিস করা উচিত। রুহানী সার্ভিস নয় তো স্থূল সার্ভিস তো আছে। কোথাও ভাইরা নিজেদের মধ্যে ক্লাস করায়। একজন বোন মাঝে মাঝে গিয়ে ক্লাস করায়। ধীরে ধীরে বৃক্ষের বৃদ্ধি হয়। সেন্টারে অনেকে আসে তারপরে চলতে চলতে হারিয়ে যায়। বিকার গ্রস্ত হয়ে সেন্টারে আসতেও তাদের লজ্জা বোধ হয়। পুরুষার্থে টিলে হয়ে যায়। বলবে অসুখ করেছে। বাবা সব কথা বোঝাতে থাকেন। নিজের কর্মের চার্ট রোজ রাখো। জমা হয় আবার জমা হয় না। ক্ষতি ও লাভ। আত্মা পবিত্র হলো অর্থাৎ ২১ জন্মের জন্য জমা হলো। বাবার স্মরণেই জমা হবে। পাপ বিনষ্ট হবে। বলাও হয় - হে পতিত-পাবন বাবা এসে আমাদের পবিত্র করো। এমন বলা হয় না যে এসে বিশ্বের মালিক বানাও। না, এই কথা তো তোমরা বাচ্চারা জানো - মুক্তি ও জীবনমুক্তি দুইই হলো পবিত্রধাম। তোমরা জানো আমরা মুক্তি-জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। যারা ভালো ভাবে পড়াশোনা করবে না তারা শেষে আসবে। স্বর্গে তো আসবেই, সবাই নিজের নিজের নির্দিষ্ট সময়ে আসবে। সব কথা বোঝানো হয়। কেউ চট করে তো বুঝতে পারবে না। এখানে বাবাকে স্মরণ করার জন্য তোমরা অনেক সময় পাও। যে আসবে তাকেই বলো প্রথমে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এই নলেজ একমাত্র বাবা দেন। উনি হলেন সকল আত্মাদের পিতা। আত্ম-অভিমानी হতে হবে। আত্মা জ্ঞান ধারণ করে, পরমাত্মা পিতাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে তারপরে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান প্রদান করেন। রচয়িতাকে স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হবে। তারপরে রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বুঝে নিলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। ব্যস্, এই জ্ঞান এবারে অন্যদেরও বোঝাতে হবে। তোমাদের কাছে চিত্রও আছে। এই জ্ঞান তো সারা দিন বুদ্ধিতে থাকা উচিত। তোমরা তো স্টুডেন্ট, তাইনা। অনেক গৃহস্থরাও স্টুডেন্ট হয়। তোমাদেরও গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন হতে হবে। বোন-ভাইয়ের কখনও ক্রিমিনাল দৃষ্টি হতে পারে না। এ হল ব্রহ্মা মুখবংশী, তাইনা। ক্রিমিনালকে সিভিল বানাতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। অর্ধকল্পের অভ্যাস মেটানো খুব পরিশ্রমের বিষয়। সবাই এই কথাই লেখে বাবা যে পয়েন্ট বুঝিয়েছেন, ক্রিমিনাল দৃষ্টিকে দূর করার, এই পয়েন্টটি খুবই কঠিন। ক্ষণে ক্ষণে বুদ্ধি সেদিকেই যায়। অনেক সঙ্কল্প বা বিচার আসে মনে। এই দৃষ্টির কি করা যায়? সুরদাসের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। তারা তো একটি কাহিনী বানিয়ে দিয়েছে। যখন দেখলো চোখ দুটি খুব ধোকা দেয় তো চোখ নষ্ট করে দিলো। এখন তো সেই কথা নেই। *এই দুটি চোখ তো সবারই আছে, কিন্তু ক্রিমিনাল দৃষ্টি, যাকে সিভিল করতে হবে। মানুষ ভাবে গৃহস্থ থেকে করা সম্ভব নয়। বাবা বলেন সম্ভব, কারণ আমদানি যে অনেক*। তোমরা জন্ম-জন্মান্তরের জন্য পদ্মপতি হও। সেখানে গণনা হয় না। আজকাল বাবা নামই দিয়ে দেন পদ্মপতি, পদ্মাবতী। তোমরা গণনাহীন পদ্মপতি হও। সেখানে গোনা হয় না। যখন টাকা পয়সা বের হয় তখন গণনা আরম্ভ হয়। সেখানে তো স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা কাজে লাগানো হয়। পূর্বে রাম সীতার রাজ্যের মুদ্রা ইত্যাদি পাওয়া যেত। যদিও সূর্যবংশী রাজাদের মুদ্রা কখনও দেখা যায়নি। চন্দ্রবংশীদেরই দেখা গেছে। প্রথমে তো সব স্বর্ণ মুদ্রাই ছিল, তারপরে হলো রৌপ্য মুদ্রা। এই তাম্রা ইত্যাদি তো পরে এসেছে। এখন তোমরা বাচ্চারা পুনরায় বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছ। সত্যযুগে যা নিয়ম কায়দা চলার তা তো চলবেই। তোমরা নিজেদের পুরুষার্থ করো। স্বর্গে সংখ্যা খুব কম থাকে, আয়ুও অনেক থাকে। অকালে মৃত্যু থাকে না। তোমরা বুঝেছো আমরা কাল জয়ী হতে পারি। মরণের নাম নেই। তারই নাম অমরলোক, এটা হল মৃত্যুলোক। অমরলোকে হাহাকার হয় না। কোনো বৃদ্ধ দেহ ত্যাগ করলে বরং খুশী হবে, আবার জন্ম হবে শিশু রূপে। এখানে তো মৃত্যু হলেই কাল্পনাটি আরম্ভ হয়ে যায়। তোমরা প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত কর, তাই অনেক ধারণা হওয়া উচিত। অন্যদেরও বোঝানো উচিত। বাবাকে কেউ যদি বলে আমি আধ্যাত্মিক (রুহানী) সার্ভিস করতে চাই তো বাবা বলবেন করো। বাবা কাউকে নিষেধ করেন না। জ্ঞান নেই অর্থাৎ অজ্ঞানী। অজ্ঞানের জন্য অনেক ডিসসার্ভিস করে দেয়। সার্ভিস তো ভালো রীতি করা উচিত তাইনা তবেই লটারী প্রাপ্ত হবে। খুব দামি লটারী। এ হলো ঈশ্বরীয় লটারী। তোমরা রাজা-রানী হলে তোমাদের নাতি-নাতনিরা সব ভোগ করতে আসবে। এখানে তো প্রত্যেকে নিজ কর্মের ফল প্রাপ্ত করে। কেউ অতিরিক্ত দান করলে রাজা হয়, সুতরাং বাবা বাচ্চাদেরকে সব বুঝিয়ে দেন। ভালো ভাবে বুঝে ধারণ করতে হবে। সার্ভিসও করতে হবে। অনেকের সার্ভিস করতে হয়। কোথাও ভক্তিপূর্ণ মানুষও অনেক ভালো থাকে। অনেক ভক্তি করে থাকলে তবে জ্ঞানও ভালো লাগবে। চেহারা দেখেই বুঝতে পারবে। তারা জ্ঞান শুনেই খুশী অনুভব করবে। যারা বুঝবেনা তারা চারিদিকে তাকাবে বা চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে। বাবা সবই দেখেন। কাউকে শেখাতে পারে না অর্থাৎ কিছুই বোঝেনি। এক কান দিয়ে শুনে অন্যটি দিয়ে বের করে দেয়। এখন এই সময় হলো অসীম জগতের পিতার কাছে অসীমের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা। যতখানি নেবে জন্ম-জন্মান্তর কল্প-কল্পান্তর প্রাপ্ত করবে। তা নাহলে পরে অনুতাপ অনুভব করবে, যখন সবার সাক্ষাৎকার হবে। আমরা পুরো মনোযোগ সহকারে পড়া করিনি, তাই উচ্চ পদ মর্যাদাও প্রাপ্ত হবে না। যদিও সেখানে গিয়ে কি পদ পাবো? চাকর বাকর, সাধারণ প্রজা। এইরূপ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যেমন কর্ম করে তেমন ফল প্রাপ্ত হয়। নতুন দুনিয়ার জন্য শুধুমাত্র

তোমরাই পুরুষার্থ করো। মানুষ দান-পুণ্য করে, তাও এই দুনিয়ার জন্য, এই কথাটি খুবই সাধারণ। যদি আমরা ভালো কর্ম করি তার ফল পর জন্মে প্রাপ্ত হবে। তোমাদের হল ২১ জন্মের কথা। যতখানি সম্ভব ভালো কাজ করো, অলরাউন্ডার হও। এক নম্বরে সর্ব প্রথম জ্ঞানী আত্মা যোগী আত্মা চাই। জ্ঞানীও চাই, ভাষণ করার জন্য মহারথীদের নিমন্ত্রণ দেওয়া হয় তাইনা যে সব রকমের সার্ভিস করে নিশ্চিতরূপে পুণ্য হয়। সাবজেক্ট আছে না। যোগ যুক্ত হয়ে যা কর্ম করবে ভালো মার্জ প্রাপ্ত করবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমরা কি সার্ভিস করি ? নাকি শুধু খাই আর ঘুমাই ? এইখানে তো এই একটি মাত্র পড়াশোনা আছে আর কিছুই নেই। তোমরা মানুষ থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ হও। অমরকথা, তিজরির (ত্রিনয় পাওয়ার কথা) ব্রতকথা হলো রয়েছে। মানুষ তো গিয়ে এই সব মিথ্যা কাহিনী শোনে। তৃতীয় নেত্র বাবা ব্যতীত অন্য কেউ প্রদান করতে পারে না। এখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো যার দ্বারা তোমরা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। এই পড়াশোনায় কুমার-কুমারীদের খুব তীক্ষ্ণ যাওয়া উচিত। চিত্রও আছে, কাউকে জিজ্ঞাসা করা উচিত গীতার ভগবান কে ? এই কথাটি হলো মুখ্য। ভগবান তো হলেন একজন, যাঁর কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় মুক্তিধামের। আমরা সেখানকার নিবাসী, এখানে এসেছি পার্ট প্লে করতে। এখন পবিত্র হবে কীভাবে। পতিত-পাবন তো হলেন একমাত্র বাবা। ভবিষ্যতে বাচ্চারা তোমাদের অবস্থা খুব ভালো হয়ে যাবে। বাবা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বুঝিয়ে দেন। এক তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে তাহলে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ বিনষ্ট হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে - আমরা কতক্ষণ স্মরণ করি ? চার্ট রাখা ভালো, নিজের উন্নতি করো। নিজের উপরে দয়া করে নিজের আচরণ দেখতে থাকো। যদি আমরা ভুল করি তাহলে রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে, এর জন্য দিব্য আচরণ থাকা উচিত। গায়নও আছে না - যা খাওয়াবেন, যেখানে বসাবেন, যা নির্দেশ করবেন তাই করবো। ডাইরেকশন তো নিশ্চয়ই দেহ দ্বারা দেবেন, তাইনা। গেট ওয়ে টু স্বর্গ, এই শব্দ গুলি ভালো। এই দ্বারটি হলো স্বর্গে যাওয়ার। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য অন্য সব আশা ত্যাগ করে এই কথাটি পাকা করতে হবে যে, বাবা যা খাওয়াবেন, যেখানে বসাবেন....। কোনোরকম পাপ কর্ম করবে না।

২) ঈশ্বরীয় লটারী প্রাপ্ত করার জন্য রুহানী সার্ভিস করতে হবে। জ্ঞানের ধারণা করে অন্যদেরও করাতে হবে। ভালো মার্জ নেওয়ার জন্য সকল কর্ম স্মরণে থেকে করতে হবে।

বরদান:- স্নেহের বাণ দ্বারা স্নেহে ঘায়েল করে স্নেহ ও প্রাপ্তি সম্পন্ন লাভলীন আত্মা ভব*

ব্যাখা: যেমন লৌকিক রূপে কেউ কারো স্নেহে লীন হয়ে থাকলে তার চেহারা দ্বারা, দৃষ্টি দ্বারা, বাণী দ্বারা অনুভব হয় যে সে ভালোবাসায় সিক্ত প্রেমিক, তেমন ভাবে যদি স্টেজে যাও, তাহলে মনের অন্তরালে বাবার স্নেহ যত ইমার্জ হবে, ততই স্নেহের বাণ অন্যদের ঘায়েল করবে। ভাষণের লিঙ্ক গুলো চিন্তন করা, পয়েন্ট রিভাইস করা - এমন স্বরূপ নয়, স্নেহ ও প্রাপ্তি সম্পন্ন স্বরূপ, লাভলীন স্বরূপ। অথরিটি স্বরূপ হয়ে কথা বললে তারই প্রভাব পড়ে।

স্লোগান:- সম্পূর্ণতা দ্বারা সমাপ্তির সময়টি সমীপে আনো।*

★ গুরু গ্রন্থ সাহেবে আছে, অন্তিম কালে যে স্ত্রীকে স্মরণ করবে, সে পরের জন্মে বেশ্যা, হয়ে জন্মাবে, যে পুত্রকে স্মরণ করবে, সে শূকর হয়ে আর যে ধন সম্পদকে স্মরণ করবে সে প্রেত হয়ে জন্মাবে। তাই সর্বদা পরমাত্মা শিব বাবাকেই স্মরণ করো।

২৫-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:-** — উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে সফলতা পাওয়ার জন্য তোমরা মুখ্য শিক্ষা কি পেয়েছ ? সেইজন্য কোন্ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত ?*
- *উত্তর:-** — আমাদের ঐশ্বরীয় পঠন-পাঠনের দ্বারা সফলতা পেতে গেলে দৃষ্টি অতি পবিত্র হতে হবে। কেননা দৃষ্টিই প্রভাব প্রদায়ক, দৃষ্টিই ক্রিমিনাল হয়ে থাকে। শরীর দেখলেই কর্মেন্দ্রিয় চঞ্চল হয়ে ওঠে, সেইজন্যই দৃষ্টি যেন ক্রিমিনাল না হয়, পবিত্র হওয়ার জন্য ভাই-বোন হয়ে থাকো, স্মরণের যাত্রায় অ্যাটেনশন দাও ।*
- *গীত:-** ধৈর্য্য ধর রে মন....*

ওম্ শান্তি । কে বললেন ? অসীম জগতের পিতা তাঁর অসীম জগতের বাচ্চাদেরকে বলছেন। যেমন কোনও মানুষ যখন রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন তাকে সাহায্য দিয়ে বলা হয় ধৈর্য্য ধরো, তোমার সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে। তাকে খুশিতে রাখার জন্য সাহায্য দেওয়া হয় । সেটা হলো অসীম জগতের বিষয় । আর এটা হলো অসীম জগতের বিষয়। বাবার অসংখ্য সন্তান, সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করতে হবে। তোমরা বাচ্চারা এই বিষয়ে জান । তোমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বাবা এসেছেন সবাইকে সঙ্গতি দিতে । সবার সঙ্গতি দাতা যখন, এর অর্থ সবাই নিশ্চয়ই দুর্গতিতে আছে । বিশ্বের মানুষ তার মধ্যে বিশেষতঃ ভারত এবং সাধারণ ভাবে বিশ্বের মানুষও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মূলতঃ তোমরাই সুখধামে যাবে । বাকিরা সবাই শান্তিধামে চলে যাবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে — প্রকৃতপক্ষে আমরাই সুখধামে ছিলাম, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা শান্তি ধামে ছিল। বাবাই এসে ভারতকে সুখধামে পরিণত করেছিলেন। সুতরাং বিজ্ঞপ্তিও এমনটাই হওয়া উচিত। বোঝাতে হবে প্রতি ৫ হাজার বছর পর নিরাকার শিববাবা আসেন । তিনি হলেন সবার পিতা । বাকিরা সবাই ব্রাদার্স। ব্রাদাররাই পুরুষার্থ করে ফাদারের কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করার জন্য। এমন তো নয় যে, ফাদার পুরুষার্থ করেন । সবাই ফাদার হলে উত্তরাধিকার কার কাছ থেকে গ্রহণ করবে ? ব্রাদার্সের কাছ থেকে ? এটা তো হতে পারে না। এই সহজ কথাটা এখন তোমরা বুঝেছ। সত্য যুগে একটাই দেবী-দেবতা ধর্ম। বাকি সমস্ত আত্মারা মুক্তিধামে চলে যায়। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী রিপিট হয়, কথাটি বলা হয়, তবে নিশ্চয়ই একই হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী যা রিপিট হয়ে থাকে। কলিযুগের পরে সত্য যুগ আসবে। এই দুই যুগের মধ্যে সঙ্গম যুগ অবশ্যই আসবে। এই যুগকে বলে সুপ্রীম, পুরুষোত্তম, কল্যাণকারী যুগ। এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে, সেইজন্যই সহজ বিষয়টি বুঝেছ। নতুন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়া। পুরানো বৃক্ষে নিশ্চয়ই অসংখ্য পাতা হবে। নতুন বৃক্ষে অল্প সংখ্যক পাতা হবে। ওটা হলো সত্যপ্রধান দুনিয়া, আর এটা তমোপ্রধান। বাবাকে যথার্থ রূপে স্মরণ না করার জন্য তোমাদেরও নম্বরানুসার পুরুষার্থ অনুযায়ী বুদ্ধির তালা খোলে। সুতরাং ধারণাও হয় না। বাবা তো পুরুষার্থ করান, কিন্তু ভাগ্যে নেই। ড্রামা অনুসারে যে যথার্থ রীতিতে পঠন-পাঠন করবে এবং অন্যদেরও করাবে য, বাবার সহযোগী হয়ে উঠবে, সে-ই উচ্চ পদ পাবে। স্কুলে স্টুডেন্টরাও জানে কত মার্কস পেয়ে পাশ করবে । তারা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে, টিউশনের জন্য টিচার রাখে, যেভাবেই হোক পাশ করতে হবে। এখানেও অধিক পুরুষার্থ করতে হবে। নিজেকে নিজেরই কৃপা করতে হবে। বাবাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে এখন শরীর ত্যাগ করলে কি কোনো পদ প্রাপ্ত করতে পারবে ? বাবা চট করে উত্তর দেবেন । অতি সহজেই বোঝার বিষয়। যেমন লোকিকের স্টুডেন্টস বুঝতে পারে তেমনই, এখানেও বুঝতে পারে।

বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে — আমার দ্বারা প্রতি মুহূর্তে ভুল হয়েছে, বিকর্ম হয়েছে। রেজিস্টার খারাপ হলে ফলাফলও সেরকমই হবে। প্রত্যেক আত্মা যেন নিজের রেজিস্টার রাখে । এমনিতাই ড্রামা অনুসারে সবই পূর্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে। নিজেই বুঝতে পারে, আমার রেজিস্টার তো খারাপ। স্কুলেও রেজিস্টার রাখা থাকে । গীতা পাঠশালা সম্পর্কে তো দুনিয়ার কেউ জানেই না। গীতা পাঠশালা বলা হয় । বেদ, উপনিষদ গ্রন্থের পাঠশালা বলা হয় না। পাঠশালার এইম অবজেক্ট থাকে আমরা ভবিষ্যতে এই হব । বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি যারা পড়ে তাদের টাইটেল দেওয়া হয়, উপার্জনও হয়ে থাকে। কেউ-কেউ তো প্রচুর উপার্জন করে থাকে। কিন্তু ওটা কোনও অবিনাশী উপার্জন নয়, সঙ্গে করে যায় না। প্রকৃত অবিনাশী উপার্জন (ঐশ্বর্য প্রদত্ত) সঙ্গে যায় । বাকি সব শেষ হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা জানো, আমরা অগাধ উপার্জন করছি এবং বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছি। সূর্যবংশী রাজত্ব বাচ্চারা অবশ্যই উচ্চ আসনে বসবে। অনেক উচ্চ পদ, যা তোমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারনি যে, আমরা পুরুষার্থ করে রাজ্য পদ প্রাপ্ত করতে পারব । একেই বলে রাজযোগ। অন্যান্য যোগ ব্যারিস্টার

বা ডাক্তার তৈরি করে। তারা তাদের পড়াশোনা এবং শিক্ষকদের মনে রাখে। এখানেও তাই — সহজ স্মরণ। এই স্মরণেই প্রচেষ্টা লাগে। নিজেকে দেহী-অভিমানী হতে হয়। প্রত্যেক আত্মাই সংস্কারে পূর্ণ। অনেকেই এসে বলে থাকে আমি তো শিববাবার পূজা করতাম কিন্তু কেন পূজা করে, এটা জানে না। শিবকেই বাবা বলা হয় আর কাউকে বাবা বলা যায় না। হনুমান, গণেশ ইত্যাদি পূজা করে থাকে, ব্রহ্মার পূজা হয় না। যদিও আজমিরে ব্রহ্মা মন্দির আছে, ওখানে অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণরা পূজা করে থাকে। *ব্রহ্মার কোনও মহিমা ইত্যাদি কিছুই নেই। শ্রী কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণের কত গায়ন আছে। ব্রহ্মার নাম নেই, কেননা ব্রহ্মা তো এই সময় শ্যামবর্ণ হয়ে গেছে। বাবা এসে এনাকে অ্যাডপ্ট করেন*। অতি সহজ বিষয়। বাবা এসেই বাচ্চাদের ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে বুঝিয়ে থাকেন।

বুদ্ধিতে থাকে যে, শিববাবা আমাদের শোনাচ্ছেন। তিনি বাবা, টিচার এবং গুরু। শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, যিনি আমাদের পড়ান। তোমরা বাচ্চারা এখন ত্রিকালদর্শী হয়েছ। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছ। তোমরা জেনেছ আত্মা হল অবিনাশী। আত্মাদের পিতা তিনিও অবিনাশী। এ কথা দুনিয়ার কেউ জানেনা। ওরা তো আহ্বান করতেই থাকে — বাবা, তুমি এসে আমাদের পবিত্র করে তোল। এমনটা বলে না যে, ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী এসে শোনাও। এটা তো বাবা স্বয়ং এসে শুনিয়ে থাকেন। পতিত থেকে পাবন তারপর পাবন থেকে পতিত কিভাবে হবে, হিস্ট্রি রিপোর্ট কিভাবে হবে, সব বুঝিয়ে বলেন। ৮৪ চক্র। আমরা পতিত কেন হয়েছি আবারও পবিত্র হয়ে কোথায় যেতে চলেছি, তাও বলেন। মানুষ তো সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে জানতে চায় মনে শান্তি আসবে কিভাবে? এটা জানতে চাইবে না যে সম্পূর্ণ নির্বিকারী পবিত্র কীভাবে হবে? একথা বলতে লজ্জাবোধ করে। বাবা বুঝিয়েছেন— তোমরা সবাই হলে ভক্ত, আমি হলাম ভগবান, ব্রাইডগ্রুম (বর), তোমরা ব্রাইডস (কনে)। তোমরা সবাই আমাকেই স্মরণ করে থাকো। আমি হল ভ্রমণকারী (মুসাফির), ভীষণই সুন্দর, সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানুষকে সুন্দর করে তুলি। ওয়াল্ডার অফ ওয়ার্ল্ড স্বর্গেই হয়। লোকিকে ৭ ওয়াল্ডার আছে এমনটা বলা হয়। ওয়াল্ডার অফ ওয়ার্ল্ড একটাই, যাকে স্বর্গ বলা হয়। বাবা এক, স্বর্গ এক, যাকে সমস্ত মানুষ মাত্রই স্মরণ করে। এখানে তো ওয়াল্ডার কিছুই নেই। তোমাদের মধ্যে এই ধৈর্য্য আছে যে, সুখের দিন আসতে চলেছে।

তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হলে তবেই তো স্বর্গের রাজ্য পাবো। এখনও রাজ্য স্থাপন হয়নি। তবে হ্যাঁ, প্রজা তৈরি হয়ে চলেছে। বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, সার্ভিসকে কীভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে? কীভাবে সবার কাছে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া যায়? বাবা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। বাকি সব কিছুই বিনাশ করিয়ে থাকেন। এমন বাবাকে তো স্মরণ করা উচিত, তাইনা। যে বাবা আমাদের রাজতিলকের উত্তরাধিকারী করেন, তিনি বাকি সবকিছুর বিনাশ ঘটিয়ে থাকেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত। এটা ছাড়া দুনিয়া বিনাশ হতে পারে না। বাবা বলেন, তোমাদের পরীক্ষা অতি নিকটে, মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে ট্রান্সফার হতে হবে। যত ভালো করে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করবে এবং অন্যদেরও করাবে ততই উচ্চ পদ পাবে। কেননা তোমরা নিজেদের প্রজা তৈরি করছ। পুরুষার্থ করে সবার কল্যাণ করা উচিত। ঘর থেকেই প্রথম শুরু করতে হবে। এটাই নিয়ম। প্রথমে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের মানুষ আসবে এবং তারপর জনসাধারণ আসবে। প্রথমে এভাবেই শুরু হয়েছিল। ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর বাচ্চাদের থাকার জন্য বড় বাড়ি তৈরি করা হয়েছে যাকে "ওম নিবাস" বলা হত। বাচ্চারা এখানে থেকে পড়াশোনা করত। এসবই ড্রামায় নির্ধারিত, যা রিপোর্ট হয়ে চলেছে। একে কেউ বদলাতে পারবে না।

কত উচ্চ মার্গের পঠন-পাঠন! স্মরণের যাত্রাই হলো প্রধান। দৃষ্টি ধোঁকা দিয়ে থাকে। দৃষ্টিতে যখন কু-ভাব আসে শরীরের কর্মেন্দ্রিয় চঞ্চল হয়ে পড়ে। কোনও সুন্দরী তরুণীকে দেখলে, তার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমন অনেক ঘটনা দুনিয়াতে ঘটেছে। গুরুদেরও কু-দৃষ্টি হয়ে থাকে। বাবা বলেন, কু-দৃষ্টি থাকা একদমই উচিত নয়। ভাই-বোন সম্পর্কে থাকতে হবে তবেই পবিত্র হতে পারবে। মানুষের তো জানা নেই, ওরা শুনে হাসবে। শাস্ত্রে তো এ বিষয়ে কোনও উল্লেখই নেই। বাবা বলেন, এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। দ্বাপরে আবার এইসব শাস্ত্রাদি তৈরী হয়। বাবা এখন মূল বিষয়ে এটাই বলেন যে অন্ধকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। নিজেকে আত্মা মনে কর। তোমরা ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ করে এসেছ। এখন তোমাদের আত্মা দেবতা হতে যাচ্ছে। ছোট আত্মার মধ্যেই ৮৪ জন্মের অবিনাশী ভূমিকা সঞ্চিত আছে, চমকপ্রদ বিষয়, তাইনা। বাবাই এসে ওয়াল্ডার অফ ওয়ার্ল্ডের কথা বুঝিয়ে থাকেন। কারো ৮৪ জন্ম, কারো বা ৫০-৬০ জন্মের ভূমিকা। পরমপিতা পরমাত্মারও ভূমিকা রয়েছে। ড্রামানুসারে এই অনাদি অবিনাশী ড্রামা কবে শুরু হয়েছিল, কবে বন্ধ হবে— এটা বলা যায় না। কেননা এ হলো অনাদি অবিনাশী ড্রামা। এ বিষয়ে কেউ-ই জানে না। আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার

আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এখন পরীক্ষা দেওয়ার সময় অতি নিকটে, সেইজন্য পুরুষার্থ করে নিজের এবং সবার কল্যাণ করতে হবে। ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে অন্যদেরও পড়াতে হবে। নিজের ঘর থেকেই প্রথমে শুরু করতে হবে।

২) দেহী-অভিমানী হয়ে অবিনাশী প্রকৃত উপার্জন সঞ্চয় করতে হবে। নিজের রেজিস্টার রাখতে হবে। এমন কোনও বিকর্ম যেন না হয় যাতে রেজিস্টার খারাপ হয়ে যায়।

বরদানঃ- — নিমিত্ত ভাবের স্মৃতি দ্বারা মায়ার গেট বন্ধকারী ডবল লাইট ভব*
যে সবসময় নিজেকে নিমিত্ত মনে করে চলাফেরা করে, তার ডবল লাইট স্থিতির অনুভব সবসময়ই হয়ে থাকে। করনকরাবনহার করাচ্ছেন, আমি নিমিত্ত — এই স্মৃতি দ্বারা সফলতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আমিও ভাব আসা অর্থাৎ মায়ার গেট খুলে দেওয়া, নিমিত্ত মনে করা অর্থাৎ মায়া ঢোকার গেট বন্ধ করে দেওয়া। সুতরাং নিমিত্ত মনে করলে মায়াকে জয় করে (মায়াজীত) ডবল লাইট স্থিতি স্বরূপ হয়ে যায়। সেইসাথে সফলতাও অবশ্যই প্রাপ্তি হয়। এই স্মৃতিই নম্বর ওয়ান হওয়ার আধার তৈরি করে দেয়।

স্লোগানঃ- — ত্রিকালদর্শী হয়ে সকল কর্ম করলে সফলতা সহজেই প্রাপ্ত হতে থাকবে।*

২৬-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার অধ্যয়ণে পাশ করতে পারার মূখ্য আধার কি?

উত্তর:- বিশ্বাস। নিশ্চয় বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার জন্য সাহস থাকা চাই। মায়া এই সাহসকে ভেঙে দেয়। সংশয় বুদ্ধি সম্পন্ন করে তোলে। চলতে চলতে যদি অধ্যয়ণের উপর বা অধ্যয়ণ করান যিনি সেই সুপ্রিম টিচারের প্রতি সংশয় জাগে তবে নিজের আর অপরের অনেক লোকসান করবে।

গীত:- তুমি হলে ভালবাসার সাগর (তু প্যার কা সাগর হয়) ...

ওম্ শান্তি । আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি শিববাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা বাচ্চারা বাবার মহিমা করছো- "তুমি হলে প্রেমের সাগর" । ওঁনাকে জ্ঞানের সাগরও বলা হয়। যখন জ্ঞানের সাগর হলেন একজনই, তবে বাকিদের বলা হবে অজ্ঞান, কারণ জ্ঞান আর অজ্ঞানেরই হল খেলা। জ্ঞান থাকেই পরমপিতা পরমাত্মার কাছে। *এই জ্ঞানের দ্বারা নূতন দুনিয়া স্থাপন হয়। এইরকম না যে নূতন দুনিয়া তৈরী করা হয়। দুনিয়া তো হলোই অবিনাশী। শুধু পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তন করে নূতন করা হয়। এমন না যে প্রলয় হয়ে যায়। সমগ্র দুনিয়ার কখনো বিনাশ হয় না। পুরানো যেটা আছে সেটাই পরিবর্তিত হয়ে নূতন হয়ে উঠছে* । বাবা বুঝিয়েছেন, এটা হলো পুরানো গৃহ, যেখানে তোমরা বসে আছো। জানো যে আমরা নূতন গৃহে যাবো। যেমন পুরানো দিল্লী। এখন পুরানো দিল্লী বিলুপ্ত হবে, তার পরিবর্তে এখন নূতন তৈরী হচ্ছে। এখন নূতন হয় কীভাবে ? প্রথমে তো ওখানে থাকার মতো যোগ্যতা থাকা উচিত। নূতন দুনিয়াতে তো হয় সর্বগুণ সম্পন্ন ... বাচ্চারা, তোমাদের এইম্-অবজেক্টও হলো এটা। পাঠশালাতে তো এইম্-অবজেক্ট থাকে, তাই না ! অধ্যয়ণ যারা করে, তারা জানে- আমি সার্জন হবো, ব্যারিস্টার হবো...। এক্ষেত্রে তোমরা জানো যে, আমরা এসেছি মানুষ থেকে দেবতা হতে। পাঠশালাতে তো এইম্-অবজেক্ট ব্যতীত কেউ বসতে পারে না। কিন্তু এটা হলো এইরকম পাঠশালা যে এইম্ অবজেক্ট বুঝতে পেরে, পড়াশুনা করে, তবুও পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। মনে করে এই পড়াশুনা হলো রঙ(ভুল)। এই এইম্ অবজেক্ট হয় না, এইরকম কখনো হতে পারে না। পড়ান যিনি তাঁর উপরেও সংশয় এসে যায়। ঐ পড়াশুনাতে (পার্থিব জগতের অধ্যয়ণে) তো পড়তে পারে না অথবা পয়সা থাকে না, ক্ষমতা না থাকলে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। এই রকম তো বলে না যে, ব্যারিস্টারীর নলেজ হলো রঙ, যারা পড়ায় তারাও হলো রঙ। এখানেই তো হলো মানুষের ওয়ান্ডারফুল বুদ্ধি। পড়াশুনার উপর সংশয় এসে গেলে বলে দেয় এই পড়াশুনা হলো রঙ(ভুল)। ভগবান পড়ানই না, বাদশাহী ইত্যাদি কিছু পাওয়া যায় না... এই সব হলো গল্প-কথা। এই রকমই অনেক বাচ্চারা পড়তে-পড়তে আবার ছেড়ে দেয়। সবাই জিজ্ঞাসা করবে তুমি তো বলতে আমাদের ভগবান পড়ান, যার ফলে মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠে, এটা আবার কি হলো ? না, না সেই সব ছিলো গল্প- কথা। বলে এই এইম্-অবজেক্ট আমাদের বোধগম্য নয়। এমনই কেউ কেউ বিশ্বাসের সাথে অধ্যয়ণ করতো, সংশয় হওয়াতে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে। নিশ্চয় কীভাবে হলো, আবার সংশয় বুদ্ধি কে করে তুলছে ? তোমারা বলবে এটা যদি পড়তাম তো অনেক উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারতাম। অনেক পড়াশুনা করতে থাকে। ব্যারিস্টারী পড়তে-পড়তে অর্ধেক পড়ে ছেড়ে দেয়, অন্য কেউ তো পড়াশুনা করে ব্যারিস্টার হয়ে যায়। পড়াশুনা করে কেউ পাশ করে যায়, কেউ ফেল করে যায়। তারপর কিছু না কিছু নীচু পদ প্রাপ্ত করে। এটা তো হলো বড় পরীক্ষা। এতে খুবই সাহস

থাকা চাই। এক তো সুনিশ্চিত বুদ্ধির সাহস থাকা চাই। মায়া এমনই যে এই নিশ্চয় বুদ্ধি সম্পন্ন তো এই আবার সংশয় বুদ্ধি সম্পন্ন করে তোলে। পড়তে অনেকেই আসে, কিন্তু কেউ কেউ ডালও (শূল বুদ্ধি সম্পন্ন) হয়, নম্বর অনুযায়ী পাশ হয় যে ! সংবাদপত্রেও লিস্ট বের হয়। এটাও সেই রকম, আসে অনেকেই পড়াশুনা করার জন্য। কেউ সুবুদ্ধি সম্পন্ন, কেউ ডাল বুদ্ধি সম্পন্ন। ডাল বুদ্ধি হতে-হতে আবার কোনো না কোনো সংশয়ে এসে ছেড়ে চলে যায়। আবার অন্যদেরও লোকসান করিয়ে দেয়। সংশয় বুদ্ধি বা সন্দ্বিদ্ধ বুদ্ধি বিনাশক্তি বলা হয়। তারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারে না। বিশ্বাসও থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ পড়াশুনা না করলে কি আর পাশ করবে! কারণ বুদ্ধি কোনো কাজের নয়। ধারণা হয় না। আমরা হলাম আত্মা- এটা ভুলে যায়। বাবা বলেন, আমি হলাম তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পরমপিতা। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন। কারোর অনেক বিঘ্ন আসে বলে সংশয় এসে যায়, বলে দেয় আমার অমুক ব্রাহ্মণীর উপর বিশ্বাস হয় না। আরে, ব্রাহ্মণী যেমনই হোক না কেন তোমাদের তো পড়াশুনা করা উচিত, তাই না ! টিচার ভালো না পড়ালে তো ভাবো যে একে পড়ানোর থেকে ছাড়িয়ে দেবো। কিন্তু তোমাদের তো পড়তে হবে যে না! এই পড়াশুনা হলো বাবার।

পড়ান যিনি, তিনি হলেন সেই সুপ্রিম টিচার। ব্রাহ্মণীও যখন ওঁনার নলেজ শোনায় তখন অ্যাটেনশন পড়াশুনার উপর হওয়া উচিত। পড়াশুনা ব্যাতিত পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না। কিন্তু বাবার উপর বিশ্বাসই ভঙ্গ হয়ে যায় তো আবার পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। পড়তে-পড়তে টিচারের উপর সংশয় এসে যায় যে এর থেকে এই পদ পাওয়া যাবে কি যাবে না, তাই আবার ছেড়ে দেয়। অপরকেও খারাপ করে দেয়, গ্লানি করার জন্য আরোই লোকসান করে দেয়। অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। বাবা বলেন, এখানে পাপ করলে তার শত গুণ দন্ড হয়। অনেককে খারাপ করার জন্য একজন নিমিত্ত হয়। তাই যা কিছু পুণ্য আত্মা করেছে আবার পাপ আত্মা হয়ে যায়। পুণ্য আত্মা হয়ে ওঠে এই অধ্যয়ন করে আর পুণ্য আত্মা তৈরী করতে পারেন শুধুমাত্র বাবা। যদি কেউ পড়াশুনা করতে না পারে তো অবশ্যই কোনো খারাপ কিছু থাকে। ব্যাস্, বলে দেয় ভাগ্য, আমি কি করব। যেন হার্টফেল হয়ে যায়। তাই যারা এখানে এসে মরজীবা(জীবন্মুত) হয়, তারা আবার রাবণ রাজ্যতে গিয়ে মরজীবা হয়। হীরে তুল্য জীবন গড়ে তুলতে পারে না। মানুষ হার্টফেল করলে গিয়ে দ্বিতীয় জন্ম নেয়। এখানে হার্টফেল করলে তবে আসুরিক সম্প্রদায়ের হয়ে যায়। এটা হলো মরজীবা বা জীবন্মুত জন্ম। নূতন দুনিয়াতে চলার জন্য বাবার হয়। আত্মারাও যাবে, তাই না ! আমি আত্মা এই শরীরের ভাবকে ত্যাগ করলে তবে বুঝবে এই হলো দেহী-অভিমানী। আমি এক জিনিস, শরীর আরেক জিনিস। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে যখন, তাহলে তো অবশ্যই আলাদা জিনিস হলো, তাই না। তোমরা মনে করো আমরা আত্মারা শ্রীমত অনুযায়ী এই ভারতে স্বর্গের স্থাপনা করছি। মানুষকে দেবতা করে তোলার নিয়ম শিখতে হয়। এটাও বাচ্চাদের বুঝিয়েছি, সংসঙ্গ বলতে আর কিছুই নেই। সত্য তো একমাত্র পরমাত্মাকে বলা হয়। ওঁনার নাম হলো শিব, তিনিই সত্যযুগের স্থাপনা করেন। কলিযুগের আয়ু অবশ্যই সম্পূর্ণ হবে। সমগ্র দুনিয়ার চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, এটা গোলায় (সৃষ্টি চক্রের) চিত্রে ক্লীয়ার আছে। দেবতা হওয়ার জন্য সঙ্গমযুগে বাবার হয়ে যায়। বাবাকে ছাড়লে তো আবার কলিযুগে চলে যাবে। ব্রাহ্মণের আচরণে সংশয় এলে তখন গিয়ে শূদ্র ঘরানায় পড়বে। তখন দেবতা হতে পারবে না। বাবা এটাও বোঝান- কীভাবে এখন স্বর্গের স্থাপনার ফাউন্ডেশন হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সেরিমনি (স্থাপনার অনুষ্ঠান) আবার ওপেনিং এরও সেরিমনি (উদ্বোধন অনুষ্ঠান) হয়। এক্ষেত্রে তো হলো গুপ্ত। এটা তোমরা জানো যে, আমরা স্বর্গের জন্য তৈরী হচ্ছে। তখন নরকের নাম থাকবে না। শেষ পর্যন্ত এখানে বাঁচতে হবে, অবশ্যই পড়াশুনা করতে হবে। পতিত-পাবন হলেন একই বাবা, যিনি পবিত্র করে তোলেন। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো এটা হলো সঙ্গমযুগ, যখন বাবা পবিত্র করে তুলতে আসেন। লিখতেও হবে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে মানুষ নর থেকে নারায়ণ হয়। এটাও লিখে দেওয়া আছে - এটা হলো তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার। বাবা এখন তোমাদের দিব্য দৃষ্টি প্রদান করেন। আত্মা জানে যে আমাদের ৮৪ জন্মের চক্র এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। আত্মাদের পিতা বসে বোঝাচ্ছেন। আত্মা অধ্যয়ন করে, যদিও দেহ অভিমান প্রতি ক্ষণে এসে যায় - কারণ অর্ধ-কল্প ধরে থাকা দেহ-অভিমান। তাই দেহী - অভিমানী হতে টাইম লেগে যায়। বাবা বসেছেন, টাইম পাওয়া গেছে। যদিও ব্রহ্মার আয়ু ১০০ বছর বলে অথবা কিছুটা কমও। মনে করো, ব্রহ্মা চলে গেল, এমন তো নয় যে স্থাপনা হবে না। তোমরা এই সেনা তো বসে আছে। বাবা তো মন্ত্র দিয়ে দিয়েছেন, পড়তে হবে। সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, এটাও বুদ্ধিতে আছে। স্মরণের যাত্রার উপর থাকতে হবে। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। ভক্তি মার্গে সবচেয়ে বেশী বিকর্ম হয়েছে। পুরানো দুনিয়া আর নূতন দুনিয়া দুই এর গোলা তোমাদের সামনে আছে। তাই তোমরা লিখতে পারো পুরানো দুনিয়া রাবণ রাজ্য মূর্দাবাদ, নূতন দুনিয়া জ্ঞান মার্গ রামরাজ্য জিন্দাবাদ। যারা পূজ্য ছিলো তারাই পূজারী হয়েছে। কৃষ্ণও পূজ্য সুন্দর (ফর্সা) ছিলো আবার রাবণ রাজ্যে পূজারী শ্যাম-বর্ণ বা অসুন্দর হয়ে যায়। এটা বোঝানো তো খুব সহজ। প্রথম দিকে যখন পূজা শুরু হয় তো বড়-বড় হীরের লিঙ্গ তৈরী করে, মোস্ট ভ্যালুয়েবল হয়, কারণ বাবা এতো বিত্তশালী করেছেন। তিনি নিজেই হলেন হীরা অর্থাৎ অতি মূল্যবান, তো আত্মাদেরও হীরের মতন তৈরী করেন, তাই তাঁকে হীরে দিয়ে তৈরী করে রাখা উচিত, তাই না ! হীরা সর্বদা মধ্যস্থলে রাখা হয়। পোথরাজ ইত্যাদির সাথে তো ওর ভ্যালু থাকে না, সেইজন্য হীরেকে মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হয়। ঐর দ্বারা ৮ রত্ন বিজয় মালার দানা হয়ে ওঠে, সবচেয়ে বেশী ভ্যালু বা মূল্য হয় হীরের। এছাড়া নম্বর অনুযায়ী হয়। এটা করেন শিববাবা, এই সব কথা বাবা ব্যাতিত তো কেউ বোঝাতে পারে না। পড়তে-পড়তে আশ্চর্যবৎ বাবা-বাবা কহন্তী(বলে), আবার চলে যায়। শিববাবাকে বাবা বলে, তো তাঁকে কখনো ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। আবার বলা হয় ভাগ্য। কারোর ভাগ্যে বেশী রকম না থাকলে তবে আবার কর্মই এমন করে যে শত গুণ দন্ড চেপে যায়। পুণ্য আত্মা হয়ে ওঠার পুরুষার্থ করে আর তারপর পাপ করলে পাপ শত গুণ হয়ে যায় আবার বামন থেকে যায়, বৃদ্ধি হয় না। শতগুণ দন্ড অ্যাড হওয়ার জন্য অবস্থা জোরদার হয় না। বাবা, যিনি তোমাদের হীরে তুল্য করে তুলছেন, তাঁর প্রতি সংশয় কেন থাকবে ! কোনো কারণে বাবাকে ছাড়লে দুর্ভাগ্যশালী আত্মা বলবে। যে কোনো জায়গায় থেকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, তবে শাস্তির হাত থেকে মুক্তি পাবে। এখানে তোমরা আসোই পতিত থেকে পবিত্র হতে। পাস্টেও (অতীতে) এই রকম কর্ম করে থাকলে তবে শরীরেরও কর্মভোগ কতো চলতে থাকে। এখন তোমরা তো অর্ধ-কল্পের জন্য এর থেকে মুক্ত হয়ে যাও। নিজেকে দেখতে হবে আমি কতখানি নিজের উন্নতি করছি, অন্যদের সার্ভিস করি ?

লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের উপরেও লিখতে পারো যে, এই হলো বিশ্বের শান্তির রাজত্ব, যা এখন স্থাপন হচ্ছে। এটাই হলো এইম্ অবজেক্ট। সেখানে ১০০ পারসেন্ট পবিত্রতা, সুখ-শান্তি আছে। এঁাদের রাজ্যে দ্বিতীয় কোনো ধর্ম হয় না। তাই এখন যে এতো ধর্ম আছে অবশ্যই সেই গুলোর বিনাশ হবে ! বোঝাতে গেলে অনেক বেশী বুদ্ধির দরকার। না হলে নিজের অবস্থা অনুযায়ীই বোঝায়। চিত্রের সামনে বসে ধারণা করা উচিত। কীভাবে বোঝাতে হবে তা তো তোমাদের বলাই হয়েছে । যারা বুঝতে পারে তারা বোঝে যে বোঝাতে হবে। সেইজন্য বাবা মিউজিয়াম খোলাতে থাকেন। গেট ওয়ে টু হেভেন, এই নামও ভালো। সেটা হলো দিল্লী গেট, ইন্ডিয়া গেট। এটা হলো আবার স্বর্গের গেট। তোমরা এখন স্বর্গের গেট খুলছো। ভক্তি মার্গে এমন বিভ্রান্ত হয়ে যায় যেমন গোলক ধাঁধায় (ভুলভুলাইয়া) বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কারোরই পথ খুঁজে পায় না। সকলে ভিতরে আটকে পড়ে, মায়ার রাজ্যে। তারপর বাবা এসে বের করেন। কারো কারো বের হতে মন না চাইলে বাবা কি-ই বা আর করবেন। সেইজন্য বাবা বলেন, সবচেয়ে দুর্ভাগ্যশালীও এখানেই দেখো, যারা পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। সংশয় বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য নিজেই নিজেকে খুন করে দেয়। ভাগ্য খারাপ হতে থাকলে তখন এরকম হয়। গ্রহের ফের থাকলে সুন্দরের পরিবর্তে কুৎসিত হয়ে যায়। গুপ্ত আত্মা অধ্যয়ণ করে, আত্মাই শরীর দ্বারা সব কিছু করে, আত্মা শরীর ব্যাভীত তো কিছু করতে পারে না। *আত্মা মনে করার মধ্যেই হলো পরিশ্রম* । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় না আবার দেহ-অভিমান এসে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সুপ্রীম টিচারের পঠন-পাঠন আমাদের নর থেকে নারায়ণ করে তোলে, এই বিশ্বাসের সাথে অ্যাটেনশন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। কে পড়াচ্ছেন (সেন্টারের টিচার), সেটা দেখতে নেই।

২) দেহী- অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে, মরজীবা (এই পার্থিব দুনিয়ায় থেকেও জীবন্মুত) হয়েছে তো এই শরীরের ভাব ত্যাগ করতে হবে।

পুণ্য আত্মা হতে হবে, কোনো পাপ কর্ম করতে নেই।

বরদান:- স্ব-স্থিতির সীটে স্থিত থেকে পরিস্থিতির উপর বিজয় প্রাপ্তকারী মাস্টার রচয়িতা ভব*
যে কোনো পরিস্থিতি, প্রকৃতি দ্বারা আসে। সেইজন্য পরিস্থিতি হলো রচনা আর স্ব-স্থিতি যাদের থাকে তারা হলো রচয়িতা। মাস্টার রচয়িতা বা মাস্টার সর্বশক্তিমান কখনো পরাজিত হয় না। অসম্ভব। যদি কেউ নিজের সেট ছেড়ে দেয় তখন পরাজিত হয়। সীট ছেড়ে দেওয়া অর্থাৎ শক্তিহীন হওয়া। সীটের আধারে শক্তি সমূহ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই এসে যায়। যারা সীটের নীচে নেমে যায়, তাদের মায়ার ধূলো লেগে যায়। বাপদাদার অতি আদরের, মরজীবা জন্মধারী ব্রাহ্মণ কখনো দেহ-অভিমানের মাটিতে খেলা করতে পারে না।

স্লোগান:- দুটো কড়া সংস্কারকেও মোমের মতো গলিয়ে দেয় (সমাপ্ত করে দেয়) ।*

সব সময়ের স্নেহী হও

আজ স্নেহের সাগর বাবা তাঁর স্নেহী বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। এই আত্মিক স্নেহ সকল বাচ্চাদেরকে সহযোগী বানিয়ে দেয়। এই স্নেহ সমস্ত পুরোনো সংস্কারকে ভুলিয়ে দেওয়ার সহজ উপায়। এই স্নেহ হল প্রতিটি আত্মার বাবার হয়ে যাওয়ার একমাত্র শক্তিশালী উপায়। স্নেহ হল ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন। স্নেহ - শক্তিশালী জীবন বানানোর, পালনার आधार। সকলে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আত্মা যারা বাবার কাছে সম্মুখে পৌঁছেছে, তাদের সকলের পৌঁছানোর आधारও হল "স্নেহ"। স্নেহের ডানায় ভর করে উড়ে উড়ে এসে মধুবন নিবাসী হয়েছে। বাপদাদা সকল স্নেহী বাচ্চাদেরকে দেখছিলেন যে, স্নেহী তো সকল বাচ্চারাই, কিন্তু প্রভেদ কোন্ কোন্ স্থানে? নম্বর অনুক্রমে কেন? এর কারণ কি? স্নেহী সকলেই, কিন্তু কেউ হল "সদাস্নেহী" আর কেউ হল "স্নেহী" এবং তৃতীয় হল সময় অনুসারে তারা স্নেহ বজায় রাখে। বাপদাদা তিন প্রকারের স্নেহী দেখেছেন।

যারা সদাস্নেহী, তারা লভলীন হওয়ার কারণে তাদের পরিশ্রম আর কঠিন অনুভব হয়। কেননা সদাস্নেহী হওয়ার কারণে তাদের সামনে প্রকৃতি আর মায়া দুইই এখন থেকে দাসী হয়ে যায় অর্থাৎ সদাস্নেহী আত্মা মালিক হয়ে যায়। তখন প্রকৃতি, মায়া স্বতঃতই দাসী রূপ হয়ে যায়। প্রকৃতি, মায়ার সাহস নেই যে সদাস্নেহীর সময় বা সংকল্প নিজের দিকে নিয়োজিত করবে। সদাস্নেহী আত্মাদের সকল সময় প্রতিটি সংকল্পই বাবার স্মরণ আর সেবার প্রতি। সেইজন্য প্রকৃতি আর মায়াও জানে যে, এই সদাস্নেহী বাচ্চারা সংকল্পেও কখনোই আমার অধীন হবে না। তারা হল সর্বশক্তির অধিকারী আত্মা। সদাস্নেহী আত্মার স্থিতির গায়ন রয়েছে - "এক বাবা দ্বিতীয় আর কেউ নেই"। বাবাই হল সংসার। দ্বিতীয় নম্বরে - স্নেহী আত্মারা, স্নেহতে অবশ্যই থাকে, কিন্তু সব সময় না থাকার কারণে কখনো কখনো মনের সংকল্পের দ্বারাও কখনো কখনো অন্যদিকে স্নেহ চলে যায়। খুব কমই মাঝে মাঝে নিজেকে পরিবর্তন করে নেওয়ার কারণে কখনো পরিশ্রমের, কখনো কঠিনতার অনুভব করে থাকে। খুব অল্পই যখনই কোনো প্রাকৃতিক কিংবা মায়ার সূক্ষ্ম আঘাত নেমে আসে, সেই সময়ে স্নেহের কারণে বাবার স্মরণ দ্রুত চলে আসে আর তখন স্মরণের শক্তির দ্বারা নিজেকে খুব দ্রুততার সাথে পরিবর্তনও করে নেয়। কিন্তু সামান্য সময়ের জন্য হলেও কিছুটা সময় সংকল্প কঠিনতার এবং পরিশ্রমের মধ্যে চলে যায়। কখনো কখনো স্নেহ সাধারণ হয়ে যায়। কখনো কখনো স্নেহে লভলীন থাকে। স্টেজে (স্থিতিতে) পার্থক্য পড়তে থাকে। কিন্তু তবুও বেশী সময় বা সংকল্প ব্যর্থ হয় না। সেই জন্য তারা স্নেহী, কিন্তু সদাস্নেহী না হওয়ার কারণে সেকেন্ড নম্বরে চলে আসে।

তৃতীয় নম্বরে - সময় অনুযায়ী স্নেহ রাখা। এইরূপ আত্মারা মনে করে যে, সত্যিকারের স্নেহ বাবা ব্যতীত আর কারও কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে না। আর এই আত্মিক স্নেহ সব সময়ের জন্য শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দেবে। জ্ঞান অর্থাৎ বোধ বুদ্ধি সম্পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে এবং এই রকম স্নেহী জীবন অনুভূত হয়। কিন্তু কোনো প্রকারের নিজের দেহের আকর্ষণের সংস্কার বা কোনরূপ বিশেষ পুরোনো সংস্কার কিম্বা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর অথবা ব্যর্থ সংকল্পের সংস্কার বশতঃ কন্ট্রোলিং পাওয়ার না থাকার কারণে ব্যর্থ সংকল্পের বোঝা রয়েছে। কিম্বা সংগঠনের শক্তির অভাব হওয়ার কারণে সংগঠনে সফল হতে পারে না। সংগঠনের পরিস্থিতি স্নেহকে সমাপ্ত করে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নেয় আর তাতে কেউ কেউ সব সময়ই খুব তাড়াতাড়িই হতাশও হয়ে পড়ে। এখনই এখনই খুব উড়ছে আবার পরক্ষণেই দেখা যাবে যে, নিজে নিজেই হতাশায় ডুবে গেল। নিজের প্রতি নিজের হতাশ হওয়ার কারণে সংস্কারও সব সময়ের স্নেহী হতে দেয় না। কোনো না কোনো প্রকারের সংস্কার পরিস্থিতির দিকে, প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট করে ফেলে। আর যখন অস্থিরতার মধ্যে পড়ে যায়, তখন স্নেহের অনুভব হওয়ার কারণে, স্নেহী জীবন তখন প্রিয় অনুভূত হওয়ার জন্য পুনরায় বাবার স্মরণ এসে যায়। চেষ্টা করে যাতে এখন আবার বাবার স্নেহে ডুবে যাই। অতএব সময় অনুযায়ী, পরিস্থিতি অনুযায়ী অস্থিরতার মধ্যে এসে যাওয়ায় কারণে কখনো স্মরণ করে, কখনো যুদ্ধ করে। যুদ্ধের জীবন বেশী থাকে। আর স্নেহে ডুবে যাওয়ার জীবন সেই তুলনায় কম থাকে। সেইজন্য তৃতীয় স্থানে এসে যায়। তবুও বিশ্বের সকল আত্মাদের মধ্যে তৃতীয় স্থানকেও অত্যন্ত শ্রেষ্ঠই বলা হবে। কেননা সে বাবাকে চিনেছে। বাবার হয়েছে, ব্রাহ্মণ পরিবারের হয়েছে। উচ্চ থেকে উচ্চ ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকেই ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারী বলা হয়। সেইজন্য দুনিয়ার তুলনায় তারাও হল শ্রেষ্ঠ আত্মা। কিন্তু সম্পূর্ণতার তুলনায় দেখতে গেলে তৃতীয় স্থানে। তো স্নেহী সকলেই। কিন্তু নম্বর অনুক্রমে। নম্বর ওয়ান সদা স্নেহী আত্মারা সদা কমল পুষ্প সম সকলের থেকে পৃথক আর বাবার কাছে অতি প্রিয়। স্নেহী আত্মারা সকলের থেকে পৃথক হয়েও প্রিয়, কিন্তু বাবা সম শক্তিশালী বিজয়ী নয়,

লভলীন নয়, কিন্তু স্নেহী। তাদের বিশেষতঃ এই স্লোগান থাকে - 'বাবা, আমরা হলাম তোমার, তোমারই থাকব'। সদা এই গীত গাইতে থাকে। তথাপি স্নেহ রয়েছে, সেইজন্য ৮০% সেফ থাকে। কিন্তু তবুও 'কখনো কখনো' শব্দটি এসে যায়। 'সর্বদা' শব্দটি আসে না। আর তৃতীয় নম্বরের আত্মারা বার বার স্নেহের কারণে প্রতিজ্ঞাও স্নেহের সাথেই করতে থাকে। ব্যস্ এখন থেকে এইরকমই হতে হবে। এখন থেকে এই রকমই করব। কারণ প্রভেদটা তো তাদের জানা। প্রতিজ্ঞাও তারা করে, পুরুষার্থও করতে থাকে, কিন্তু কোনো না কোনো বিশেষ পুরোনো সংস্কার ভালবাসায় নিমগ্ন হয়ে থাকতে দেয় না। বিদ্বৎ মগ্ন অবস্থার কারণে নীচে চলে যায়। সেইজন্য 'সদা' শব্দটি আসতে পারে না। কিন্তু কখনো এইভাবে, কখনো এইভাবে হওয়ার কারণে কোনো কোনো বিশেষ দুর্বলতা থেকে যায়। এখন আত্মারা বাপদাদার কাছে আন্তরিক বার্তালাপও (রুহ-রুহান) খুব মিষ্টি মিষ্টি কথায় করতে থাকে। সম্মান খুবই দেখায়। বলে - ডাইরেকশন তো তোমারই, কিন্তু আমার হয়ে তুমিই করো আর পাবো আমি। সম্মান দিয়ে, স্নেহের সাথে বলে - তুমি যখন নিজের করেছ, তখন তুমিই জান। বাবা বলেন, বাবা তো জানেন কিন্তু বাচ্চারা মানলে তবে তো ! কিন্তু বাচ্চারা সম্মানের সাথে এটাই বলে - আমরা মানি বা না মানি, তোমাকে মানতেই হবে। তখন বাবারও বাচ্চাদের প্রতি করুণা হয় যে, ব্রাহ্মণ বাচ্চাই তো ! সেইজন্য নিজেও নিমিত্ত হওয়া কোনো আত্মাদের দ্বারা বিশেষ শক্তি দিতে থাকেন। কিন্তু কেউ শক্তি নিয়ে বদলেও যায় আবার কেউ শক্তি পাওয়ার পরেও নিজ সংস্কারে মজে থাকার কারণে শক্তিকে ধারণ করতে পারে না। যেমন শক্তিবর্ধক কোনো জিনিস যদি খাওয়াতে চাও, কিন্তু সে যদি খেতে না চায়, তবে কী করবে ! বাবা বিশেষ শক্তিও দেন। আর কেউ কেউ ধীরে ধীরে শক্তিশালী হতে হতে তৃতীয় নম্বর থেকে দ্বিতীয় নম্বরেও চলে যায়। আবার কেউ কেউ অনেক অবহেলার কারণে যতটা নেওয়া উচিত, ততটা নিতে পারে না। তিন প্রকারেরই স্নেহী বাচ্চা রয়েছে। টাইটেল সকলেরই হল 'স্নেহী বাচ্চা', কিন্তু নম্বর অনুক্রমে।

আজ হল জার্মানির টার্ন। সম্পূর্ণ গ্রুপই নম্বর ওয়ান, তাই না ! নম্বর ওয়ান সমীপ রত্ন। কেননা যারা সমান হবে, তারা সমীপে থাকবে। শারীরিক ভাবে তা সে যত দূরেই থাকুক না কেন, অন্তর থেকে এতটাই কাছে যে, হৃদয়েই তারা থাকে। নিজেরা বাবার হৃদয় সিংহাসনে থাকে, তাদের অন্তরে স্বতঃতই বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। কেননা সেখানে ব্রাহ্মণ জীবনে বাবা তাদের সাথে হৃদয়েরই সওদা করেছেন। হৃদয় নাও, হৃদয় দাও। হৃদয়ের সওদা করেছেন, তাই না ! অন্তর থেকে বাবার সাথে থাকো তোমরা। শারীরিক ভাবে তো কেউ ওখানে থাকে না। সবাইকে যদি এখানেই বসাই, তবে কোথায় বসবে ! সেবার জন্য মধুবনে যারা থাকে, তাদেরকেও বাইরে পাঠাতে হয় নইলে বিশ্বের সেবা কীভাবে হবে ? বাবার প্রতি ভালোবাসা তো সেবার প্রতিও ভালোবাসা রয়েছে। সেইজন্য ড্রামা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তোমরা পৌঁছে গেছ আর সেখানকার সেবার নিমিত্ত হয়ে গেছ। তো এটাও ড্রামাতে পার্ট রচিত হয়েই রয়েছে। নিজের নিজের হমজিমদের অর্থাৎ সমবয়সীদের সেবায় নিমিত্ত হয়ে গেছ। জার্মানির ভাই বোনেরা সব সময় আনন্দে থাকতে ভালোবাসে, তাই না ! যখন বাবার কাছ থেকে সদাকালের উত্তরাধিকার (অবিনাশী) এত সহজে প্রাপ্ত হচ্ছে, তখন সদাকালেরকে ছেড়ে স্বল্প বা কখনো কখনোরটা কেন নেবে ? দাতা দিচ্ছেন, যারা নিচ্ছে, তারাই বা কম কেন নেবে ? সেইজন্য সদা আনন্দের দোলায় দুলতে থাকো। সদা মায়াজিৎ প্রকৃতিজিৎ, বিজয়ী হয়ে বিজয়ের নাগারা বিশ্বের সামনে জোরে জোরে বাজাতে থাকো।

আজকালকার আত্মারা বিনাশী সাধনের মধ্যে একেবারে নেশার মতো ডুবে বুঁদ হয়ে রয়েছে আর নয়ত দুঃখ অশান্তিতে শ্রান্ত হয়ে এমন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছে যে, ছোটখাটো আওয়াজ তারা শুনতে পারে না। নেশায় যারা চুরচুর হয়ে থাকে, তাদেরকে ধরে নাড়া দিতে হয়। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন যে, তাকেও নাড়া দিয়ে দিয়ে ওঠাতে হয়। তো হ্যামবুর্গের ভাইবোনেরা কী করছ ? খুব ভালো শক্তিশালী গ্রুপ এটি। সকলের বাবা আর বাবার পার্ঠের প্রতি প্রীতি ভালোই রয়েছে। ঈশ্বরীয় পঠন-পার্টনের প্রতি প্রীতি, মুরলীর প্রতি প্রীতি আছে যাদের, তারা বিদ্বৎকে সহজেই অতিক্রম করে যেতে পারে। উড়তি কলায় দ্বারা নিজেরা উঁচুতে পৌঁছে যায়, আর বিদ্বৎ নীচে রয়ে যায়। উড়তি কলায় যারা থাকে, তারা কোনো অজুহাত খাড়া করে না। প্রীতি কঠিন বিষয়কেও সহজ করে দেয়। এক মুরলীর প্রতি ভালোবাসা, ঈশ্বরীয় পার্ঠের প্রতি ভালোবাসা এবং পরিবারের ভালোবাসা, কেল্লাতে থাকলে সুরক্ষিত। এই গ্রুপকে এই বিশেষত্ব এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর ঈশ্বরীয় পঠন-পার্টন আর পরিবারের ভালোবাসার কারণে পারস্পরিক ভালোবাসার প্রভাব একে অপরকে সমীপে নিয়ে আসে। তারপর নিমিত্ত আত্মার (পুষ্পল দাদী) ভালোবাসাও প্রাপ্ত হয়েছে। স্নেহ ভাষাকেও দেখে না। স্নেহের ভাষা হল সকল ভাষার থেকে শ্রেষ্ঠ। সকলে ওনাকে স্মরণ করছে। বাপদাদারও ওনার কথা মনে আছে। ভালোই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেবার বৃদ্ধি হচ্ছে। যত বৃদ্ধি করতে থাকবে, ততই মহান পুণ্য আত্মা হওয়ার ফল, সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে থাকবে। পুণ্য আত্মাই পূজ্য আত্মা হয়ে ওঠে। এখন যদি পুণ্য আত্মা না হও, তবে ভবিষ্যতেও পূজ্য আত্মা হতে পারবে না। পুণ্য আত্মা হওয়াও জরুরী। আচ্ছা !

অব্যক্ত মুরলী থেকে নির্বাচিত প্রশ্নোত্তর :-

প্রশ্ন: - ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ গুণ, শৃঙ্গার বা সম্পদ (খাজানা) কোনটি ?

উত্তর: - "সন্তুষ্টতা" । যেমন কারো কোনো প্রিয় বস্তু থাকে, সেই প্রিয় বস্তু কে সে কিছুতেই ছাড়ে না। সন্তুষ্টতা হল বিশেষত্ব, ব্রাহ্মণ জীবনের পরিবর্তনের বিশেষ দর্পণ এটি । যেখানে সন্তুষ্টতা থাকে, সেখানে খুশী অবশ্যই থাকে । যদি ব্রাহ্মণ জীবনে সন্তুষ্টতা নেই, তবে সেটি হল সাধারণ জীবন।

প্রশ্ন: - সন্তুষ্টমণিদের বিশেষত্ব কী থাকবে ?

উত্তর: - সন্তুষ্টমণি কখনোই কোনো কারণেই নিজের প্রতি অন্য আত্মাদের প্রতি, নিজের সংস্কারের প্রতি বায়ুমন্ডলের প্রভাবের প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারে না। তারা এমন কখনোই বলবে না যে, আমি তো সন্তুষ্ট, কিন্তু অন্যরা অসন্তুষ্ট করে দেয়। যা কিছুই হয়ে যাক না কেন, সন্তুষ্টমণিরা নিজেদের সন্তুষ্টতার বিশেষত্বকে কখনোই ছাড়তে পারে না।

প্রশ্ন: - যে সदा সন্তুষ্ট থাকে, তার লক্ষণাবলি কী হবে ?

উত্তর: - ১.* যে সदा সন্তুষ্ট থাকে, তার প্রতি স্বতঃতই সকলের স্নেহ থাকে, কেননা সন্তুষ্টতা ব্রাহ্মণ পরিবারের স্নেহী বানিয়ে দেয় ।

২. সন্তুষ্ট আত্মাকে সকলে আপনিই সমীপে নিয়ে আসার বা সকল শ্রেষ্ঠ কার্যে সহযোগী বানানোর প্রচেষ্টা করে থাকে।

৩. সন্তুষ্টতার বিশেষত্ব আপনিই সকল কার্যে গোল্ডেন চ্যাম্পেলর বানিয়ে দেয়। তাদেরকে বলতে বা ভাবতে হয় না।

৪. সন্তুষ্টতা সदा সকলের সংস্কারকে মিলিত করে থাকে। তারা কখনো কারো স্বভাব - সংস্কারকে দেখে ঘাবড়ে যাবে, এমন নয়।

৫. তার প্রতি সকলের স্বতঃতই অন্তরের ভালোবাসা থাকে। তারা ভালবাসা পাওয়ার পাত্র হয়। সন্তুষ্টতাই সেই আত্মার পরিচয় প্রদান করে থাকে। প্রত্যেকের ইচ্ছা হবে তার সাথে কথা বলতে, তার কাছে বসতে।

৬. সন্তুষ্ট আত্মারা সदा মায়াজিৎ হবেই, কেননা তারা হলেন আঞ্জারাকারী, সदा মর্যাদার গন্ডীর ভিতরেই তারা থাকেন। মায়াকে দূর থেকেই তারা চিনে যান।

প্রশ্ন: - যদি সময় মতো মায়াকে চিনতে না পারে, বারে বারে ধোঁকা খেয়ে যায়, তার কারণ কী ?

উত্তর: - চিনতে না পারার অক্ষমতার কারণ হল - সর্বদা বাবার শ্রেষ্ঠ মতে না চলা। কখনো চলে, কোনো কোনো সময় চলে না। কখনো স্মরণ করে বাবাকে, কখনো করে না । কোনো সময় উৎসাহ উদ্দীপনায় থাকে, কখনো থাকে না। সর্বদা আঞ্জার গন্ডীর ভিতরে থাকে না, সেইজন্য মায়ার সময় মতো ধোঁকা দিয়ে দেয়। মায়ার মধ্যে পরখ করবার শক্তি তীব্র। মায়ার মধ্যে এই সময় এ দুর্বল, তো এই দুর্বলতা দ্বারাই সে নিজের করে ফেলে। মায়ার প্রবেশের রাস্তাই হল দুর্বলতা।

প্রশ্ন: - মায়াজিৎ হওয়ার সহজ উপায় কোনটি ?

উত্তর: - সর্বদা বাবার সাথে থাকো। অর্থাৎ স্বতঃতই মর্যাদার গন্ডীর মধ্যে থাকা। তখন একটি বিকারের পিছনে বিজয়ী হওয়ার জন্য পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। বাবার সাথে থাকো। তখন যেমন বাবা তেমনই তুমি। সপ্নের রং স্বতঃতই লেগে যায়। সেইজন্য বীজকে ছেড়ে কেবল শাখা গুলিকে কাটার পরিশ্রম করো না। আজ কামজিৎ হয়ে গেলে, কাল ক্রোধজিৎ হয়ে গেলে। না। সदा বিজয়ী। শুধুমাত্র বীজরূপকে সাথে রাখো, তবে মায়ার বীজ এমন ভাবে ভস্ম হয়ে যাবে, আর কখনোই সেই বীজের অংশ বের হতে পারবে না।

বরদান:-

সকল আত্মাদেরকে মনোবল (সাহস), উদ্দীপনা সঞ্চারকারী, দয়াবান, বিশ্ব কল্যাণকারী ভব*
কখনোই ব্রাহ্মণ পরিবারে কোনো দুর্বল আত্মাকে, তুমি দুর্বল - এমন বলবে না। তোমরা হলে দয়াশীল বিশ্ব
কল্যাণকারী বাচ্চা। তোমাদের মুখ থেকে সর্বদা সকল আত্মাদের প্রতি শুভ বোল নির্গত হতে হবে,
নিরুৎসাহিত করে দেওয়ার মতো বোল নয়। সে যত দুর্বলই হোক না কেন, তাকে ইশারা কিম্বা শিক্ষা
প্রদানও যদি করতে হয়, প্রথমে তাকে সমর্থ বানিয়ে তাকে শিক্ষা প্রদান করো। প্রথমে ধরনীতে মনোবল
আর উৎসাহের হল্ চালাও, তার পর বীজ ছড়াও। তখন সহজেই প্রতিটি বীজ থেকে ফল নির্গত হবে। এর
ফলে বিশ্ব কল্যাণের সেবা তীব্র হয়ে যাবে।

স্লোগান:-

বাবার আশীর্বাদ নিতে থাকো আর সদা পূর্ণতার অনুভব করো।*

২৮-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

***প্রশ্ন:-** তোমরা হলে আত্মা-রূপী (রুহানী) সেনা, তোমরা বাবার কোন ডায়রেকশন পেয়েছো, যাকে গুরুত্ব দিতে হবে?*

***উত্তর:-** তোমাদের ডায়রেকশন দেওয়া হয় যে, সদা ব্যাজ পড়ে থাকো। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, এটা কি? তুমি কে? তখন বলো, আমরা সমগ্র দুনিয়ার কাম-বিকারের অগ্নি প্রশমনকারী ফায়ার-ব্রিগেড। এই সময় সমগ্র দুনিয়া কাম-বিকারের আগুনে জ্বলছে। আমরা সকলকে সমাচার দিই যে, এখন পবিত্র হও, দৈবী-গুণ ধারণ করো তবেই তরী পার হয়ে যাবে।*

ওম শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা সহজ স্মরণে বসেছে। কারো-কারোর অসুবিধা বোধ হয়। অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে -- আমরা কি টানটান হয়ে এবং কঠোর নিয়মানুবর্ত অবস্থায় বসবো! বাবা বলেন -- এমন কোন কথা নেই, যেকোনভাবেই বসতে পারে। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। হঠযোগীরা টানটান হয়ে কঠোর নিয়মানুবর্তীতার সঙ্গে বসে। পায়ের উপর পা তুলে বসে। এখানে বাবা বলেন, আরাম করে বসো। বাবাকে আর ৮৪ চক্রকে স্মরণ করো। এ হলো সহজ স্মরণ। যা উঠতে-বসতে বুদ্ধিতে থাকে। যেমন দেখো, এই ছোট বাচ্চাটি বাবার পাশে বসে রয়েছে, এর বুদ্ধিতে (নিশ্চয়ই) মা-বাবার কথাই থাকবে। তোমরাও তো বাচ্চা, তাই না! বাবাকে স্মরণ করা অতি সহজ। আমরা বাবার সন্তান। বাবার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। শরীর নির্বাহের জন্য অবশ্যই গৃহস্থাদিতে থাকো। কেবল অন্যান্যদের স্মরণ বুদ্ধি থেকে নিষ্কাশিত করো। কেউ হনুমানকে, কেউ অন্য কাউকে, সাধু ইত্যাদিদের স্মরণ করতো, সেসব স্মরণ এখন পরিত্যাগ করতে হবে। স্মরণ তো করে তাই না! পূজার জন্য পূজারীকে মন্দিরে যেতে হয়, এখানে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কাউকে পেলে বলো, শিববাবা বলেন -- আমাকে অর্থাৎ একমাত্র পিতাকেই স্মরণ করো। শিববাবা হলেন নিরাকার। অবশ্যই তিনি সাকারে এসে বলেন --- "মামেকম্ (একমাত্র আমায়) স্মরণ করো"। আমি পতিত-পাবন। এ তো সঠিক শব্দ, তাই না! বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো। তোমরা সকলেই পতিত। এ হলো পতিত, তমোপ্রধান দুনিয়া, তাই না! সে'জন্য বাবা বলেন, কোন দেহধারীকে স্মরণ করো না। এ তো ভালকথাই, তাই না! কেউ গুরুদের মহিমা করে না। বাবা শুধু বলেন -- আমায় স্মরণ করলে তোমাদের পাপস্ফলন হবে। এ হলো যোগবল অথবা যোগ-অগ্নি। অসীম জগতের পিতা সত্যই বলেন, তাই না! --- নিরাকারই গীতার ভগবান। এ কৃষ্ণের কথা নয়। ঈশ্বর বলেন, শুধু আমায় স্মরণ করো, আর কোনো উপায় নেই। পবিত্র হয়ে গেলে উচ্চপদ লাভ করবে। তা নাহলে পদ কম হয়ে যাবে। আমরা তোমাদের কাছে বাবার সমাচার দিই। আমি সন্দেহী (বার্তাবাহক)। এমনভাবে বোঝানোয় কোন অসুবিধা নেই। মাতা'রা, অহল্যারা(অবলা শ্রেনী), কুন্ডারাও(পিঠ যার বাঁকা অর্থাৎ বিকলাঙ্গ) উচ্চপদ লাভ করতে পারে। তা সে এখানকার নিবাসীরাই (মধুবন) হোক, অথবা গৃহস্থীই হোক, এমন নয় এখানকার বাসিন্দারা অধিক স্মরণ করে। বাবা বলেন -- যারা বাইরে থাকে(গৃহস্থী) তারাও অনেক বেশী স্মরণ করতে পারে। অনেক সার্ভিস করতে পারে। এখানে বাবার কাছ থেকে পুনরায় যখন রিফ্রেশ হয়ে ফিরে যায় তখন অন্তরে কত খুশী থাকা উচিত। এই খারাপ (ছিঃ ছিঃ) দুনিয়ায় আর অল্পদিন বাকি রয়েছে। পুনরায় চলে যাব কৃষ্ণ-পুরীতে। কৃষ্ণের মন্দিরকেও সুখধাম বলা হয়। বাচ্চাদের অপার খুশী থাকা উচিত। যেহেতু তোমরা বাবার হয়ে(সমর্পিত) গেছো। তোমাদেরই স্বর্গের মালিক করেছিলেন। তোমরাও বলো --- বাবা, ৫ হাজার বছর পূর্বেও আমরা তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম এবং এখন পুনরায় মিলিত হবো। এখন বাবাকে স্মরণ করে মায়ার উপর বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে। এখন এই দুঃখধামে তে থাকবো না। তোমরা তো পড়োই সুখধামে যাওয়ার জন্য। সকলকে হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে হবে। আমি এসেছিই নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে। বাকি আর সকল আত্মারা চলে যাবে মুক্তিধামে। বাবা বলেন -- আমি কালেরও কাল (মহাকাল)। আর সকলের শরীরকে পরিত্যাগ করিয়ে আত্মাদের নিয়ে যাবো। সকলেই বলে আমরা যেন শীঘ্রই যেতে পারি। এখানে আর থাকতে হবে না। এ হলো পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর। এখন বাবা বলেন -- আমি সকলকে নিয়ে যাবো, কাউকে ছাড়বো না। তোমরা সকলে আবাহন করেছো -- হে পতিত-পাবন এসো। অবশ্যই স্মরণ করতে থাকে কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। পতিত-পাবনে একাত্ম বা নিমগ্ন হয়ে থাকে। পুনরায় তারা বলে, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। এখন শিববাবা তো রাজা হন না, রাজত্ব করেন না। ওঁনাকে রাজা রাম বলা ভুল। যখন মালা জপে তখন রাজা রাম বলে। তাতে ঈশ্বরের কথা স্মরণে আসে। শিবই হলেন ভগবান। মানুষেরা অনেকেই (নিজেদের) এই নাম রাখে।

কৃষ্ণকেও শ্যাম-সুন্দর, বৈকুণ্ঠনাথ, মাখনচোর ইত্যাদি অনেক-অনেক নাম দিয়েছে। তোমরা কি এখন কৃষ্ণকে মাখনচোর বলবে? একদমই নয়। এখন তোমরা বুঝেছো যে, ঈশ্বর অদ্বিতীয়, নিরাকার, কোনও দেহধারীকে ঈশ্বর বলতে পারা যায় না। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্করকেও বলতে পারা যায় না তাহলে মানুষ নিজেকে ভগবান কিভাবে বলতে পারে? শুধুমাত্র ১০৮ বৈজয়ন্তী মালারই গায়ন (স্মরণ) হয়। শিববাবা স্বর্গ স্থাপন করেছেন, ওনারা হলেন তার(স্বর্গ) মালিক। অবশ্যই তার পূর্বে ওনারা এই রকম পুরুষার্থ করেছিলেন। একে বলা হয় কলিযুগের অন্ত-সত্যযুগের আদির সঙ্গমযুগ। এ হলো কল্পের সঙ্গমযুগ। মানুষ আবার যুগে-যুগে বলেছে, অবতার নামও ভুল পুনরায় তাকে মাটির টুকরো-নুড়িপাথরে, কণায়-কণায় বলেছে। এও ড্রামা। যে কথা অতীত হয়ে যায় তাকেই বলা হয় ড্রামা। কারোর সঙ্গে ঝগড়া হলে, তা অতীত হয়ে গেলে সেটা নিয়ে আর চিন্তা করো না। আচ্ছা, কেউ একটু কম-বেশী বলেছে, তোমরা সেসবগুলো ভুলে যাও। কল্প-পূর্বেও এরকম বলেছিল। স্মরণে রাখলে পুনরায় ক্রোধান্বিত হতে থাকবে। সেসব কথা আর কখনো বলাও না। বাচ্চারা তোমাদের সার্ভিস তো করতেই হবে, তাই না! সেবায় কোনো বিঘ্ন ঘটা উচিত নয়। সেবায় দুর্বলতা দেখানো উচিত নয়। শিববাবার সেবা, তাই না! সেখানে কখনো এতটুকুও না বলা উচিত নয়। তা নাহলে নিজের পদ দ্রষ্ট করে দেবে। বাবার সহায়তাকারী হয়েছে তাই সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করতে হবে। বাবার সেবায় এতটুকুও প্রবঞ্চনা করা উচিত নয়। সকলকে বার্তা পৌঁছতেই হবে। বাবা বলতে থাকেন -- মিউজিয়ামের এমন নাম রাখো যে মানুষ দেখে ভিতরে প্রবেশ করে আর এসে জানে, এ তো নতুন জিনিস, তাই না! মানুষ নতুন জিনিস দেখে ভিতরে প্রবেশ করে। আজকাল বিদেশ থেকে আসে ভারতের প্রাচীন রাজযোগ শিখতে। যখন প্রাচীন অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা পুরোনো তখন সে তো ঈশ্বরেরই শেখানো যার ৫ হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। সত্যযুগ-ত্রৈতায় যোগ করা হয় না, যিনি শিখিয়েছেন তিনি তো চলে গেছেন পুনরায় যখন ৫ হাজার বছর পরে আসবেন তখন এসে রাজযোগ শেখাবেন। প্রাচীন অর্থাৎ ৫ হাজার বছর পূর্বে ঈশ্বর শিখিয়েছিলেন। সেই ঈশ্বরই পুনরায় সঙ্গমে এসে রাজযোগ শেখাবেন, যারফলে তোমরা পবিত্র হয়ে যেতে পারো। এ'সময় (পাঁচ) তন্ত্রও তমোপ্রধান। জলও কত ক্ষতি করে দেয়। পুরানো দুনিয়ায় উপদ্রব হতেই থাকে। সত্যযুগে উপদ্রবের কোনো কথাই নেই। ওখানে প্রকৃতি দাসী হয়ে যায়। এখানে প্রকৃতি শত্রু-রূপে দুঃখ দেয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে দুঃখের কোনো কথাই ছিল না। ওটা ছিল সত্যযুগ। এখন পুনরায় তা স্থাপিত হচ্ছে। বাবা প্রাচীন রাজযোগ শেখাচ্ছেন। পুনরায় ৫ হাজার বছর পর শেখাবেন, যার পাট রয়েছে সে তার পাট অর্থাৎ ভূমিকা পালন করবে। অসীম জগতের পিতাও তাঁর ভূমিকা পালন করছেন। এঁনার ভিতর প্রবেশ করে, স্থাপনা করে চলে যাই। হাহাকারের পর পুনরায় জয়-জয়কার হয়। পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণেরা যখন ছিলেন তখন পুরানো দুনিয়া ছিল না। এ ৫ হাজার বছরের কথা। লক্ষ-লক্ষ বছরের কথা হতে পারে না। তাই বাবা বলেন -- আর সব কথা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের কল্যাণার্থে এই সেবায় রত হও। অভিমান বশতঃ সেবার প্রতি প্রবঞ্চনা করা উচিত নয়। এ হলো ঈশ্বরীয় সেবা। অতি মাত্রায় মায়ার তুফান আসবে। কিন্তু বাবার ঈশ্বরীয় সেবায় প্রবঞ্চনা করবে না। সেবার জন্য বাবা ডায়রেকশন দিতে থাকেন। মিত্র-সম্বন্ধীয় যারাই আসবে, সকলের সত্যিকারের বন্ধু হলে তোমরাই। তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা হলে সমগ্র দুনিয়ার মিত্র কারণ তোমরা বাবা সহায়তাকারী। বন্ধুদের মধ্যে কোন শত্রুতা থাকা উচিত নয়। কোনো কথা উঠলে বলা, বাবাকে স্মরণ করো। বাবার শ্রীমতানুসারেই চলতে হবে। তা নাহলে নিজের ক্ষতি করে দেবে। তোমরা টেনে করে আসো, ওখানে তো সব ফ্রী। সেখানে সার্ভিসের অত্যন্ত ভাল সুযোগ রয়েছে। ব্যাজ অতি ভাল (সেবার) জিনিস। প্রত্যেকের পড়ে থাকা উচিত। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, তোমরা কারা? তখন বলা যে, আমরা হলাম ফায়ার-ব্রিগেড, যেমন অগ্নি-নির্বাপনের জন্য ওই ফায়ার-ব্রিগেড রয়েছে তেমনই। এইসময় সমগ্র সৃষ্টির সকলেই কাম-বিকারের আগুনে দগ্ধ হয়ে রয়েছে। বাবা এখন বলেন, মহাশত্রু কাম-বিকারের উপর বিজয়প্রাপ্ত করো। বাবাকে স্মরণ করো, পবিত্র হও, দৈবী-গুণ ধারণ করো তাহলেই তরী পার হয়ে যাবে। এই ব্যাজ শ্রীমতানুসারেই নির্মিত হয়েছে। অতি অল্পসংখ্যক বাচ্চাই রয়েছে যারা ব্যাজের দ্বারা সার্ভিস করে। বাবা মুরলীর মাধ্যমে কত বোঝাতে থাকেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের কাছেই এই ব্যাজ থাকা উচিত, কাউকে পেলে, তাকে এর(ব্যাজ) মাধ্যমে বোঝাতে হবে -- ইনি হলেন বাবা, এঁনাকে স্মরণ করতে হবে। আমরা সাকারের (শরীরধারীর) মহিমা করি না। সকলের সঙ্গতিদাতা একমাত্র নিরাকার বাবা, ওঁনাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের শক্তির দ্বারাই তোমাদের পাপমোচন হবে। তখন অন্তিম মনোস্থিতি অনুযায়ী তেমনই গতি হবে(অন্ত মতি সো গতি)। দুঃখধাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর তখন তোমরা বিষ্ণুপুরীতে চলে যাবে। কত বড় খুশীর খবর। লিটারেচরও (বইপত্র) দিতে পারো। বলা, তোমরা দরিদ্র তাই তোমাদের ফ্রী-তে দিতে পারি। বিত্তশালীদের তো অর্থ দিয়ে দেওয়াই উচিত কারণ এসব অনেক ছাপাতে হয়। এ হলো এমন বস্তু যার দ্বারা তোমরা কাঙ্গাল থেকে বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। শিক্ষা তো পেতেই থাকো। যেকোন ধর্মাবলম্বীই হোক, বলা যে, বাস্তবে তোমরা হলে আত্মা, নিজেদের আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। এখন বিনাশ সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে যাবে। শিববাবাকে স্মরণ করলে বিষ্ণুপুরীতে চলে যাবে। বলা যে, ইনি তোমাদের কোটি-কোটি, পদ্মগুণের জিনিস দেন। বাবা কত বুঝিয়েছেন -- ব্যাজের মাধ্যমে সার্ভিস করতে হবে কিন্তু ব্যাজ পড়ে না।

লজ্জা পায়। যে ব্রাহ্মণীরা পার্টি নিয়ে যায় অথবা কোথাও অফিসাদিতে একলা গেলে তখন এই ব্যাজ অবশ্যই পড়ে যাওয়া উচিত, যাদের তোমরা এ বিষয়ের উপর বোঝাবে তারা অত্যন্ত খুশী হবে। তাদের বলা যে -- আমরা অদ্বিতীয় পিতাকেই মান্যতা দিই, তিনিই সকলকে সুখ-শান্তি প্রদান করবেন, ওঁনাকেই স্মরণ করো। অপবিত্র আত্মারা তো যেতে পারবে না। এখন এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তিত হচ্ছে। এমন-এমন মার্গে সার্ভিস করতে থাকা উচিত। তোমাদের অনেক নাম হবে, বাবা বুঝে যান যে -- মনে হয় লজ্জা পায় তাই ব্যাজ পড়ে সার্ভিস করে না। এক হলো ব্যাজ, সিড়ির চিত্র অথবা ত্রিমূর্তি, গোলক এবং (কল্প) বৃক্ষের চিত্র যেন সঙ্গে থাকে, একসঙ্গে বসে পরস্পরকে বোঝাও তবেই সকলে একত্রিত হবে। তারা জিজ্ঞাসা করবে যে, ইনি কে ? বলা, শিববাবা ওঁনার মাধ্যমে এই নতুন দুনিয়া স্থাপন করছেন। বাবা এখন বলেন -- আমায় স্মরণ করো, পবিত্র হও। অপবিত্রেরা তো সেখানে ফিরে যেতে পারবে না। এমন মিষ্টি-মিষ্টি কথা শোনানো উচিত। সকলে তাহলে খুশীতে শুনবে। কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে (একথা) বসে না। সেন্টারে ক্লাসে যখন যাও তখনও যেন ব্যাজ পড়া থাকে। মিলিটারিদের এখানে (ব্যাজ) লাগানো থাকে। তাদের কখনো লজ্জা লাগে কী ? তোমরাও হলে আধ্যাত্মিক (রুহানী) মিলিটারি, তাই না! বাবা ডায়রেকশন দেন তাহলে সে বিষয়ে ধ্যান দাও না কেন। ব্যাজ পড়া থাকলে শিববাবার স্মরণও থাকবে যে -- আমরা শিববাবার সন্তান। দিনে-দিনে সেন্টার্স খুলতে থাকবে। কেউ না কেউ বেরিয়ে আসবে। তারা বলবে -- অমুক শহরে তোমাদের ব্রাঞ্চ নেই। তাদের বলা -- কেউ যদি ঘর-বাড়ী ইত্যাদির প্রবন্ধ করে, আমন্ত্রণ জানায় তবে আমরা গিয়ে সার্ভিস করতে পারি। সাহস বাচ্চাদের, আর সহায়তা বাবার, বাবা বাচ্চাদের বলবেন যে -- সেন্টার্স খোলো, সার্ভিস করো। এ'সব হলো শিববাবার দোকান, তাই না! তিনি বাচ্চাদের দ্বারা পরিচালনা করছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কখনও পরস্পর অভিমান করে সেবার প্রতি প্রবঞ্চনা করা উচিত নয়। বিদ্ব-স্বরূপ হয়ো না। নিজের দুর্বলতা প্রকাশ ক'রো না। সম্পূর্ণরূপে বাবার সহায়তাকারী হয়ে উঠতে হবে।

২) যদি কখনো কারোর সঙ্গে ঝগড়া মনোমালিন্য হয়, সেটা অতীত হয়ে গেছে। তা নিয়ে আর চিন্তা ক'রো না। কেউ কিছু বলল কি বলল না, তুমি সেসব ভুলে যাও। কল্প-পূর্বেও সে এমন বলেছিল। সুতরাং সেকথা পুনরায় আর উত্থাপন কোরো না।

বরদান:- অতীত কখনকে দয়াশীল হয়ে সমাধিত করা শুভচিন্তক ভব*

ব্যথা :- যদি কারোর অতীতের দুর্বলতার কথা কেউ শোনায়, তবে শুভ-ভাবনার দ্বারা তা পার করে দাও। ব্যর্থচিন্তন বা দুর্বলতার কথা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করা উচিত নয়। বিগত কথা কে দয়াশীল হয়ে (নিজের মধ্যে) সমাধিত করে নাও। সমাধিত করে সেই আত্মার প্রতি শুভ-ভাবনা দিয়ে মম্বা-সেবা করতে থাকো। যদি সংস্কার-বশতঃ কেউ ব্যর্থ(উল্টো) কথা বলে, উল্টোকর্ম করে বা শোনে, তবে তাকে পরিবর্তন করো। এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন কথা গড়াতে গড়াতে ব্যর্থ কথার মালা যেন তৈরী না হয়ে যায়। এই রকম সতর্কতা রাখা অর্থাৎ শুভ-চিন্তক হওয়া।

স্লোগান:- সন্তুষ্টমণি হও, তবেই প্রভুপ্রিয়, লোকপ্রিয় এবং স্বয়ংপ্রিয় হয়ে যাবে।*

২৯-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন: - কোনো কোনো বাচ্চা বাবার হয়েও হাত ছেড়ে দেয়, এর কারণ কি?

উত্তর: - বাবাকে সম্পূর্ণভাবে না জানার কারণে, সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধি না হওয়ার কারণে আট বা দশ বছর পরেও বাবাকে তালুক দিয়ে দেয়, হাত ছেড়ে দেয়। পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। দুই, অপরাধীর দৃষ্টি হওয়ার কারণে গ্রহের প্রভাব এসে যায়, অবস্থা উপর - নীচ হতে থাকে এবং এই পড়াও ছেড়ে যায়।

ওম্ শান্তি। আত্মারূপী সন্তানদের আত্মাদের বাবা বোঝাচ্ছেন। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা হলাম সকলেই আত্মারূপী অসীম জগতের পিতার সন্তান, ওঁনাকে 'বাপদাদা' বলা হয়। তোমরা যেমন আত্মারূপী বাচ্চা, তেমনই এই ব্রহ্মাও শিববাবার আত্মিক সন্তান। শিববাবার তো অবশ্যই রথের প্রয়োজন, তাই যেমন তোমরা আত্মারা কর্ম করার জন্য এই দেহ রূপী অর্গ্যান্স পেয়েছো, তেমনই শিববাবারও রথ আছে, কেননা এ হলো কর্মক্ষেত্র, যেখানে কর্ম করতে হয়। ওখানে হলো ঘর, যেখানে আত্মারা থাকে। আত্মারা জেনেছে যে, আমাদের ঘর শান্তিধাম, ওখানে এই খেলা হয় না। ওখানে কোনো বাতি ইত্যাদি থাকে না, ওখানে কেবল আত্মারা থাকে। আত্মারা এখানে আসে অভিনয় করতে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে - এ হলো অসীম জগতের ড্রামা। এই ড্রামাতে যারা অভিনেতা, বাচ্চারা তোমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে, শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত তাদের অভিনয়কে জানতে পারো। একথা কোনো সাধু - সন্ত আদি বোঝাতে পারেন না। আমরা বাচ্চারা এখানে অসীম জগতের বাবার কাছে বসে আছি, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে? আর আত্মাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। এমন নয় যে, শরীরও এখানেই পবিত্র হবে, তা নয়। আত্মা পবিত্র হয়। শরীর তো তখন পবিত্র হবে, যখন পাঁচ তত্ত্বও সতোপ্রধান হবে। এখন তোমাদের আত্মা পুরুষার্থ করে পবিত্র হচ্ছে। ওখানে আত্মা আর শরীর দুইই পবিত্র হয়। এখানে তা হতে পারে না। আত্মা যখন পবিত্র হয়ে যায়, তখন পুরানো শরীর ত্যাগ করে, আবার নতুন তত্ত্ব নতুন শরীর তৈরী হয়। তোমরা জানো যে, আমাদের আত্মা অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করছে, নাকি করছে না? এ তো প্রত্যেককেই নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে। এই পার্থের সমস্ত কিছুই যোগের উপর নির্ভর করে। এই পড়া তো খুবই সহজ, তোমরা বুঝে গেছো যে, এই চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে, মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা। এ অন্দরে হলো গুপ্ত। দেখতেই পাওয়া যায় না। বাবা এমন বলতেই পারেন না যে এ অনেক স্মরণ করে, বা এ কম। হ্যাঁ, জ্ঞানের জন্য বলতে পারেন যে, এ জ্ঞানে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। স্মরণের তো কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। জ্ঞান তো মুখ দিয়ে বলা যায়। আর স্মরণ তো হলো অজপা জপ। 'জপ' অক্ষর হলো ভক্তিমার্গের, জপের অর্থ হলো, কারোর নাম ক্রমাগত জপ করা। এখানে তো আত্মাকে তার বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

তোমরা জানো যে, আমরা বাবাকে স্মরণ করতে - করতে, পবিত্র হতে - হতে মুক্তিধাম - শান্তিধামে গিয়ে পৌঁছাবো। এমন নয় যে, ড্রামাতে মুক্ত হয়ে যাবো। মুক্তির অর্থ হলো - দুঃখ থেকে মুক্ত, তোমরা শান্তিধামে গিয়ে আবার সুখধামে চলে আসবে। যারা পবিত্র হয়, তারাই সুখ ভোগ করে। অপবিত্র মানুষ তাদের সেবা করে। পবিত্রতারই মহিমা, এতেই পরিশ্রম। এই চোখ অত্যন্ত ধোকা দেয়, একদম নামিয়ে দেয়। সবাইকেই তো উপর - নীচ হতে হয়। গ্রহের দোষ সকলেরই লাগে। বাবা যদিও বলেন, বাচ্চারাও বোঝাতে পারে। তারা আবারও বলে, গুরু মাতা চাই, কারণ এখন গুরুমাতার সিস্টেম চলছে। আগে গুরু পিতাদের ছিল। এখন সবার প্রথমে মায়েরাই কলস পায়। বেশীরভাগই মাতা'রা, কুমারীরাও পবিত্রতার কারণে রাখী বাঁধে। ভগবান বলেন যে, কাম হলো মহাশত্রু, তোমরা একে জয় করো। রাখী বন্ধন হলো পবিত্রতার নিদর্শন, ওরা এমনই রাখী বাঁধে, পবিত্র তো আর হয় না। ওগুলো হলো নকল রাখী, এখানে কেউই পবিত্র তৈরী করে না, তাই এতে জ্ঞানের প্রয়োজন। তোমরা এখন রাখী বাঁধো। অর্থও তোমরা বুঝিয়ে বলো। এই প্রতিজ্ঞা এখানে করানো হয়। শিখদের যেমন কঙ্কন নিদর্শন, কিন্তু তারা পবিত্র হয় না। পতিতকে পবিত্রতা দানকারী, সকলের সদগতিদাতা একজনই, তিনি দেহধারী নন। গঙ্গার জল তো এই চোখে দেখা যায়। বাবা, যিনি সদগতিদাতা, তাঁকে এই চোখে দেখা যায় না। আত্মাকেও কেউ দেখতে পারে না যে, সে কি জিনিস। জিজ্ঞেস করে, আমাদের শরীরে আত্মা আছে, তাকে দেখেছো কি? তখন বলবে, না। আর সব জিনিস, যাদের নাম আছে, সে সবকিছুই দেখা যায়। আত্মারও তো নাম আছে। বলা হয়, ব্রহ্মকুটির অন্দরে ঝলমলে এক আজব তারা, কিন্তু তা দেখা যায় না। পরমাত্মাকেও স্মরণ করে, কিন্তু কিছুই দেখা যাবে না। লক্ষ্মী - নারায়ণকে এই চোখে দেখা যায় যদিও মানুষ লিপ্সের পূজা করে, তবুও এ তো কোনো

যথার্থ রীতি নয়, তাই না। দেখেও জানে না যে, পরমাত্মা কি? এ কথা কেউই জানতে পারে না। আত্মা তো অতি ক্ষুদ্র বিন্দু। তা দেখা যায় না। না আত্মাকে দেখা যায়, আর না পরমাত্মাকে দেখা যায় বা জানা যায়। তোমরা এখন জানো যে, আমাদের বাবা এনার মধ্যে এসেছেন। এই শরীরের তাঁর নিজের আত্মাও আছে, তবুও পরমপিতা পরমাত্মা বলেন - আমি এনার রথে বিরাজমান, তাই তোমরা বাপদাদা বোলো। এখন দাদাকে তো এই চোখ দিয়ে দেখতে পাও, বাবাকে দেখতে পাও না। তোমরা জানো যে, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি এই শরীরের দ্বারা আমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন। নিরাকার কিভাবে পথ বলে দেবেন? প্রেরণার দ্বারা তো কোনো কাজ হয় না। ভগবান যে আসেন, একথা কেউই জানে না। শিব জয়ন্তীও পালন করা হয়, তাই অবশ্যই তিনি এখানে আসবেন, তাই না। তোমরা জানো যে, এখন তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন। বাবা এনার মধ্যে এসে পড়ান। বাবাকে সম্পূর্ণভাবে না জানার কারণে নিশ্চয়বুদ্ধি না হওয়ার কারণে আট - দশ বছর পরেও তালুক দিয়ে দেয়। মায়া সম্পূর্ণ অন্ধ বানিয়ে দেয়। বাবার হয়ে তাঁকে ত্যাগ করে, ফলে পদভ্রষ্ট হয়ে যায়। বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবার পরিচয় পেয়েছো, তাই অন্যদেরও তা জানাতে হবে। ঋষি - মুনি সবাই 'এটাও না - ওটাও না' করে গেছেন। আগে তোমরাও জানতে না। এখন তোমরা বলবে যে - হ্যাঁ, আমরা জানি, তাই আস্তিক হয়ে গেছি। এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে, তাও তোমরা জানো। সম্পূর্ণ দুনিয়া আর তোমরা নিজেরা এই পড়ার পূর্বে নাস্তিক ছিলে। বাবা এখন বুঝিয়েছেন, তাই তোমরা বোলো যে, আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা বাবা বুঝিয়েছেন, আস্তিক বানিয়েছেন। আমরা এই রচনার আদি - মধ্য - অন্তকে জানতাম না। বাবা হলেন রচয়িতা, বাবাই এই সঙ্গমে এসে নতুন দুনিয়ার স্থাপনাও করেন, আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশও করেন। পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্য এই মহাভারতের লড়াই, যার জন্য মনে করা হয়, ওই সময় কৃষ্ণ ছিলো। এখন তোমরা বুঝতে পারো - সেই সময় নিরাকার বাবা ছিলেন, তাঁকে দেখা যায় না। কৃষ্ণের তো চিত্র আছে, তাঁকে তো দেখা যায়। শিবকে দেখতে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ তো হলেন সত্যযুগের প্রিন্স। সেই চিত্র আর হতে পারবে না। কৃষ্ণও কবে কিভাবে এসেছিলেন, এও কেউই জানে না। কৃষ্ণকে কংসের জেলে দেখানো হয়। কংস কি সত্যযুগে ছিলো? এ কিভাবে হতে পারে। কংস অসুরকে বলা হয়। এই সময় তো সম্পূর্ণই আসুরী সম্প্রদায়, তাই না। একে অপরকে মারতে - কাটতে থাকে। দৈবী দুনিয়া ছিলো, একথা মানুষ ভুলে গেছে। ঈশ্বরীয় দৈবী দুনিয়া ঈশ্বর স্থাপন করেছিলেন। পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে এও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা এখন হলে ঈশ্বরীয় পরিবার, এরপর ওখানে হবে দৈবী পরিবার। এই সময় ঈশ্বর তোমাদের স্বর্গের দেবী - দেবতা করার উপযুক্ত করছেন। বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন। এই সঙ্গম যুগকে কেউই জানে না। কোনো শাস্ত্রেই এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের কোনো কথা নেই। পুরুষোত্তম যুগ অর্থাৎ যেখানে পুরুষোত্তম হতে হয়। সত্যযুগকে বলা হবে পুরুষোত্তম যুগ। এই সময় মানুষ তো পুরুষোত্তম নয় এখানে তো কনিষ্ঠ তমোপ্রধান বলা হবে, এইসব কথা তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারবে না। বাবা বলেন যে, এ হলো আসুরী ব্রহ্মচারী দুনিয়া। সত্যযুগে এমন কোনো পরিবেশ হয় না। সে হলো শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া। সেখানকার চিত্র আছে। বরাবর এরা শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়ার মালিক ছিলো। ভারতে এমন রাজারা ছিলেন যাদের পূজা করা হয়। তারা পূজ্য পবিত্র ছিলো, যারা আবার পূজারী হয়ে গেছে। পূজারী ভক্তিমার্গকে আর পূজ্য জ্ঞানমার্গকে বলা হয়। পূজ্য থেকে পূজারী আবার পূজারী থেকে পূজ্য কিভাবে তৈরী হয়। তোমরা এও জানো যে, এই দুনিয়াতে একজনও পূজ্য থাকতে পারবে না। পরমপিতা পরমাত্মা আর দেবতাদেরই পূজ্য বলা হয়। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সকলের পূজ্য। সব ধর্মের মানুষরাই তাঁর পূজা করেন। বাবার জন্মের মহিমাও এখানেই করা হয়। শিব জয়ন্তী আছে তো, কিন্তু মানুষ কিছুই জানে না যে, তাঁর জন্ম ভারতে হয়, আজকাল শিব জয়ন্তীকে তো ছুটির দিনও ঘোষণা করা হয় না। জয়ন্তী পালন করো বা না করো, তোমাদের মর্জি। অফিসিয়াল ছুটির দিন নয়। যারা শিব জয়ন্তীকে মানে না, তারা নিজের কাজে চলে যায়। অনেক ধর্ম আছে, তাই না। সত্যযুগে এমন কথা হয় না। ওখানে এমন পরিবেশ নেই। সত্যযুগ হলো নতুন দুনিয়া, এক ধর্ম। ওখানে এ কথা কেউ জানতেও পারে না যে, এরপরে চন্দ্রবংশী রাজ্য হবে। এখানে তোমরা সবাই জানো যে, এই - এই জিনিস অতীত হয়ে গেছে। সত্যযুগে তোমরা থাকবে, সেখানে তোমরা কোন অতীতকে স্মরণ করবে? অতীত তো হলো কলিযুগ। তার হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি শুনে কি লাভ।

তোমরা জানো যে, তোমরা এখানে বাবার কাছে বসে আছো। বাবা যেমন টিচারও, আবার সদগুরুও। বাবা সবাইকে সদগতি করাতে এসেছেন। তিনি অবশ্যই সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যাবেন। মানুষ তো দেহ বোধে এসে বলে, এ সবই মাটিতে মিশে যাবে। একথা বুঝতে পারে না যে, আত্মারা তো চলে যাবে, বাকি এই শরীর তো মাটির তৈরী, এই পুরানো শরীর শেষ হয়ে যায়। আমরা আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। এই দুনিয়াতে এ হলো আমাদের অস্তিম জন্ম, সবাই পতিত, এখানে সম্পূর্ণ পবিত্র তো কেউই থাকতে পারে না। সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমো সকলেই হয়। ওরা তো বলে দেয়, সকলেই ঈশ্বরের রূপ, এই খেলা করার জন্য ঈশ্বর নিজের অনেক রূপ বানিয়েছেন। হিসেব - নিকেশ কিছুই

জানে না । না যে এই খেলা করায়, তাঁকে । বাবা বসেই এই পৃথিবীর হিস্টি - জিওগ্রাফি বুঝিয়ে বলেন । এই খেলাতে প্রত্যেকেরই অভিনয় আলাদা - আলাদা । সকলেরই পজিশন আলাদা - আলাদা, যে যেমন পজিশনের তাঁর তেমনই মহিমা হয় । এই সব কথা বাবা এই সঙ্গম যুগে এসেই বোঝান । সত্যযুগে আবার সত্যযুগের পার্ট চলবে । ওখানে এইসব বিষয় হবে না । এখানেই তোমাদের সৃষ্টিচক্রের গুণান বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকে । তোমাদের নামই হলো স্বদর্শন চক্রধারী । লক্ষ্মী - নারায়ণকে তো স্বদর্শন চক্র দেওয়াই হয় না । এ হলো এখানকার । মূলবতনে কেবল আত্মারা থাকে, সূক্ষ্মবতনে কিছুই নেই । মনুষ্য, জানোয়ার, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সবই এখানে হয় । সত্যযুগে ময়ূর ইত্যাদি দেখানো হয় । এমন নয় যে, ওখানে কেউ ময়ূরের পালক ছিঁড়ে মাথায় ধারণ করবে ! ময়ূরকে কষ্ট দেবেই না । আবার এমনও নয় যে ময়ূরের থেকে খসে পড়া পালক মুকুটে লাগাবে । তা নয়, মুকুটেও মিথ্যা চিহ্ন দিয়ে দিয়েছে । ওখানে সবই সুন্দর জিনিস থাকে । খারাপ কোনো জিনিসের চিহ্নমাত্র থাকে না । এমন কোনো জিনিসই থাকে না, যা দেখে ঘৃণা আসে । এখানে তো ঘৃণা আসে, তাই না । ওখানে জানোয়ারদেরও দুঃখ থাকে না । সত্যযুগ কতো একনশ্বর যুগ হবে । নামই হলো স্বর্গ, হেভেন, নতুন দুনিয়া । এখানে তো দেখা বৃষ্টির কারণে বাড়িঘর ভেঙ্গে পড়ে । মানুষ মারা যায় । ভূমিকম্প হলে সবাই চাপা পড়ে মারা যাবে । সত্যযুগে খুব অল্প মানুষ থাকবে, তারপর পরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে । প্রথমে সূর্যবংশী থাকবে । দুনিয়া যখন ২৫ শতাংশ পুরানো হবে তখন চন্দ্রবংশী হবে । সত্যযুগ হলো ১২৫০ বছরের, সে হলো একশো শতাংশ নতুন দুনিয়া । যেখানে দেবী - দেবতা রাজ্য করেন । তোমাদের মধ্যেও অনেকে এই কথা ভুলে যায় । রাজধানী তো স্থাপন হাতেই হবে । তোমরা হার্টফেল হয়ে যেও না । এ হলো পুরুষার্থের কথা । বাবা সকল বাচ্চাদের এক সমান পুরুষার্থ করান । তোমরা এই বিশ্বে নিজেকে জন্য রাজধানী স্থাপন করো । নিজেকে দেখতে হবে যে, আমরা কি তৈরী হবো ? আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই সঙ্গম যুগে স্বর্গের দেবী - দেবতা হওয়ার পার্ট গ্রহণ করে নিজেকে উপযুক্ত করতে হবে । পুরুষার্থ করতে গিয়ে হার্টফেল করো না ।

২) এই অসীম জগতের খেলায় প্রত্যেক অভিনেতার পার্ট আর পজিশন আলাদা - আলাদা । যার যেমন পজিশন, সে তেমনই মান প্রাপ্ত করে, এই সব রহস্য বুঝে এই পৃথিবীর হিস্টি - জিওগ্রাফিকে মন্বন করে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে ।

বরদান:- শ্রীমতের সঙ্গে মনমত এবং জনমতের মিশ্রণকে সমাপ্তকারী প্রকৃত স্ব কল্যাণকারী ভব*
বাবা বাচ্চাদের সমস্ত সম্পদ স্ব কল্যাণ এবং বিশ্ব কল্যাণের জন্য দিয়েছেন, কিন্তু তা ব্যর্থের প্রতি লাগানো, অকল্যাণের কার্যে লাগানো, শ্রীমতের সঙ্গে মনমত এবং জনমতের মিশ্রণ করা --এ হলো জমার থেকে খরচ বেশী । এখন এই অসত্যের মিশ্রণকে সমাপ্ত করে আত্মিক গুণ আর দয়ার ধর্মকে ধারণ করো । নিজের উপর এবং সর্বের উপর দয়া করে স্ব - কল্যাণী হও । নিজেকে দেখো, বাবাকে দেখো, অন্যদের দেখো না ।

শ্লোগান:- সদা প্রফুল্লিত সেই থাকতে পারে, যে কখনোই আকুষ্ট হয় না ।*

৩০-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:-** এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে তোমাদেরকে পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য কি এমন পুরুষার্থ করতে হবে?*
- *উত্তর:-** কর্মাতীত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। কোনও কর্ম-সম্বন্ধের প্রতি যেন বুদ্ধি না যায় অর্থাৎ কর্মবন্ধন নিজের দিকে যেন আকর্ষণ না করে। সমস্ত কানেকশন যেন এক বাবার সাথেই থাকে। কারো সাথে যেন হৃদয় জুড়ে না থাকে। এইরকম পুরুষার্থ করো, কথাচালাচালিতে নিজের সময় ব্যর্থ নষ্ট করো না। স্মরণে থাকার অভ্যাস করো।*
- *গীত:-** জাগো সজনীরা জাগো, নব যুগ এলো কি এলো ...*

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাচ্চারা শরীর দ্বারা এই গীত শুনেছো ? কেননা বাবা এখন বাচ্চাদেরকে আত্ম-অভিমানী বানাচ্ছেন। তোমাদের এখন আত্ম-জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। দুনিয়াতে এমন একটি মানুষও নেই, যার মধ্যে আত্মার সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান আছে। তাহলে পরমাত্মার জ্ঞান কি করে থাকবে ? এটা বাবা-ই বসে বোঝাচ্ছেন। শরীরকে সাথে নিয়েই তো বোঝাতে হয়। শরীর ছাড়া তো আত্মা কিছুই করতে পারে না। আত্মা জানে যে আমরা কোথাকার নিবাসী, কার সন্তান। এখন তোমরা যথার্থ রীতি জেনে গেছো। এখানে সবাই হল অভিনেতা-অভিনেত্রী। অন্যান্য ধর্মের আত্মারা কখন আসে, এটাও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাবা বিস্তারিতভাবে বোঝান না, পাইকারী (হোলসেল) হিসেবে বোঝান। হোলসেল অর্থাৎ এক সেকেন্ডে এমনভাবে বুঝিয়ে দেন যে সত্যযুগ আদি থেকে শুরু করে অষ্টম মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের কিকরম পার্ট আছে, তা আমরা জ্ঞাত হয়ে যাই। এখন তোমরা জেনে গেছো যে, বাবা কে? এই ড্রামাতে তাঁর কি পার্ট আছে? তোমরা এটাও জানো যে - বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, সকলের সঙ্গতি দাতা, দুঃখ হরণকারী - সুখ প্রদানকারী। শিব জয়ন্তী বলা হয়ে থাকে। অবশ্যই বলবে যে শিব জয়ন্তী হল সর্ব শ্রেষ্ঠ। মুখ্যতঃ ভারতেই শিব জয়ন্তী মানানো হয়ে থাকে। যে যে রাজাদের রাজত্ব কালে, যে শ্রেষ্ঠ পুরুষের অতীতের ইতিহাস ভালো হয়ে থাকে, তার প্রতিকৃতি দিয়ে স্ট্যাম্পও তৈরী করে। এখন শিবেরও জয়ন্তী পালন করতে থাকে। বোঝাতে হবে যে, সবথেকে শ্রেষ্ঠ জয়ন্তী কার পালন করা হয় ? কার স্ট্যাম্প বানানো উচিত ? কোনও সাধু-সন্ত বা শিখ, মুসলমান, বা ইংরেজের, কিংবা কোনও দার্শনিক যদি ভালো হয় তবে তারও স্ট্যাম্প বানাতে থাকে। যেরকম রাণা প্রতাপ আদিরও বানায়। এখন বাস্তবে স্ট্যাম্প হওয়া উচিত বাবার, যিনি হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা। এইসময় বাবা যদি না আসতেন, তবে সঙ্গতি কিভাবে হত ? কেননা সবাই তো এখন পাপে পরিপূর্ণ নরকে দুঃখ ভোগে রত আছে। সবথেকে উঁচু হলেন শিববাবা, পতিত-পাবন। শিববাবার মন্দিরও অনেক উঁচু স্থানে বানায়, কেননা তিনি হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, তাই না! বাবা-ই এসে ভারতকে স্বর্গের মালিক বানান। যখন তিনি আসেন তখন সকলের সঙ্গতি করেন। তাই সেই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, তাই না! শিববাবার স্ট্যাম্পও কিভাবে বানাতে? ভক্তিমার্গে তো শিবলিঙ্গ বানাতে থাকে। তিনিই হলেন সর্বোচ্চ আত্মা। সর্বোচ্চ মন্দিরও শিববাবার-ই হয়ে থাকে। সোমনাথ হল শিবের মন্দির, তাই না! ভারতবাসী তমোপ্রধান হয়ে যাওয়ার কারণে এটাও জানে না যে, শিব কে ? যাঁর পূজা করে, তাঁর কর্তব্যকেই জানে না। রাণা প্রতাপও লড়াই করেছিলেন, কিন্তু সেটা তো হিংসা হয়ে গেল। এই সময় সবাই তো হল ডবল হিংসক। বিকারে যাওয়া, কাম কাটারী চালানো, এটাও তো হিংসা, তাই না! ডবল অহিংসক তো হলেন এই লক্ষ্মী-নারায়ণ। মানুষের যখন সম্পূর্ণ জ্ঞান হবে তখন অর্থ সহকারে স্ট্যাম্প বের করবে। সত্যযুগে স্ট্যাম্প হয়েই থাকে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের। শিববাবার জ্ঞান তো সেখানে থাকে না, তাই অবশ্যই উঁচুর থেকেও উঁচু লক্ষ্মী-নারায়ণেরই স্ট্যাম্প লাগানো হয়। এখনও ভারতের সেই স্ট্যাম্প হওয়া উচিত। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ত্রিমূর্তি শিব। শিববাবার স্ট্যাম্প তো অবিনাশী রাখতে হবে, কেননা তিনিই ভারতকে অবিনাশী রাজ-গদি প্রদান করেন। পরমপিতা পরমাত্মাই ভারতকে স্বর্গ বানান। তোমাদের মধ্যেও অনেকে আছে যারা এটা ভুলে যায় যে, বাবা-ই আমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। মায়া এটা ভুলিয়ে দেয়। বাবাকে না জানার কারণে ভারতবাসী কতো ভুল করে এসেছে। শিববাবা এসে কি করেন, এটাই কারো জানা নেই। শিব জয়ন্তীরও অর্থ বুঝতে পারে না। এই জ্ঞান, এক বাবা ছাড়া আর কারোর জানা নেই।

বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা অন্যদের উপর করুণা করো, নিজের উপরও নিজেই করুণা করো। শিক্ষক পড়াচ্ছেন, ইনিও করুণা করেন, তাই না! ইনিও বলছেন যে - আমি হলাম শিক্ষক। তোমাদেরকে পড়াচ্ছি। বাস্তবে একে পাঠশালাও বলা যাবে না। এটা তো হল অনেক বড় বিশ্ববিদ্যালয়। বাকি যেসব বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেগুলি

হল মিথ্যা। কারণ সেগুলি সমগ্র বিশ্বের জন্য তো কোনো কলেজ নয়। তো বিশ্ববিদ্যালয় হলই এক বাবার, যিনি সমগ্র বিশ্বের সঙ্গতি করেন। বাস্তবে বিশ্ব বিদ্যালয় হল একটাই। এর দ্বারাই সবাই মুক্তি-জীবনমুক্তিতে যেতে পারে অর্থাৎ শান্তি আর সুখকে প্রাপ্ত করতে পারে। ইউনিভার্স তো এটাই হল তাই না, এইজন্য বাবা বলছেন - ভয় পেওনা। এটা তো হল বোঝানোর বিষয়। এরকমও হয়, আপৎকালীন সময়ে কেউ কারো কথা শোনেও না। প্রজাদের উপর প্রজার রাজ্য চলতে থাকে, আর অন্যকোনও ধর্মে, শুরু থেকেই রাজত্ব চলে না। তারা তো ধর্ম স্থাপন করতে আসে। তারপর যখন অনুসরণকারীর সংখ্যা প্রায় লক্ষ হয়ে যায়, তখন রাজত্ব শুরু করে। এখানে তো বাবা রাজত্ব স্থাপন করছেন - ইউনিভার্সের জন্য। এটাও হল বোঝানোর বিষয়। দৈবী রাজধানী এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই স্থাপন করছেন। বাবা বুঝিয়েছেন যে - কৃষ্ণ, নারায়ণ, রাম আদির সময়কার চিত্রও তোমরা হাতে নিয়ে বোঝাও যে - কৃষ্ণকে শ্যাম-সুন্দর কেন বলা হয়েছে? সুন্দর ছিলেন, তারপর শ্যাম কিকরে হলেন? ভারতই স্বর্গ ছিলো, এখন নরক হয়ে গেছে। নরক অর্থাৎ কালো (অসুন্দর), স্বর্গ অর্থাৎ সুন্দর (গোরা)। রাম রাজ্যের দিন আর রাবন রাজ্যের রাত বলা হয়ে থাকে। তাহলে তোমরা বোঝাতে পারো যে - দেবতাদের কালো কেন বানানো হয়েছে। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - তোমরা এখন এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছো। তারা নেই, তোমরাই বসে আছো, তাই না! এখানে তোমরা আছো সঙ্গম যুগে, পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। বিকারী পতিত মানুষদের সঙ্গে তোমাদের কোনও যোগাযোগই নেই, হ্যাঁ, এখন তোমাদের কর্মভিত্তি অবস্থা হয়নি, এইজন্য কর্ম-সম্বন্ধদের সাথে হৃদয় জুড়ে যায়। কর্মভিত্তি হতে হবে, তারজন্য চাই স্মরণের যাত্রা। বাবা বোঝাচ্ছেন যে - তোমরা হলে আত্মা, পরমাত্মা বাবার সাথে তোমাদের কতোই না ভালোবাসা থাকা চাই। অহো! বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। সেই উদ্দীপনা কারো মধ্যে থাকে না। মায়া বারংবার দেহ-অভিমাণে নিয়ে আসে। যখন বুঝে গেছো যে - শিববাবা আমাদের আত্মাদের সাথে কথা বলছেন, তখন সেই আকর্ষণ বা খুশী থাকতে হবে, তাই না! যে সূচের উপর একটুও মরিচা (জং) নেই, সেই সূচকে চুম্বকের সামনে রাখলে তো তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করে নেবে। অল্প একটুও মরিচা থাকলে চুম্বক আকর্ষণ করবে না। যেখানে মরিচা নেই, সেই স্থানটিকে চুম্বক আকর্ষণ করবে। বাস্তবের মধ্যে তখনই আকর্ষণ হবে যখন সে স্মরণের যাত্রায় থাকবে। মরিচা থাকলে তো আকর্ষিত হবে না। প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, আমাদের সূচ একদম পবিত্র হয়ে গেলে তখন আকর্ষণও হবে। এখন আকর্ষণ করে না, কারণ মরিচা (জং) ধরে আছে। তোমরা যদি সর্বক্ষণ স্মরণে থাকো, তবে বিকর্ম ভুল হয়ে যাবে। আত্মা, পুনরায় কেউ যদি কোনও পাপ করে, তবে তাকে শতগুণ হারে শাস্তি ভোগ করতে হবে। মরিচা পরে গেলে স্মরণ করতে পারে না। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, স্মরণ করতে ভুলে গেলে মরিচা পরে যায়। তখন সেই আকর্ষণ বা ভালোবাসা আর থাকে না। মরিচা পরিষ্কার হয়ে গেলে তখন ভালোবাসাও থাকবে, খুশীও থাকবে। চেহারার মধ্যে খুশীর ঝলক ফুটে উঠবে। ভবিষ্যতে তোমাদেরকে এরকমই হতে হবে। সেবা করো না, তাই পুরানো ব্যর্থ কথা বলতে থাকো। বাবার সাথে বুদ্ধির যোগ নষ্ট হয়ে যায়। যা কিছু চমক ছিলো, সেটাও হারিয়ে যায়। বাবার সাথে অল্প একটুও ভালোবাসা থাকে না। ভালোবাসা তারই থাকবে, যে ভালোভাবে বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। তার প্রতি বাবারও আকর্ষণ থাকবে। এই বাস্তব সেবাও খুব ভালো করে, আর যোগেও থাকে। তাই তার প্রতি বাবারও ভালোবাসা থাকে। নিজের প্রতি সতর্ক থাকে, আমার দ্বারা কোনও পাপ তো হয়নি। আর যদি স্মরণেই না থাকে, তবে মরিচা কিভাবে পরিষ্কার হবে? বাবা বলছেন - চার্ট রাখো, তাহলে মরিচা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে গেলে তো মরিচা পরিষ্কার করতেই হবে। পরিষ্কারও হয়, আবার লেগেও যায়। শতগুণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ না করার কারণে কিছু না কিছু পাপ করতেই থাকে। বাবা বলছেন যে, মরিচা পরিষ্কার না হলে তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না। উপরন্তু অনেক শাস্তিও ভোগ করতে হবে। শাস্তিও পেতে হবে আবার পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে বাবার থেকে কোন্ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হল? এমন কর্ম করা উচিত নয়, যার কারণে আরও মরিচা লেগে যায়। প্রথমে তো নিজের মরিচা পরিষ্কার করার চিন্তা করো। এবিষয়ে সচেতন না হলে বাবা বুঝবেন যে, এর ভাগ্যে নেই। যোগ্যতা চাই। সৎ চরিত্রবান চাই। লক্ষ্মী-নারায়ণের চরিত্রের তো গুণগান করা হয়। এই সময়ের মানুষ তাঁদের সামনে নিজের চরিত্রের বর্ণনা করে। শিববাবাকে তারা জানেই না, তিনিই তো একমাত্র সঙ্গতি করতে পারেন। তারা সন্ন্যাসীদের কাছে চলে যায়। কিন্তু সকলের সঙ্গতিদাতা তো হলেন একই। বাবা-ই স্বর্গের স্থাপনা করেন কিন্তু ড্রামা অনুসারে নিচে তো নামতেই হয়। বাবা ছাড়া অন্য কেউ পবিত্র বানাতে পারবে না। সন্ন্যাসীরা ছোটো গর্ত খনন করে, মানুষ তার মধ্যে গিয়ে বসে, এর থেকে তো গঙ্গায় গিয়ে বসলে তো পরিষ্কার হয়ে যেত, কেননা পতিত-পাবনী গঙ্গা বলা হয়, তাই না! মানুষ শান্তি কামনা করে, তো সে যখন ঘরে ফিরে যাবে, তখন পাট সম্পূর্ণ হবে। আমাদের আত্মাদের ঘর হলোই নির্বাণধাম। এখানে শান্তি কোথা থেকে আসবে? তপস্যা করতে থাকে, সেটা তো কর্মই করে তাই না! তারজন্য শান্ত হয়ে বসে যায়। শিববাবাকে তো জানেই না। সেসব হল ভক্তিমার্গ, পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ একবারই হয়, যখন বাবা আসেন। আত্মা স্বচ্ছ হয়ে মুক্তি-জীবনমুক্তিতে চলে যায়। যে পরিশ্রম করবে, সে-ই রাজত্ব করবে। বাকি যারা পরিশ্রম করবেনা, তারা শাস্তি ভোগ করবে। শুরুতে সাক্ষাৎকার করিয়েছিলাম, শাস্তি ভোগের। পুনরায় অন্তিম

সময়েও সাক্ষাৎকার হবে। দেখতে পাবে, আমরা শ্রীমতে চলি নি, তাই এই অবস্থা হয়েছে। বাচ্চাদেরকে কল্যাণকারী হতে হবে। বাবা আর রচনার পরিচয় দিতে হবে। যেরকম সূচকে প্যারাক্সিন তেলে (খনিজ তেল) ডুবিয়ে রাখলে জং ছেড়ে যায়, সেইরকম বাবার স্মরণে থাকলেও জং ছেড়ে যাবে। নাহলে তো সেই আকর্ষণ, সেই ভালোবাসা বাবার প্রতি থাকবে না। সমস্ত ভালোবাসাই চলে যায় মিত্র-সম্বন্ধী আদিত, মিত্র-সম্বন্ধীদের কাছে গিয়ে থাকে। কোথায় সেই মরিচা ধরা সঙ্গ, আর কোথায় এই বাবার সঙ্গ। মরিচা ধরা জিনিসের সাথে থাকতে-থাকতে তার উপরেও মরিচা লেগে যায়। মরিচা পরিষ্কার করার জন্যই বাবা আসেন। স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হবে। অর্ধকল্প ধরে খুব মোটা মরিচার প্রলেপ পরে গেছে। এখন বাবা চুষক বলছেন - আমাকে স্মরণ করো। বুদ্ধির যোগ যত আমার সাথে থাকবে, ততই মরিচা পরিষ্কার হতে থাকবে। নতুন দুনিয়া তো তৈরী হবেই, সত্যযুগে প্রথমে খুব ছোট (সৃষ্টি রূপী) গাছ জন্মায় - দেবী-দেবতাদের, তারপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখান থেকেই তোমাদের কাছে এসে পুরুষার্থ করতে থাকে। উপর থেকে কেউ আসে না, যেরকম অন্যান্য ধর্ম-স্থাপকেরা উপর থেকে আসে। এখানেই তোমাদের রাজধানী তৈরী হচ্ছে। সবকিছুই পড়াশোনার উপর আধারিত। বাবার শ্রীমতে চলেও যদি বুদ্ধির যোগ বাইরে যেতে থাকে, তাহলেও মরিচা পরে যায়। এখানে আসে তো সব হিসেব-নিকেশ সমাপ্ত করে, বেঁচে থেকেও সবকিছু শেষ করে এখানে আসে। সন্ন্যাসীরাও যখন সন্ন্যাস করে, তখনও অনেকদিন পর্যন্ত তাদের সবকিছুই স্মরণে আসতে থাকে।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে, এখন আমাদের সৎ-এর সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা নিজের বাবারই স্মরণে থাকি। মিত্র-সম্বন্ধ আদিদের তো জানো, তাই না! গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে, কর্ম করতেও বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, পবিত্র হতে হবে, অন্যদেরকেও শেখাতে হবে। তারপর তার ভাগ্যে থাকলে তো সেও জ্ঞানে চলতে শুরু করে দেবে। ব্রাহ্মণকুলেরই যদি না হয় তবে দেবতা কুলে কি করে আসবে? অনেক সহজ পয়েন্টস্ দেওয়া হয়, যেটা শীঘ্রই কারো বুদ্ধিতে ধারণ হয়ে যাবে। বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি আত্মাদের পরিণামের চিত্রটিতেও পরিষ্কার করে দেখানো আছে। এখন সেই সার্বভৌম ক্ষমতা তো নেই। দৈবী সার্বভৌমত্ব ছিলো, যাকে স্বর্গ বলা হত। এখন তো হল পঞ্চায়েতি রাজ্য, তাই বোঝাতেও কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু তখনই কারোর বুদ্ধিতে তীর লাগবে, যখন তোমাদের আত্মার উপর থেকে মরচে (জং) পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাই প্রথমে মরচে (জং) পরিষ্কার করার প্রয়াস করতে হবে। নিজের চরিত্রকে দেখতে হবে। রাত-দিন আমরা কি করছি? রান্নাঘরে ভোজন বানানোর সময়, রুটি করার সময় যতটা সম্ভব স্মরণে থাকো, ঘুরতে যদি যাও, তখনও স্মরণে থাকো। বাবা সকলের অবস্থাকেই তো জানেন, তাই না! কথাচালাচালী করলে তো পুনরায় আরো মরিচা লেগে যাবে। পরচিন্তনের কোনও কথা শুনবে না। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবা যেরকম শিক্ষক রূপে পড়িয়ে সকলের উপর করুণা করেন, এইরকম নিজেই নিজের উপর এবং অন্যদের উপরেও করুণা করতে হবে। পড়া আর শ্রীমতের উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে, নিজের চরিত্র সংশোধন করতে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে কোনও পুরানো ব্যর্থ কথাচালাচালি করে বাবার সাথে বুদ্ধির যোগ নষ্ট ক'রো না। কোনও পাপ কর্ম ক'রো না, স্মরণে থেকে মরিচা দূর করতে হবে।

বরদানঃ- সর্বশক্তিগুলিকে আদেশ অনুসারে নিজের সহযোগী বানিয়ে প্রকৃতিজিৎ ভব*

ব্যখ্যা :- সবথেকে বড় দাসী হল প্রকৃতি। যে বাচ্চারা প্রকৃতিজিৎ হওয়ার বরদান প্রাপ্ত করে, তার আদেশ অনুসারে সর্বশক্তি আর প্রকৃতি রূপী দাসী কাজ করতে থাকে অর্থাৎ সময়ানুসারে সহযোগ প্রদান করে। কিন্তু যদি প্রকৃতিজিৎ হওয়ার পরিবর্তে আলস্যের নিদ্রাতে বা অল্পকালের প্রাপ্তির নেশাতে বা ব্যর্থ সংকল্পের নাচে মত্ত হয়ে নিজের সময় অপচয় করতে থাকো, তবে শক্তিগুলি আদেশানুসারে কাজ করবে না এইজন্য চেক করো যে, প্রথমে মুখ্য সংকল্প শক্তি, নির্ণয় শক্তি আর সংস্কারের শক্তি - তিনটিই তোমাদের আদেশ অনুসারে সহযোগী আছে?

স্লোগানঃ- বাপদাদার গুণগান করতে থাকো তো নিজেও গুণমূর্তি হয়ে যাবে।*